মূল লেখক:

গ্র্যাণ্ড মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহি.)

সংকলন ও রচনায়

শাইখ হাইছাম বিন জামীল সার্হান

শিক্ষক, মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী

http://attasseel-alelmi.com

আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং এ বইটি প্রকাশ করতে যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকে ক্ষমা করুন- আমীন

شرح متن
الدُّروس المهمَّة لعامَّة الأمَّة

للشَّيخ الإمام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله وأسكنه فسيح جنَّاته

اعتنى به فضيلة الشَّيخ
هيثم بن محمَّد جميل سرحان
المدرِّس بمعهد الحرم بالمسجد النَّبويِّ -سابقًا- والمشرف على موقع التَّأصيل العلميِّ
http://attasseel-alelmi.com

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

ভূমিকা

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতি পালক আল্লহ তা'আলার জন্য। সুপরিনাম মুত্তাকীনদের (আল্লাহভিরুদের) জন্য। আল্লাহ তা'আলা রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা-রাসলূ ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীদের প্রতি।

অতঃপর, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয়গুলো সকলের জানা ওয়াজিব বা আবশ্যক, তার কতিপয় বিষয়ের বিবরণে এটি একটি সংক্ষিপ্তবাণী এবং আমি তার নামকরণ করেছি, **"সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ"**।

আর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিম জাতিকে উপকৃত করেন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি উদার ও সম্মানিত। **- আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহি.)**

আমরা কেন এই "গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ" বইটি অধ্যয়ন করবো?

কেননা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তার নাম দিয়েছেন এবং আলেমগণও এর অধ্যয়নের সৎপরামর্শ দিয়েছেন।

কেউ যদি বলে: হ্যাঁ: জনসাধারণের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমি তো একজন ছাত্র!!!

উত্তর: আমরা তাকে এ পুস্তকটির বিষয়বস্তুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব যদি তার উত্তর দিতে না পারে, তাহলে সাধারণ মানুষই তার চেয়ে উত্তম। বিদ্যা ও বিদ্যানদের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা আমাদের জন্য সমীচিন নয়। আর রব্বানী আলেমদের পথ অনুরসরণ করবে। সহীহ বুখারীতে এসেছে ইমাম বলেন: লজ্জাবোধকারী ও অহংকারকারী ইলম অর্জন করতে পারে না।

“গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ” গ্রন্থটিতে কি কি বিষয় রয়েছে?

১. আল কুরআনুল কারীম পাঠ করা, মুখস্ত করা, গভীরভাবে চিন্তা করা ও আমল করার ক্ষেত্রে সালফে সালেহীন ও তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের পন্থা অনুকরণ করা।
২. ইসলাম, ঈমান, ইহসান, তাওহীদ ও শিরকের প্রকার সমূহের বিবরণ।
৩. সলাতের বিবরণ।
৪. অযুর বিবরণ।
৫. শারয়ী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া।
৬. শিরক ও পাপ হতে সতর্ক করা।
৭. মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযার সলাত ও দাফন।

উলামাগণ তাদের লেখনির সূচনায় বিসমিল্লাহ দিয়ে আরম্ভ করেন?

- সূচনায় আল্লাহর ন্যামের বরকত কামনার প্রত্যাশায়
- পূর্ববর্তী সৎ ও পরহেজগার ব্যক্তিবর্গের অনুসরণের জন্য
- হাদীসের অনুসরণের জন্য কেননা, প্রতিটি কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতে হয় যদিও হাদীসটি দুর্বল সুত্রে বর্ণিত
- মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম ও নবী-রসূলগণের অনুসরণের জন্য
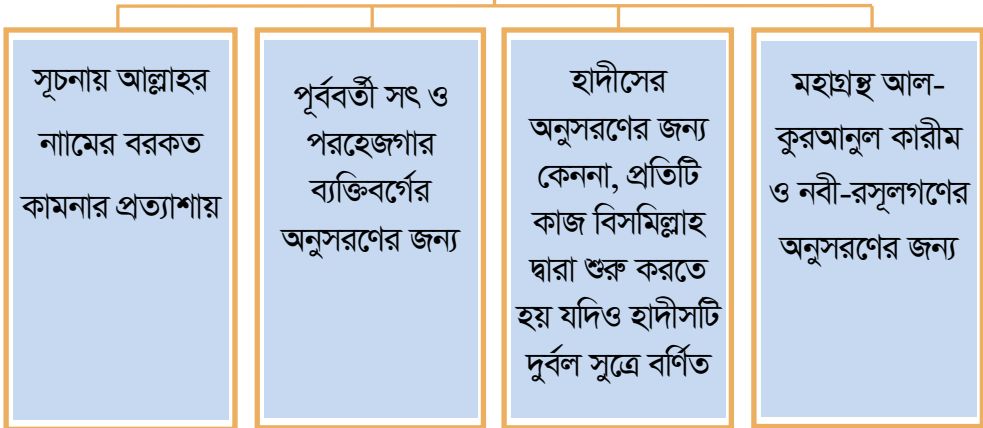
الدَّرس الأوَّل

সূরা ফাতিহা ও ছোট সূরাসমূহ হতে যেমন সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত বিশুদ্ধভাবে পড়া ও মুখস্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া এবং যে বিষয় গুলো জানা জরুরী তা ব্যাখ্যা করা। যেমন সালফে সালেহীনগণ প্রত্যেক দিন ১০ টি আয়াত মুখস্ত করা সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও পড়া (যেমন সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে ইবনে সা'দী) এবং তদানুযায়ী আমল করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

ব্যাখ্যাঃ

প্রত্যেকের উচিত হবে ইবনে সা'দী এর সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে ব্যাখ্যাসহ সালফে সালেহীনদের ন্যায় প্রতিদিন দশটি আয়াত তেলাওয়াত ও মুখস্ত করা উচিত। আর দতানুযায়ী আমল করে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

একজন ছাত্র তাফসীরের কোন বই সর্বপ্রথম পড়া শুরু করবে?

শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস সা'দী কর্তৃক লিখিত "তাইসীরুল কারীমীর রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান" বইটি দিয়ে পড়া শুরু করবেন।

এই তাফসীরটি কেন পড়বেন?

- কেননা লেখক (রহ.) তাওহীদের বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন।
- তা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত কুরআনের আলোকে আমল করতে সহায়তা করে
- কেননা তার ভাষা সহজ ও সুস্পষ্ট যার মাঝে কোন জটিলতা নেই।
- এটি সংক্ষিপ্ত তাই প্রাথমিক পাঠকদের জন্য উপযুক্ত
- কেননা আলেমগণ এই তাফসীর পড়ার পড়ামর্শ দিয়েছেন।

কুরআনের আলোকে মানুষ কত প্রকার?
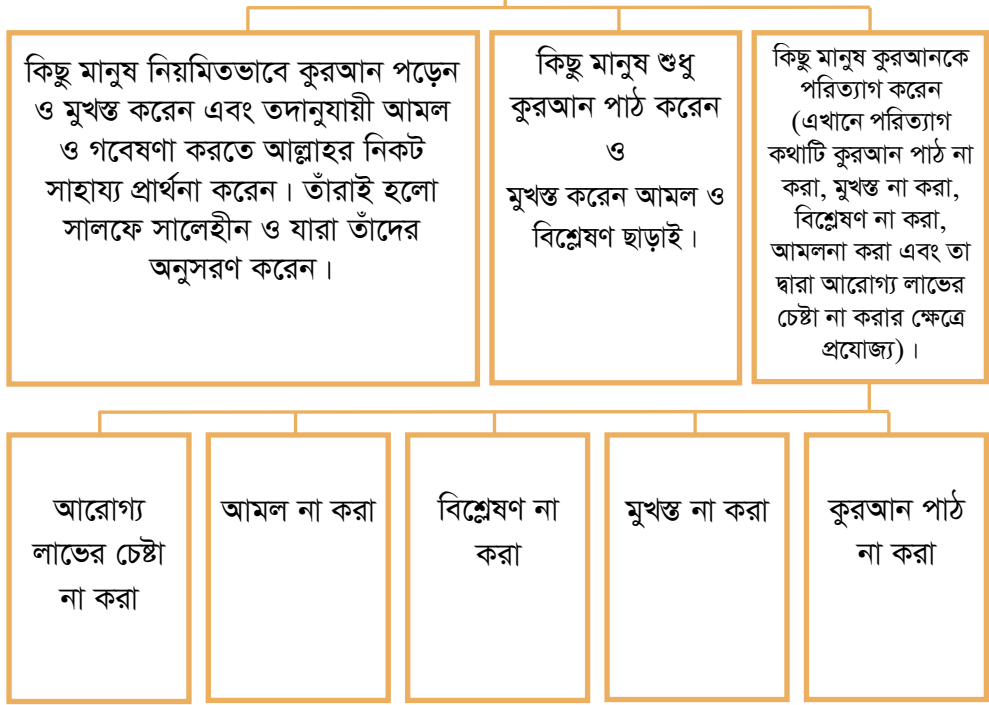
কিছু মানুষ নিয়মিতভাবে কুরআন পড়েন ও মুখস্ত করেন এবং তদানুযায়ী আমল ও গবেষণা করতে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরাই হলো সালফে সালেহীন ও যারা তাঁদের অনুসরণ করেন।

কিছু মানুষ শুধু কুরআন পাঠ করেন ও মুখস্ত করেন আমল ও বিশ্লেষণ ছাড়াই।

কিছু মানুষ কুরআনকে পরিত্যাগ করেন (এখানে পরিত্যাগ কথাটি কুরআন পাঠ না করা, মুখস্ত না করা, বিশ্লেষণ না করা, আমলনা করা এবং তা দ্বারা আরোগ্য লাভের চেষ্টা না করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

- আরোগ্য লাভের চেষ্টা না করা
- আমল না করা
- বিশ্লেষণ না করা
- মুখস্ত না করা
- কুরআন পাঠ না করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।) আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম। *(সহীহুল বুখারী হা/৩৩৪৪)*

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা‘দী (রহ.) কর্তৃক রচিত (تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنَّان) ‘তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরি কালামিন মান্নান’ হতে চয়নকৃত তাফসীর ও প্রশ্ন

সূরা ফাতিহার তাফসীর, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

(بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧﴾)

১. (আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। ২. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। ৩. যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। ৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। ৫. আমরা কেবল তোমারই ‘ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। ৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

---

১. অর্থাৎ: আমি আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক নাম দ্বারা শুরু করছি। কেননা (ইসম) শব্দটি এক বচন ও আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই সমস্ত আসমা হুসনাকে শামিল করেছে। (ٱللَّهِ) তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ইবাদতের হক্বদার মা’বূদ, কেননা তিনি ইবাদতের গুণে গুণান্বিত। আর তা হলো পূর্নাজ্ঞ গুণ। (ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ) এ নাম দু’টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন মহা প্রশস্ত দয়ার মালিক যা সবকিছুতেই প্রশস্ত হয়েছে, প্রত্যেক জিনিসকে শামিল করেছে এবং নাবী ও রাসূলগণের মুত্তাকী অনুসারেদের জন্য অপরিহার্য করেছেন সর্বসাধারণ দয়া তাদেরই জন্য আর অন্যান্যদের জন্য তা হতে অংশ রয়েছে।

আপনি জেনে রাখুন : সালফে সালেহীন ও ইমামদের মধ্য এই ব্যাকরণের উপর ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নামসমূহ, সিফাত সমূহ ও তাঁর বিধানের উপর ঈমান আনা। তাই তাঁরা ঈমান রাখে যে, নিশ্চয় তিনি রহমান ও রহীম। তিনি এমন দয়াশীল যা দ্বারা তিনি বিশেষিত, সেই দয়া রহমকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং সমস্ত নিয়ামত তাঁর দয়ার পরিচয় বহন করে। আর অনুরূপভাবে সমস্ত নামসমূহের ক্ষেত্রেও । যেমন তাঁর নাম আল আমীন এ বলা হবে: নিশ্চয় তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী যা দ্বারা সমস্ত কিছু জানেন। তিনি আলক্বাদীর এমন শক্তিধর, সবার উপর শক্তিমান।

২. (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ) তা হলো পূর্ণগুনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা ও অনুগ্রহ এবং ন্যায়ের মাঝে তা চলমান কর্মের দ্বারা , সুতরাং সর্বদিক থেকে তার পূর্ণ প্রশংসা।

(رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ) আর রব্ব: তিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালনকারী, তারা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত সৃষ্টি যাদের জন্য আল্লাহ সমস্ত কিছু তৈরি করেছেন, তাদের প্রতি সে সব বড় নিয়ামত দান করেছেন, যদি তারা তা হারিয়ে ফেলতো তাহলে কখনো তারা অবশিষ্ট থাকতো না। সুতরাং তাদের মধ্যে যেকোন নিয়ামত তারই পক্ষ হতে।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি পালন সৃষ্টির ক্ষেত্রে দু'প্রকার: ১. সাধারণ ২. বিশেষ।

সর্ব সাধারণ হলো: সবাইকে সৃষ্টি করা রিযিক দান করা এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা কিছুতে তাদের মঙ্গল রয়েছে তার পথ নিদের্শনা।

আর বিশেষ প্রতি পালন হচ্ছে: তাঁর ওলীদের প্রতিপালন করা, তাই তিনি তাদেরকে ঈমান দ্বারা প্রতিপালন করেন ও তাদেরকে তার তাওফীক দান করেন এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ করেন, আর তাঁর ও তাদের মাঝের যাবতীয় বাধাসমূহকে দূর করেন। আর তার প্রকৃত রূপ হচ্ছে: প্রত্যেক কল্যাণের তাওফীকের জন্য এবং প্রত্যেক খারাপ হতে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিপালন করা। আর সম্ভবত এই অর্থই হচ্ছে নবীদের অধিকাংশ দু'য়া আর রব্ব শব্দ দিয়ে হওয়ার গোপন তথ্য। কেননা তাদের সমস্ত প্রার্থনায় তাঁর বিশেষ প্রতিপালনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আল্লাহর বাণী: (رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ) প্রমাণ করে যে, তিনি (আল্লাহ) একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, নিয়ামত দাতা এবং তিনি অমুখাপেক্ষি আর সমস্ত সৃষ্টি সর্ব দিক থেকে তাঁরই মুখাপেক্ষি।

৪. (مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ) আল মালিক: সেই সত্তা যিনি মালিকানার গুণে গুনান্বিত যে তিনি আদেশ ও নিষেধ করেন ও প্রতিদান ও শাস্তি দেন এবং তাঁর মালিকানায় যে ইচ্ছা সে ভাবেই পূর্ণ পরিচালনা ও তাতে হস্তক্ষেপ করেন। আর মালিকানাকে কিয়ামত দিবসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সে দিবস হলো যে দিন মানুষকে তার ভাল-মন্দ আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। কেননা সেই দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ এর পূর্ণ মালিকানা, ন্যায় বিচার ও প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টিকূলের সমস্ত মালিকানা শেষ হওয়া পূর্ণ প্রকাশ পাবে। এমনকি সেই দিন রাজা-প্রজা, স্বাধীন-পরাধীন সকলেই সমান। সকলেই তারা আল্লাহর বড়ত্বের স্বীকৃতি দিবে, তাঁর সম্মানের প্রতি অবনত হবে এবং তাঁর প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করবে। তাঁর সাওয়াবের প্রত্যাশি হবে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে। এজন্য তিনি এই দিনকে খাস করে উল্লেখ করছেন। অন্যথায় তিনি সেই দিন ও অন্যান্য দিনেরই মালিক।

৫. আল্লাহর বাণী : (إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ) অর্থাৎ : আমরা একমাত্র আপনাকেই ইবাদত ও সাহায্যেও জন্য নির্দিষ্ট করছি। কেননা, আরবী ব্যাকরণে যদি (মাফউল) কর্মকৃতকে (ফায়েল) এর প্রথমে আনা হয় তাহলে তা নির্দিষ্ট করনের অর্থ দিবে। আর তা হলো: উল্লেখিত বিধানটি তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা এবং অন্যদের থেকে দুরিভূত করা। যেন ব্যক্তি একথার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, আমরা আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করি না। আর আপনার ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য কামনা করি না। আর এখানে ইবাদতকে সাহায্যের উপর আনা হয়েছে ‘আম (ব্যাপক) শব্দকে খাস (নির্দিষ্ট) শব্দের আগে আনার ভিত্তিতে এবং আল্লাহর হক্বকে বান্দার হক্বের আগে আনার গুরুত্ব দেওয়ার ভিত্তিতে।

আর ইবাদত বলা হয় : العبادة: (اسمٌ جامعٌ لما يحبُّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظَّاهرة والباطنة) অর্থাৎ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন সব ইবাদত যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলা হয়।

আর ইসতি‘আনাহ হলো: الاستعانة هي: (الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارّ، مع الثّقة به في تحصيل ذلك) অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করাতে ও তাঁর নিকটেই সাহায্য চাওয়াতেই রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ এবং সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্তিদান। আল্লাহর সাহায্য কামনা করা আর সেটি হচ্ছে কল্যাণকর বস্তু অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং অকল্যাণকর বস্তু দূরিভীত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার উপর দৃঢ় আস্থা রাখা।

সুতরাং এই দুটিকে বাস্তবায়ন করা ছাড়া মুক্তির কোন পথ নাই। আর ইবাদত তখনোই ইবাদত বলে গন্য হবে যদি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গ্রহণ করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই দুই শর্তের ভিত্তিতে তা ইবাদত বলে গন্য হবে। উক্ত আয়াতে ইবাদত উল্লেখ করার পর সাহায্য শব্দ নিয়ে আসার কারণ হলো যে, বান্দা তার সমস্ত ইবাদতে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষি। কেননা আল্লাহ যদি তাকে সাহায্যে না করে তাহলে তার দ্বারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালন করা সম্ভব হবে না। অতঃপর আল্লাহ বলেন:

৬. (ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ) অর্থাৎ : আপনি আমাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম এর পথ দেখান ও তাওফীক দান করুন। এর তা হলো ঐ সমস্ত পথ যা আল্লাহ ও জান্নাতের দিকে পৌছায়। আর তা হলো হক্বকে জানা ও তার প্রতি আমল করা। তাই আপনি আমাদের সিরাতের দিকে ও মধ্যে পথ দেখান। সুতরাং সিরাতের হেদায়াত পাওয়ার অর্থ হলো: সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করে একমাত্র ইসলামকে আঁকড়ে ধরা। আর সিরাতের হেদায়াত দ্বীনের সার্বিক বিষয়সমূহকে জ্ঞানার্জন ও আমল করার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করে। এই দু‘আটি বান্দার জন্য সর্বোত্তম দু‘আ। তাই বান্দার প্রতি কর্তব্য যে, সে সলাতের প্রতি রাকাআতে এর দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে তার অতি প্রয়োজনীয়তার করবেন। আর এই সিরাতুল মুসতাকীম হলো:

৭. (صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ) তাঁদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন তাঁরা হলেন : নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। কিন্তু (ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ) দের পথ না। তারা হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা হক্ব জানার পর পরিত্যাগ করলো। যেমন ইয়াহুদীরা ও অনুরুপ যারা এবং (ٱلضَّآلِّينَ) দেরও রাস্তা না , তারা হলো : যারা হক্বকে পরিত্যাগ করেছে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায়। যেমন নাসারারা ও তাদের অনুরুপ যারা।

এই সূরাটি ছোট হওয়া সত্তেও এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছে যা কুরআনের অন্য সূরাতে নেই। যেমন- সূরাটি তাওহীদের তিন প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করেছে : তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহর এই বাণীতে (رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ) । তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ উল্লেখিত হয়েছে (ٱللَّهِ) শব্দে। আর তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত উল্লেখিত হয়েছে (إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ) আয়াতে। আর তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো আল্লাহর জন্য ঐ সকল পরিপূর্ণ সিফাতগুলো সাব্যস্ত করা যেগুলো আল্লাহর সত্ত্বাকে সাব্যস্ত করে থাকে ও তাঁর রিসালাতকে সাব্যস্ত করেছে কোন ধরণের সাদৃস্য, সমকক্ষ ও সমান সমান ছাড়াই। আর এ বিষয়টি পূর্বে উল্লিখিত (আলহামদুলিল্লাহ) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর আল্লাহর এই (ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ) বাণীতে তার নবীর নবুওয়াতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তা রিসালাত ব্যতীত অসম্ভব।

এবং আমলের প্রতিদানের কথা এসেছে আল্লাহর এই (مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ) বাণীতে, আর প্রতিদান ন্যায় বিচারের সঙ্গে হবে। কেননা দ্বীন অর্থ হচ্ছে : ন্যায়ের সঙ্গে প্রতিদান দেওয়া। আর এই আয়াতটি প্রমাণ করে ভাগ্যের প্রতি এবং আরও প্রমাণ করে যে, বান্দা সত্যিকার আমলকারী, কিন্তু ফিরকা কাদারিয়া ও জাবরিয়া যা পোষণ করে তার বিপরীত।

আর আল্লাহর এই বাণীতে (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) সমস্ত বিপথগামী দলের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা তা হলো হক্বের জ্ঞানার্জন ও তার প্রতি আমল করা। আর প্রত্যেক বিদআতী ও পথভ্রষ্ট সেই সিরাতুল মুসতাকীমের বিরোধী। আর আল্লাহর এই (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) বাণীতে প্রমাণিত হয়েছে দ্বীনকে আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করতে হবে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে।

[تفسير آية الكرسيِّ আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যা:]

(ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾)

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান। (সূরা বাকারা-২৫৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, এই আয়াতটি কুরআনের সর্বোত্তম আয়াত। কেননা তা তাওহীদের ব্যাপক অর্থ ও আল্লাহর মহত্ব এবং প্রশস্ত গুণাবলীর আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেছেন: (ٱللَّهُ) তিনি এমন প্রভূ যার জন্য ইবাদতের সমস্ত অর্থই নির্দিষ্ট। আর তিনি ব্যতীত ইবাদত-বান্দেগীর কেউ যোগ্য না। তাই অন্যদের ইবাদত করা বাতিল। আর তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীব যার জন্য পূর্ণ জীবনের সমস্ত অর্থই নির্দিষ্ট। যেমন: শ্রবণ, দর্শন, ক্ষমতা ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত সিফাতের ক্ষেত্রে। অনুরূপ (ٱلْحَىُّ) এর মধ্যে তাঁর সমস্ত কর্মগত সিফাত প্রমাণিত। কেননা (ٱلْقَيُّومُ) তিনিই যিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষি। আর তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এভাবে যে, তাদেরকে অস্তীত্ব দান করেছেন ও অবশিষ্ট রেখেছেন এবং সে ক্ষেত্রে যা কিছু তাদের প্রয়োজন তা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাঁর পূর্ণ জীবন ও নিজ প্রতিষ্ঠিত এমনই যে, তাঁকে কখনোই তন্দ্রা ও ঘুম আসে না। কেননা এই দুইটি সৃষ্টিকে স্পর্শ করে তাদের দূর্বল ও অপারগতার কারণে। কিন্তু কখনো তা সেই মহান আল্লাহ তায়ালাকে স্পর্শ করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, আসমান-যামীন ও উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সকলেরই তিনি মালিক। তাদের কেউ এই সীমা থেকে বের হতে পারবে না।

(لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ) অর্থ: তাই তিনি সকলেরই মালিক তাঁরই রয়েছে পূর্ণ মালিকানা-রাজত্ব, হস্তক্ষেপ। এবং তাঁর পূর্ণ মালিকানা এমনই যে, কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারবে না। সুতরাং সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিগণ ও সুপারিশ কারীগন তাঁর বান্দা ও দাস । এবং যতক্ষন তিনি অনুমতি না দিবেন ততক্ষন তারা সুপারিশ করতে পারবে না।

(وَلَا نَوۡمٞ) অর্থ: আল্লাহ তায়ালা সুপারিশের অনুমতি দিবেন শুধুমাত্র সে ব্যক্তির জন্য যার থেকে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আল্লাহ সন্তুষ্ট হন শুধুমাত্র তাওহীদ ও তাঁর রাসূলগণের অনুসরণে। আর যে ব্যক্তি এরূপ না হবে তার জন্য কোন সুপারিশ নেই। অতঃপর তিনি তাঁর অগাদ জ্ঞানের কথা বলছেন যে, নিশ্চয় তিনি সমস্ত মাখলুকের ভবিস্যৎ বিষয়দী সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন এবং তাদের অতীতের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আর তাঁর নিকট কোন বিষয় কখনো গোপন থাকে না (يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ) আর সৃষ্টি জীবের কেউ আল্লাহর জ্ঞানকে বেষ্টন করতে পারে না কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছায় নাবী ও রাসূলদেরকে অবগত করেছেন আর তা অতি অল্প যা তুলনাতীত। যেমন: তাঁর নাবী-রাসূলগণ বলেছেন: (إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ) অর্থ: এরপর আল্লাহ তাঁর মহত্ব-বড়ত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, আর তার কুরসী সমস্ত আসমান-যমীন ও উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সকলকেই তিনি তাঁর শক্তি, নিয়ম ও পদ্ধতি দ্বারা হিফাযত করেছেন। অথচ তাঁর পূর্ণ বড়ত্ত, শক্তি ও ব্যাপক প্রজ্ঞার কারণে তাদের হিফাযত তাঁর নিকট কোন বোঝা নয় ও তাঁকে বিন্দুমাত্র অসুবিধায় পতিত করে না। আর তিনি সমস্ত মাখলুকের উর্ধে স্ব-শরীরে এবং তিনি এমনই (وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ) যে, সব কিছুকেই পরাভুত করেছেন আর সবাই তাঁর নিকট মাথা নত করেছে এবং কাঁধকে নমনীয় করেছে। এবং তিনি হচ্ছেন (إِلَّا بِمَا شَآءَۚ) এমন 'মাবূদ যিনি সমস্ত মহত্ব, সম্মান-মর্যাদা অন্তর্ভূক্ত করেছেন, এবং তাঁকে অন্তর সমূহ ভালবাসে, আর আত্মাসমূহ সম্মান প্রদর্শন করে, এবং তাঁকে প্রকৃত... জানেন যে, কখনো কোন মহত্ব-বড়ত্ব তাঁর বড়ত্বের সমকক্ষ হতে পরে না। আর সে আয়াতে এই মহান অর্থ বহন করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যে ব্যক্তি আয়াতটি বুঝে ও গবেষণার সাথে পাঠ করবে তার অন্তর বিশ্বাস ও ঈমানে ভরে যাবে এবং শয়তানের অনিষ্ঠ হতে হেফাযত

সূরা ইযা যুলযিলাত এর তাফসীর, মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨).

---

১. পৃথিবীকে যখন তার প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে, ২. পৃথিবী তার (ভেতরের যাবতীয়) বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, ৩. এবং মানুষ বলবে 'এর কী হয়েছে?' ৪. সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন, ৬. সে দিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়, ৭. অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, ৮. আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে।

(১-২) কিয়ামত দিবসে যা সংঘঠিত হবে আল্লাহ তা সংবাদ দিচ্ছেন। আর সেদিন পৃথিবী প্রকম্পিত ও ঝুকতে শুরু করবে যে, তার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তা পড়ে যাবে। অতঃপর পাহাড়সমূহ মিসমার হয়ে যাবে এবং টিলাগুলো সমান হয়ে যাবে এমনকি সেখানে কোন উঁচু-নিচুঁ দেখা যাবে না। আর সেদিন যমীন সমস্ত খনিজ (মৃত্য সমূহকে তার পেট হতে) পদার্থগুলো বের করে ফেলবে।

(৩) (وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ) আর তার এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে মানুষ বলবে (مَا لَهَا) তার কি হয়েছে?

(৪-৫) (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ) সে দিন যমীন সাক্ষ্য দিবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে আমল করেছে ভাল ও মন্দ হতে। যারা বান্দার আমল সমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে তাদের মধ্যে পৃথিবীই হচ্ছে মূল সাক্ষী। আর এর কারণ হচ্ছে (أَخْبَارَهَا) অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে নির্দেশ দিবেন তার পৃষ্ঠে যা আমল করা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার জন্য। পৃথিবী আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হবে না।

(৬) (يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ) হাশরের ময়দানে (যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। (أَشۡتَاتٗا) অর্থাৎ : একটি বড় দল, (لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ) আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেখাবেন তারা যা ভাল-মন্দ আমল করেছে এবং তাদেরকে দেখাবেন পূর্ণ প্রতিফল।

(فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ) (৭-৮) আর এটি সমস্ত ভাল-মন্দকে অন্তর্ভূক্তকারী। কেননা যখন সে বিন্দু পরিমাণ আমল দেখতে পাবে যা একবারেই তুচ্ছ, যদি এরও প্রতিফল দেওয়া হয় তাহলে এর চেয়ে বড় অপরাধগুলোর জন্য প্রতিফল দেওয়া বেশি উপযুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّحۡضَرٗا وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوٓءٖ تَوَدُّ لَوۡ أَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُۥٓ أَمَدَۢا بَعِيدٗاۗ)، (ووَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ) অর্থ: এখানে সামান্যতম ভাল কর্মের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বিন্দু পরিমাণ মন্দ কর্মের জন্য ভিতি প্রদান করা হয়েছে।

[تفسير سورة العاديات وهي مكّيّةٌ]
সূরা আল আদিয়াত: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(وَٱلۡعَٰدِيَٰتِ ضَبۡحٗا ۝١ فَٱلۡمُورِيَٰتِ قَدۡحٗا ۝٢ فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحٗا ۝٣ فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا ۝٤ فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡعًا ۝٥ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ ۝٦ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ ۝٧ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ ۝٨ ۞ أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۝١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ ۝١١).

১. শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, ২. অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে আগুন ছুটায়, ৩. অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়, ৪. আর সে সময় ধূলি উড়ায়, ৫. অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (এভাবে মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহ্‌র এক অতি বড় নি'মাত ঘোড়াকে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও অন্যের প্রতি যুল্‌মের কাজে ব্যবহার করে), ৬. বস্তুতঃ মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। ৭. আর সে নিজেই (নিজের কাজ-কর্মের মাধ্যমে)

এ বিষয়ের সাক্ষী। ৮. আর ধন-সম্পদের প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত। ৯. সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যখন উত্থিত হবে, ১০. আর অন্তরে যা (কিছু লুকানো) আছে তা প্রকাশ করা হবে, ১১. নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন।

ব্যাখ্যা:

১ আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার শপথ করেছেন, কেননা তাতে রয়েছে তাঁর উজ্জল নির্দেশসমূহ ও প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ যা প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা। আর আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার শপথ করেছেন এই জন্য যে, যে সকল প্রাণীর আল্লাহ তায়ালা শপথ করেন তাতে অন্য কাউকে অংশীদার করা যাবে। অতঃপর আল্লাহ বলেন:)

(وَٱلْعَـٰدِيَـٰتِ ضَبْحًا অর্থাৎ এমন পরিপূর্ণ শক্তিশালী ঘোড়া যার থেকে উর্ধশাস বের হয় আর তা হচ্ছে তার বক্ষের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ বা শব্দ যা তার শত্রুর প্রতি কঠিন হওয়ার সময় বের হয়। (فَٱلْمُورِيَـٰتِ) অর্থাৎ এমন অশ্বরাজি যাদের ক্ষুরের আঘাতে পাথর থেকে আগুন বের হয়। (قَدْحًا) অর্থাৎ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বের হয় তাদের ক্ষুরের শক্ত আঘাতে।

(صُبْحًا) অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেশির ভাগ প্রভাতেই হয়ে থাকে।

(৪-৫) (فَأَثَرْنَ بِهِۦ)তাদের দৌড়ের কারণে (نَقْعًا) অর্থাৎ ধূলি, (فَوَسَطْنَ بِهِۦ) অর্থাৎ তাদের আরোহীদের নিয়ে, (جَمْعًا) তাদের শত্রু দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

(৬) আল্লাহ তায়ালার বাণী: (إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ) বান্দার প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত। নিশ্চয় মানুষের সভাব হচ্ছে তার প্রতি যে কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে তা সে পরিপূর্ণ আদায় করা হতে বিরত থাকে। বরং তার সভাব হচ্ছে অলসতা করা ও শারিরীক আর্থিক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করা হতে বিরত থাকা। তবে তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেছেন আর যারা এই বৈশিষ্ট হতে মুক্ত।

(৭) (وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ) অর্থাৎ নিশ্চয় মানুষ নিজ সম্পর্কে যা জানে তা হলো শুকরিয়া করা হতে বিরত থাকা। এ ব্যাপারে সে নিজেই সাক্ষী। সে এটি অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা এটি একটি স্পষ্ট বিষয়। এখানে সর্বনামটি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হতে পারে । অর্থাৎ নিশ্চয় বান্দা তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর আল্লাহই এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষমান। সুতরাং এক্ষেত্রে যে তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। কেননা আল্লাহই তার ব্যাপারে মহা সাক্ষী।

(৮) (وَإِنَّهُۥ)) মানুষ। (لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ) অর্থাৎ - সম্পদ। (لَشَدِيدٌ) সম্পদের জন্য তার অনেক ভালবাসা। আর তার ঐ সম্পদের ভালবাসাই তাকে আবশ্যক করেছে তার উপর অর্পিত আবশ্যকীয় হক্ব আদায়কে পরিহার করতে, সে তার রবের সন্তুষ্টির উপর নিজের প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এসব কিছুই তার দৃষ্টিকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেছে ও পরকালে হতে বিমুখ রেখেছে।

(৯-১০) এই জন্য তিনি কিয়ামত দিবসের শাস্তির ভয়াবহতার ব্যাপারে তার জন্য বলেন: (أَفَلَا يَعۡلَمُ) অর্থাৎ: এই দাম্ভিক কি জানে না। (إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ) অর্থাৎ: আল্লাহ তায়ালা বের করবেন মৃতদেরকে তাদের কবর হতে তাদেরকে একত্রিত করা ও তাদের আসন দেখানোর জন্য। (وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ) অর্থাৎ: সেদিন স্পষ্ট হয়ে যাবে যা তাদের হৃদয়ে ভাল-মন্দ লুকায়িত রয়েছে। সুতরাং গোপন বিষয় প্রকাশিত হয়ে যাবে। আর সৃষ্টির সামনেই তাদের কৃতকর্মের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

(১১) (إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ)অর্থাৎ: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বান্দার জানা-অজানা ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আমলের ব্যাপারে জ্ঞাত এবং তিনিই তার প্রতিদান দিবেন। আর তাদের সংবাদ গুলোকে কিয়ামত দিবসের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে সর্বদা জ্ঞাত। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃতকর্মের প্রতিদান হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী।

ƐƐƐ

[تفسير سورة القارعة وهي مكّيَّةٌ]
সূরা আল ক্বারিয়া : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(ٱلۡقَارِعَةُ ۝١ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ۝٣ يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ ۝٤ وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ ۝٥ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ۝٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ۝٧ وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ۝٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ ۝٩ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةُۢ ۝١١).

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।১. মহা বিপদ ২. কী সেই মহা বিপদ? ৩. মহা বিপদ সম্পর্কে তুমি কী জান? ৪. সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত ৫. আর পর্বতগুলো হবে ধুনা রঙ্গিণ পশমের মত। ৬. অতঃপর যার (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারি হবে। ৭. সে সুখী জীবন যাপন করবে। ৮. আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হালকা হবে, ৯. (জাহান্নামের) অতলস্পর্শী গর্তই হবে তার বাসস্থান। ১০. তুমি কি জান তা কী? ১১. জ্বলন্ত আগুন।

ব্যাখ্যা:

(১-৩) (ٱلۡقَارِعَةُ) এটি একটি কিয়ামত দিবসের নাম। এই নাম করণের কারণ হচ্ছে যে, নিশ্চয় কিয়ামত মানুষকে মহা বিপদের ভীতি প্রদ করবে ও বিরক্তিকর অবস্থায় নিক্ষেপ করবে। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের বিষয়টিকে অনেক কঠিন ও মহামান্বিত করেছেন তাঁর এ বাণী দিয়ে:

(ٱلۡقَارِعَةُ ۝١ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ)

(৪) (يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ) বিকট আওয়াজের কারণে (كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ) অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত কিটপতঙ্গের মত একটি অপরটির উপর পতিত হয়। আর হচ্ছে ঐ সকল প্রাণী যা রাত্রে একটি অপরটির পতিত হয়। তারা জানে না তারা কোথায় ধাবিত হচ্ছে। যখন তাদের জন্য আগুন জালানো হয় তখন তারা তার দিকে ধাবিত হয়। ওহে বিবেকবানরা ! সেদিন এমনটিই হবে মানুষের অবস্থা।

(৫) আর মজবুত-শক্তিশালি পাহাড়গুলো হবে (كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ)অর্থ: ধূনা পশমের মত যা হাল্কা বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: তুমি পাহাড়কে মনে করবে যে, তা জমাট পদার্থ। অথচ তা মেঘমালার ন্যয় উড়ে বেড়াবে। অতঃপর পাহাড় পরিনিত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায়। সেখানে দেখার মত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখনি মানদন্ড কায়েম করা হবে আর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। সৌভাগ্যবান অথবা হতভাগা।

(৬–৭) (فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ) অর্থাৎ : যার পাপের চেয়ে পূন্য বেশি হবে। (فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ) সে সুখময় উদ্যানে অবস্থান করবে।

(৮-১১) (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ) অর্থাৎ : যার এমন কোন নেকী নাই যা দিয়ে পাপের সমতা করবে। (فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ) অর্থাৎ : তার আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম যাকে 'হাওবিয়া' বলা হয়। তাকে মায়ের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এ জন্যে যে, তাকে সার্বক্ষনিক আটকিয়ে রাখবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : নিশ্চয় জাহান্নামের শাস্তি জরিমানা স্বরূপ।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো: সে জাহান্নামের আগুনে অধোমূখে মাথার মগজসহ উপুর হয়ে পতিত হবে। তাকে জাহান্নামে মাথার ভরে নিক্ষেপ করা হবে।

(وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ) অর্থ : আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী! এটা জাহান্নামের ভয়াবহত অবস্থা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, (نَارٌ حَامِيَةٌۢ) অর্থাৎ সেটি অত্যাধিক উত্তপ্ত। তা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি উত্তপ্ত। আমরা তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[تفسير سورة ألهاكم التَّكاثر وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আত-তাকাছুর : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۝٨).

---

১. অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের মোহ তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে। ২. এমনকি (এ অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়। ৩. (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, ৪. আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫. কক্ষনো না, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে! (তাহলে সাবধান হয়ে যেতে) ৬. তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে, ৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্য অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে, ৮. তারপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই (যা কিছু দেয়া হয়েছে এমন সব) নি'মাত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

(১) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ধমক দিতেছেন তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বিমূখ হওয়ার কারণে। আর তা তাঁর ইবাদত করা যার কোন অংশিদার নাই, তাঁর পরিচয় জানা, তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া ও সকল কিছুর উপর তাঁর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(أَلْهَىٰكُمُ) অর্থ: তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো হতে।

(التَّكَاثُرُ) অর্থ: প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। কি নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে উল্লেখ করা হয়নি যাতে এর অন্তর্ভূক্ত হয় ঐ সকল বিষয় যা দিয়ে প্রতিযোগিতাকারী পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে, আত্মগৌরবকারীরা আত্মগৌরব করবে। তারা প্রতিযোগিতা করবে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সাহায্য-সহযোগিতাকারী, সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী, মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

(২) তোমাদের খেল তামাশা, অমনোযোগিতা ও ব্যস্ততা চলমান থাকবে (حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। তখন তোমাদের সমস্ত গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে। তা আল্লাহ তায়ালার বানী প্রামাণ করে যে, (حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) নিশ্চয় 'বারযাখ' একটি অবস্থান স্থল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেখানে থেকে পরকালের স্থলে ধাবিত হওয়া। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যিয়ারতকারী হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা বলেননি। সুতরাং উক্ত বিষয়টি অনন্ত পরকালের পুনরুত্থান ও কর্মফলের প্রতিদানের প্রতি প্রমাণ করে।

(৩-৬) এ জন্যেই তিনি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে বলেন: (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) অর্থাৎ যদি তোমরা জানতে এমনভাবে যা হৃদয়গম হতো যে, তোমাদের সামনে কি রয়েছে, যখন প্রাচুর্য তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করেছে এবং সৎ আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান না থাকায় তোমরা যা মনে করছো তাই তোমাদেরকে পরিনতি করেছে।

(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা কিয়ামত দেখবে সাথে সাথে তোমরা জাহান্নাম দেখবে যা আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(৭) (ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ) অর্থাৎ স্ব-চক্ষে দেখা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : পাপিরা জাহান্নামকে দেখে মনে করবে তারা উহাতে পতিত হবে। তারা সেখান হতে পালানোর কোন পথ পাবে না।

(৮) (ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ) তোমাদের সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে নিয়ামত সম্পর্কে যা তোমরা পার্থিব জীবনে ভোগ করেছ। তোমরা কি তার কৃতজ্ঞতা করেছো? তোমরা কি আল্লাহর হক্ব আদায় করেছো? তোমরা কি উক্ত নিয়ামত নিয়ে আল্লাহর অবাধ্য কাজে লিপ্ত হওনি? এর পরেও কি তিনি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম নিয়ামত দান করবেন? নাকি তোমরা তার ধোঁকায় পড়েছো? সুতরাং তিনি তোমাদেরকে এর শাস্তি প্রদান করবেন? আল্লাহ তায়ালা বলেন:)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ...)

অর্থ: যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে, (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের অংশের নি'মাতগুলো নিঃশেষ করেছ আর তা ভোগ করেছ। কাজেই আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দ্বারা প্রতিফল দেয়া হবে, কেননা তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করেছিলে আর না-ফরমানী করেছিলে। (সূরা আহকাফ: ২০)

ƎƎƎ

[تفسير سورة والعصر وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আল আছর : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾).

১. কালের শপথ ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, ৩. কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

ব্যাখ্যা: (১-৩) আল্লাহ তায়ালা সময়ের শপথ করেছেন যা রাত ও দিন। আর তা হচ্ছে বান্দার কর্ম ও আমলের সময়। প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কল্যাণের বিপরীত শব্দ। ক্ষতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কখনো ক্ষতিটা হবে ব্যাপক। যেমন: যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। সে জান্নাত হারিয়েছে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে। আবার কখনো ক্ষতিটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়। এ জন্যেই তিনি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ক্ষতিকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে চারটি গুণে গুনান্বিত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল বিষয়ে ঈমান আনতে বলেছেন, সে সকল বিষয়ে ঈমান আনা। জ্ঞান ব্যতীত ঈমান হতে পারে না। জ্ঞান বা বিদ্যা ঈমানের একটি শাখা যা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

২. সৎ আমল। এটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার কল্যাণকর কাজ অন্তর্ভূক্ত করে, যা আল্লাহ ও বান্দার হক্বের সাথে সম্পর্কিত তা হতে পারে ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব।

৩. পরস্পরে সত্যের দাওয়াত দেওয়া যাকে ঈমান ও সৎ আমল বলে। অর্থাৎ পরস্পরে সত্যের দাওয়াত দেওয়া এবং সত্যের দাওয়াতে উৎসাহিত করা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা।

৪. পরস্পরে আল্লাহর আনুগত্যে ও অবাধ্য কাজে এবং ভাগ্যের মন্দ বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ দিতে হবে। সুতরাং প্রথম দুইটি বিষয়ে বান্দা নিজেকে পরিপূর্ণ করতে পারবে আর পরের দুইটি বিষয়ে অন্যকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। আর চারটি বিষয় পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে বান্দা ক্ষতি হতে নিরাপদে থাকবে এবং মহা কল্যাণের সফলতা পাবে।

ƐƐƐ

[تفسير سورة الهمزة وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আল হুমাযাহ - মক্কায় অবতীর্ণ:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ﴿٣﴾ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ ﴿٩﴾).

---

১. দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে, ২. যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে, ৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে, ৪. কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে,

৫. তুমি কি জান চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কী? ৬. তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন, ৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ৮. তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, ৯. (লেলিহান অগ্নিশিখার) উঁচু উঁচু স্তম্ভে।

১) (وَيْلٌ) অর্থাৎ- ভীতি প্রদর্শন, খারাপ পরিনতি ও কঠিন শাস্তি। (هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) অর্থাৎ - যে ব্যক্তি তার কর্ম ও কথার দ্বারা মানুষকে নিন্দা করে। সুতরাং ‘‘হুমাযাহ’’ শব্দটি ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ব্যক্তি কর্ম ও ইশারায় মানুষের পরনিন্দা করে ও ব্যঙ্গ করে । আর ‘‘লুমাযাহ’’ শব্দটি ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ব্যক্তি তার কথার মাধ্যমে মানুষের গীবত করে।

২) ‘‘হুমাযাহ ও লুমাযাহ’ এ দুই শ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্ট হচ্ছে: ধনদৌলত গচ্ছিত রাখা ও তা দিয়ে অহংকার করা। কল্যাণের কাজে ও আত্মীয়তা বন্ধনে ধন-সম্পদ খরচে বা ব্যয়ে তার কোন আগ্রহ নাই।

৩) (يَحْسَبُ) অর্থ: সে ধারণা করে তার অজ্ঞতার কারণে। (أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ) অর্থ: নিশ্চয় তার সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী রাখবে পৃথিবীতে। এ জন্যেই তার প্রচেষ্টা ছিল কেবলমাত্র সম্পদ বৃদ্ধি করা। যার কারণে সে ধারণা করে যে, তার সম্পদ তার হায়াত বৃদ্ধি করবে। সে জানে না যে, নিশ্চয় কৃপনতা জীবনকে ধ্বংস করে ও পরকালের ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে দানশীলতা আয়ু বৃদ্ধি করে।

৪-৭) (كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ) অর্থ: নিশ্চয় নিক্ষেপ করা হবে হুতামায়। আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী?) : তার কঠিন অবস্থা ও তার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সেটিকে ব্যাখ্যা করেছেন : (فِى ٱلْحُطَمَةِ) অর্থাৎ এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর (نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ) যেটি তার প্রচন্ড উত্তপ্তের কারণে (ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ) অর্থ: মানুষের দেহ হতে হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে।

(৮) এ প্রচন্ড উত্তপ্তের মধ্যেও তাদেরকে সেখানে বন্দি রাখা হবে। এমনকি তারা সেখানে থেকে বের হওয়া হতে নিরাশ হয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেন: (إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ) অর্থ: নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখাবে। অর্থাৎ: তারা এটা আবদ্ধকারী। (فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ) অর্থ: স্তম্ভসমূহে। দরজার পিছন দিক থেকে এটি হবে দীর্ঘায়িত, যেন তারা সেখান হতে বের হতে না পারে। যখন তারা সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে আবার তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটা হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

[تفسير سورة الفيل وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আল-ফীল এর তাফসীর, মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍۭ ﴿٥﴾).

অর্থ: ১. তুমি কি দেখনি (কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করেছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভুষির মত।

(১-৫) অর্থাৎ আপনি কি লক্ষ করেননি আল্লাহর ক্ষমতা মহত্য, তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া, তাওহীদের প্রমানাদি ও তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (স.) এর সত্যবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হাতির মালিকদের সঙ্গে যা করেছেন। তারা বাইতুল্লাহর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল ও তাঁকে বিনষ্ট করার ইচ্ছা কল্পনা করেছিল। সে জন্য তারা সৈন্য বাহিনী তৈরি করেছিল এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল হস্তবাহিনী বাইতুল্লাহকে ভাংগার জন্য। আর তারা ইয়ামান ও হাবশা হতে এতবড় শক্তিশালী দল এনেছিল যাদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না তাই মক্কাবাসী তাদের ভয়ে মক্কা হতে বের হয়ে গেল। আর আল্লাহ সৈন্য বাহিনীর উপর পাখি প্রেরণ করলেন। তারা পোড়ামাটি হতে ছোট ছোট পাথর নিয়ে এসে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলো। আর সৈন্য বাহিনীর নিকটবর্তী ও দুরোবর্তী সবাইকে অনুসরণ করল ফলে তারা সকলেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন তারা চর্বিত তৃণের ন্যায় পরিণত হলো। আল্লাহই তাদের কুকর্মের ও কুচক্রের জন্য যথেষ্ট। আর তাদের কুউদ্দেশ্যকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। হাতী ওয়ালার ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। আর ঐ বছর আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (স.) জন্ম লাভ করেন।

[تفسير سورة لإيلاف قريشٍ وهي مكِّيَّةٌ]
সূরা কুরাইশ : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ﴿١﴾ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ﴿٢﴾ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ﴿٤﴾).

অনুবাদঃ ১. কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে, ২. (অর্থাৎ) শীত ও গ্রীষ্মে তাদের বিদেশ সফরে অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে) ৩. তাদের কর্তব্য হল এই (কা'বা) ঘরের রবের 'ইবাদত করা, ৪. যিনি তাদেরকে (কা'বা ঘরের খাদিম হওয়ার কারণে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।

(১-৪) অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেনঃ নিশ্চয় জার ও মাজরুর (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) পূর্বেও সূরার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ : হস্তি বাহিনীর সাথে আমি যা করেছি তা কুরাইশদের জন্য, তাদের নিরাপত্তা, তাদের কল্যাণের দিকগুলো অবিচল এবং তাদের ব্যবসায়ী সফর শীত মৌসুমে ইয়ামেনে ও গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়ায় নিয়মিত করার জন্য। সুতরাং যারা কুরাইশদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তিনি হারাম শরীফ ও তার বাসিন্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন আরবদের হৃদয়ে যেন তারা তাদেরকে সম্মান করে, তাদের যে কোন সফরে তারা যেন বাধা সৃষ্টি না করে। এজন্যেই তিনি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ (فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ) অর্থঃ তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে। অর্থাৎঃ তারা যেন তাঁর এককত্ব প্রকাশ করে এবং ইবাদতে তাঁর জন্যেই নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে।

(ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ) অর্থঃ তিনি তাদেরকে ক্ষুধার্তে আহার করান ও ভয় হতে নিরাপত্তা দেন। সুতরাং রিযিকের স্বচ্ছলতা, ভয় হতে নিরাপদ হচ্ছে দুনিয়াতে প্রাপ্ত নিয়ামত গুলোর মধ্যে বড় নিয়ামত যেগুলো আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক করে। সুতরাং হে আল্লাহ আপনার জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত রাজির জন্য। আর আল্লাহ তায়ালা প্রতিপালনকে কা'বা ঘরের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার মর্যাদা ও ফজিলতের জন্য। তাছাড়া তিনিই তো সমস্ত কিছুর পালনকর্তা।

ΞΞΞ

[تفسير سورة الماعون وهي مكِّيَّةٌ]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۝٧).

---

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে কর্মফল (দিবসকে) অস্বীকার করে? ২. সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, ৩. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহ দেয় না ৪. অতএব দুর্ভোগ সে সব সলাত আদায়কারীর ৫. যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।

(১) আল্লাহ তায়ালা বলতেছেন: তিরস্কার ও নিন্দা ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা আল্লাহ ও বান্দার অধিকার পরিত্যাগ করেছে। (أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ) অর্থ: আপনি কি দেখেছেন তাকে যে, দ্বীনকে অস্বীকার করে? অর্থাৎ - পূনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসকে। সে তো বিশ্বাস করে না যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছে।

(২) (فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ) অর্থ: সে তো সেই যে, ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাকে বের করে দেয় কঠোর আচরণ করে ও জোরপূর্বকভাবে, সে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না তার হৃদয়ের কোঠুরতার কারণে। আর সে পুরস্কারের আশা করে না ও শাস্তিকে ভয় করে না।

(৩) (وَلَا يَحُضُّ) (অর্থ: সে উদ্বুদ্ধ করে না) অর্থাৎ অন্যকে (عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ) (অর্থ: মিসকিনদের খাদ্য দানে) অর্থাৎ এর চেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে সে নিজেও মিসকীনকে খাদ্য দেয় না।

(৪-৫) (ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (অর্থ: দূর্ভোগ সে সলাত আদায় কারীদের) অর্থাৎ যারা সলাত আদায় করে কিন্তু তারা (অর্থ: তারা তাদের সলাত সম্বন্ধে উদাসীন) অর্থাৎ সলাতকে নষ্ট করে। সলাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, সলাতের রুকন সমূহ ছেড়ে দেয়। এটা আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে।

যেমনটি তারা সলাতকে নষ্ট করে করেছে যে সলাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আনুগত্য। আর সলাত হতে উদাসীন ব্যক্তিই তো লাঞ্ছনা ও তিরস্কারের উপযুক্ত। আর সালাতে কিছু ভূল-ত্রুটি হওয়া এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়। এমনটি নাবীরও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়েছিল।

(৬-৭) এজন্যে আল্লাহ তায়ালা এসমস্ত ব্যক্তির পরিচয় বর্ণনা করেছেন বর্ণনা করেছেন, লৌকিকতা, হৃদয়ের কঠুরতা ও দয়হীনতা। অতঃপর তিনি বলেছেন: (ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ)(যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে) অর্থাৎ তারা আমল করে লোক দেখানোর জন্য। (وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ) (অর্থ: এবং মাউন প্রদান করতে বিরত থাকে) অর্থাৎ যা দান করলে কোন ক্ষতি বা কমতি হবে না এমন জিনিসও দান করা হতে বিরত থাকে। যেমন: রান্না-বান্নার আসবাব পত্র, বালতি ও কূড়াল ইত্যাদি যা দৈনন্দিন প্রতিবেশিরা পরস্পরে লেন-দেন করে থাকে। আর তারা সেই সকল ব্যক্তি যারা দানের ব্যাপারে আগ্রহ থাকা সত্বেও সামান্য কিছু দান করা হতে বিরত থাকে। তাহলে যারা বড় উপকারী দান করা হতে বিরত থাকে তাদের কি হবে?

এই সূরাতে ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করা হয়েছে। সলাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানে ও তা যথাযথভাবে আদায় করা, সালাতে ও সকল প্রকার আমল ইখলাসের সাথে আদায় করা। সৎ কাজে উৎসাহিত করা এমনকি সামান্যতম দান করা। যেমন: রান্না-বান্নার আসবাব পত্র, বালতি ও বই ইত্যাদি। কেননা যে ব্যক্তি এ সামান্যতম কাজটি করবে না আল্লাহ তায়ালা তাকে নিন্দা করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

[تفسير سورة الكوثر وهي مكّيَّةٌ]
সূরা আল কাউসার এর তাফসীর। ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ﴿٣﴾).

অনুবাদ: ১. আমি তোমাকে (হাওযে) কাওসার দান করেছি। ২. কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর, ৩. (তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল।

(১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (স.) কে বলেছেন তাঁর প্রতি যা অনুগ্রহ করেছেন তা স্বরণ করানোর দ্বারা (إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ) নিশ্চয় আমি তোমাকে আল কাওসার প্রদান করেছি। অর্থাৎ মহাকল্যাণ ও অসংখ্য অনুদান। আর তার অন্তর্ভুক্ত সেই নদী যা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করবেন। সেই নদীর নাম আল-কাওসার এবং তাঁকে আরও প্রদান করবেন সেই হাউজ যার দৈর্ঘ-প্রস্ত এক মাসের। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি। তার পিয়ালাগুলো সংখ্যায় ও উজ্জলতায় তারকার ন্যায়। যে তার থেকে এক ঢোক পান করবে সে কখনোই পিপাসিত হবে না।

(২) যখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করলেন তাই তাঁকে তার শুকরিয়া করার নির্দেশ দিয়ে বললেন: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ) সুতরাং তুমি তোমার রব এর জন্য সলাত পড় ও কুরবানী কর। এখানে এই দুটি ইবাদতকে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ উহা সর্বোত্তম ইবাদত ও আল্লাহর বেশি নিকটবর্তীকারী। আর কেননা সলাত আল্লাহর জন্য অন্তরেও অঙ্গ প্রতঙ্গে নম্রতা বহন করে এবং বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে যাই। আর কুরবানী দ্বারা বান্দা তার সব চেয়ে উত্তম সম্পদের মাধ্যমে আল্লহর নিকটবর্তী হলো এবং সম্পদের উপর ভালবাসা ও কৃপনতা দূর হলো।

(৩) (إِنَّ شَانِئَكَ) অর্থাৎ তোমাকে যে ঘৃণা করে, বদনাম করে, ছোট করে) (هُوَ ٱلْأَبْتَرُ অর্থাৎ সেই সমস্ত কল্যাণ হতে বিচ্ছিন্ন, আমল বিহীন, সুনাম বিহীন। কিন্তু মুহাম্মাদ স. তিনি সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বনি আদম হতে।

[تفسير سورة قل يا أيُّها الكافرون وهي مكِّيَّةٌ]
সূরা কাফিরুনের তাফসীর। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦).

---

১. বল, ‘হে কাফিররা!’ ২. তোমরা যার ‘ইবাদত কর, আমি তার ‘ইবাদত করি না, ৩. আর আমি যার ‘ইবাদত করি তোমরা তাঁর ‘ইবাদতকারী নও, ৪. আর আমি তার ‘ইবাদতকারী নই তোমরা যার ‘ইবাদত করে থাক, ৫. আর আমি যার ‘ইবাদত করি তোমরা তাঁর ‘ইবাদতকারী নও, ৬. তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য (সে পথে চলার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে) আর আমার জন্য আমার পথ (যে সত্য পথে চলার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পথ ছেড়ে আমি অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে মোটেও প্রস্তুত নই)।

ব্যাখ্যা: (১-৬) অর্থাৎ তুমি কাফিরদেরকে স্পষ্ট করে বলে দাও: (لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) অর্থাৎ তারা আল্লাহ ব্যতিত যার পূজা করে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যেভাবে তুমি তা হতে নিজেকে মুক্ত করো। (وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ) আমি সেই সত্তার ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত করো না।

কেননা তোমরা আল্লাহর ইবাদত ইখলাস সহকারে করো না। তাই শিরক মিশ্রিত তোমাদের ইবাদতকে ইবাদত বলা যায় না। আর এই বাক্যটি বার বার নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে প্রথমটি আমল না পাওয়ার উপর প্রমাণ করে। আর দ্বিতীয়টি প্রমাণ করে যে, সেটা তার আবশ্যক গুনে পরিণত হয়েছে। তাই সে জন্য দুই দলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এই বলে যে, (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) যেমন আল্লাহ বলেছেন: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ) আমি যা আমল করছি তোমরা তা হতে মুক্ত আর তোমরা যা আমল করছো আমি তা হতে মুক্ত।

ƎƎƎ

[تفسير سورة النَّصر وهي مدنيَّةٌ]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ۝٣).

অনুবাদ: ১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়, ২. আর তুমি মানুষদের দেখবে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে, ৩. তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে) তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি বড়ই তাওবা কবূলকারী।

(১-৩) এই সূরায় সুসংবাদ রয়েছে এবং তা অর্জনের সময় রাসূলকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে যা বিধিত হবে তার ইঙ্গিত ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। আর সুসংবাদটি হলো রাসূলের বিজয়ের ও মক্কা বিজয়ের এবং ইসলাম ধর্মে মানুষের তলবদ্ধভাবে প্রবেশ (فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا) এমনভাবে যে তারা অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করবে ও তার সাহায্যকারী হবে অথচ ইতিপূর্বে তারা তার চরম শত্রু ছিলো। তার এই সুসংবাদটি সংঘটিত হয়েছে।

আর সাহায্য ও বিজয় অর্জিত হলে তা নির্দেশটি আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর রব এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, তাঁর তাসবীহ পাঠ করেন এবং তাঁর নিকট ইস্তেগফার করেন।

আর এই সূরাতে ২টি ইঙ্গিত রয়েছে: প্রথমটি হলো যে, ইসলামের বিজয় চলতে থাকবে এবং তা বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা ও ক্ষমা চাওয়ার সময় রাসূল কর্তৃক। কেননা ইহা শুকরিয়া করার অন্তর্ভূক্ত। আর আল্লাহ বলেন- لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ আর তা বাস্তবে খুলাফায়ে রাশেদার সময় পাওয়া গিয়াছে যে, দ্বীনের বিজয় চলতেই ছিলো এবং প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে যেই প্রান্ত পর্যন্ত কোন ধর্ম পৌঁছতে পারিনি এবং অসংখ্য মানুষ তাতে প্রবেশ করেছে যা অন্য ধর্মের দেখে হয়নি। পরবর্তীতে মুসলমানগণ যখন আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করলো ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলো এবং যা হওয়ার তা হয়ে গেল। তার পরেও এই দ্বীনের মান-সম্মান, আল্লাহর রহমতে অটুট রয়েছে যা মানুষের ধারণার বাইরে।

আর দ্বিতীয় ইঙ্গিতটি হলো: রাসূল (স.) এর সময় সন্নিকটে। কেননা তাঁর জীবন হলো সম্মানিত জীবন আল্লাহ তাঁর কসম করেছেন। আর জ্ঞাত বিষয় হলো যে, মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলো এস্তেগফারের মাধ্যমে শেষ করা হয়। যেমন সলাত, হজ্জ। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে তার নবীকে ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর সময় শেষ। সুতরাং তিনি যেন তাঁর প্রভুর সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেয় এবং সাধারণ আমল দ্বারা তাঁর জীবন শেষ করেন। তাই রাসূল (স.) কুরআনের ব্যাখ্যা করেন এবং সংক্ষেপে তা পাওয়া যায় এবং সিজদায় বেশি বেশি বলেন«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» .

[تفسير سورة تبَّت وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা তাব্বাত এর তাফসীর। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾).

---

১. আবূ লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে, ২. তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না, ৩. অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে, ৪. আর তার স্ত্রীও– যে কাঠবহনকারিণী (যে কাঁটার সাহায্যে নবী-কে কষ্ট দিত এবং একজনের কথা অন্যজনকে বলে পারস্পারিক বিবাদের আগুন জ্বালাত)। ৫. আর (দুনিয়াতে তার বহনকৃত কাঠ-খড়ির পরিবর্তে জাহান্নামে) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

(১) (تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ) অর্থাৎ তার দুই হস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হোক, (وَتَبَّ) সুতরাং সে লাভবান হবে না।

(২) (مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ) তার নিকট যে সম্পদ ছিলো তার কোন কাজে আসেনি এবং সে সম্পদও নয় যা সে (كَسَبَ) অর্জন করেছে। সুতরাং তার সে সকল সম্পদ তাকে আল্লাহ আযাব হতে রক্ষা করতে পারেনি।

(৩-৫) (سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ) অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন চারদিক হতে বেষ্টন করবে তাকে ও তার স্ত্রীকে (وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ) আর সেও অত্যান্ত রাসূলকে কষ্ট দিতো। সে ও তার স্বামী উভয় মিলে সহযোগিতা করতো গুনাহের ক্ষেত্রে এবং সে বেশি থেকে বেশি চেষ্টা করতো রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেওয়ার ও তার পিঠে জমা করতো গুনাহ সমূহ লকরী জমাকারীর ন্যায়।

আল্লাহ তার জন্য গলাতে তৈরি করে রেখেছেন রশি যা (مِّن مَّسَدِۭ) ছাল হতে তৈরি। অথবা তার ব্যাখ্যা সে জাহান্নামের আগুনে তার স্বামীর জন্য লকড়ী বহন করবে ছালের তৈরি রশি গলায় পড়ে। মোটকথা এই সূরাতে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের জীবিত অবস্থায় সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এবং এই সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা নিশ্চিত। আর এই সংবাদেরর আবশ্যক হলো যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না। আর আল্লাহ আলীমুল গায়েব তাদের ক্ষেত্রে যেমনটি সংবাদ দিয়েছেন অনুরুপ সংঘটিত হয়েছে।

[تفسير سورة الإخلاص وهي مكِّيَّةٌ]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾).

---

১. বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, ২. আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।

(১) অর্থাৎ (قُلْ) অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাস করে বল (هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ) অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব ক্ষমতায় একক। তিনি এমন মহান, যার অতি সুন্দর নামসমূহ ও মর্যাদাপূর্ণ সিফাত সমূহ এবং পবিত্রময় কাজসমূহ যার কোন সমতুল্য ও সাদৃশ্য নেই।

(২) (ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ) সকল প্রয়োজনে তিনি উদ্দেশ্য। তাই উর্দ্ধো ও নিচের অধিবাসীগণ তাঁর নিকট অত্যান্ত মুখাপেক্ষী। সুতরাং তারা তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজনের কথা পেশ করে এবং তারাই পানে চেয়ে থাকে। কেননা তিনি আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ।

তিনি সেই বিজ্ঞ যিনি জ্ঞানের সর্ব পূর্ণ লাভ করেছেন। তিনি এমন দয়াশীল যিনি তার দয়ায় পূর্ণ লাভ করেছেন। যার দয়া সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করেছে। আর এভাবে তাঁর সমস্ত গুনসমূহ।

(৩) আর তাঁর পূর্ণতা এই যে, (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) তাঁর অমুখাপেক্ষিতার পূর্ণতার জন্য।

(৪) (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) নামসমূহের সিফাতের কাজের কোন ক্ষেতেই না।

এই সূরাটি এর উপর আলোচিত।

[تفسير سورة الفلق وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আল-ফালাক্ব এর তাফসীর, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

১. বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, ৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ৪. এবং (জাদু করার উদ্দেশ্যে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা:

(১) অর্থাৎ (قُلْ) তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করে বল (أَعُوذُ) আমি আশ্রয় প্রার্থনা কামনা করছি (بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ) এর

২. (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)ইহা আল্লাহ তা‘আলার সকল সৃষ্টি জীবকে অন্তর্ভূক্ত করে। তাই সকলের মাঝে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৩. অতঃপর তিনি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করার পর নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে বলেন (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে অনেক খারাপ আত্মা ও ক্ষতিকর বস্তু ছড়িয়ে পড়ে।

৪. (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ) অর্থাৎ ঐ সমস্ত যাদুকারিণী মহিলাদের অকল্যাণ হতে যারা তাদের যাদুর সহযোগিতা নেয় যাদুর গিরাতে ফুক দেওয়ার মাধ্যমে।

৫. (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) হিংসুক ঐ ব্যক্তি যে আবার হতে নিয়ামত চলে যাওয়ার পছন্দ করে। তাই সে ঐ ক্ষেত্রে আশ্রয় চেষ্টা করে। সে জন্য তার অকল্যাণ হতে এ কুচক্রকে নষ্ট করার জন্য আল্লাহর আশ্রয়ের প্রার্থনার প্রয়োজন হয় আর এই হিংসুকের অন্তর্ভূক্ত বদ নজরকারী। কেননা বদ নজর খারাপ অন্তর হিংসুক ব্যক্তির থেকেই সংঘটিত হয়।

সুতরাং এই সূরাটি যাবতীয় অকল্যাণের হতে আশ্রয় প্রার্থনা অন্তর্ভূক্ত করে এবং ইহা আগে এমন করে যে, যাদুর প্রকৃত প্রতিরক্ষা রয়েছে। তার ক্ষতির আশংকা করা হয় এবং যাদুও যাদুকারী হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

[تفسير سورة النَّاس وهي مدنيَّةٌ]

সূরা নাস এর তাফসীর আর সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾).

---

১. বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের প্রকৃত ইলাহর, ৪. যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্ড়রে ৬. (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

(১-৬) শয়তান হতে মানুষের প্রতিপালক, মালিক ও তাদের প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার উপর এই সূরাটি আলোচিত। আর শয়তান হলোই সমস্ত মন্দের মূল। যার ফিতনাও খারাপ হলো যে, (يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ) মানুষের অন্তরের মাঝে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর সে খারাপকে তাদের সৌন্দর্য আকারে প্রকাশ করে ও ভাল দৃষ্টিতে দেখায়। তাদেরকে সে উৎসাহিত করে তা করার জন্য। কল্যাণ হতে তাদেরকে বিমুখ করে ও কল্যাণকে তাদের নিকট অন্য চেহরায় প্রকাশ করে। আর ঐ শয়তান সর্বদায় এই নীতি অবলম্বন করে। সে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় অতঃপর বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে শয়তান তখন দূরে সরে যায়। সুতরাং বান্দার উচিৎ হবে যে, যে, সে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে নিজের ও সকলের জন্য। নিশ্চয় সকল সৃষ্টি আল্লাহর প্রতিপালন ও মালিকানার অন্তর্ভূক্ত। এবং আরও আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহর প্রভূত্বের যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আর তাদের এই ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না যতক্ষণ তাদের থেকে তাদের সেই শব্দের খারাপি প্রতিরোধ করা হবে যে তাদেরকে তাদের ইবাদত হতে দুরে রাখে ও বন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সে প্রত্যাশা করে যেম তারা তার দলের হয়ে জাহান্নাম বাসি হবে। আর কুমন্ত্রণা যেমন জীনের হতে সংগঠিত হয় অনুরুপ মানুষদের থেকে হয় তাই তিনি বলেন (مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ) মানুষের মধ্য হতে এ্ং জ্বীনের মধ্য হতে।

أسئلةٌ على المقدّمة و التّفسير

ভূমিকা ও তাফসীর পর্বের প্রশ্নপত্র

(সঠিক উত্তর কোনটি?)

১. গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহের বইটির লেখক কে?

০ আ: আযীয বিন বায ০ মুহা: বিন উসাইমীন ০ হাইসাম বিন সারহান

২. কেন এই বইটি অধ্যায়ন করবো?

০ কেননা তা গুরুত্বপূর্ণ ০ কেননা উলামাগণ তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ওসিয়ত করেছেন।

৩. এই মূল বইটি অন্তর্ভূক্ত করে

০ শিষ্টাচার ও চরিত্রকে ০ গুনাহ হতে সতর্ক করনকে

০ কুরআন ও তাওহীদের সঙ্গে মুসলিম ব্যক্তির অবস্থাকে।

০ সলাতকে ও অযুকে ০ উপরের সবগুলোই কে।

৪. মুসলিম ব্যক্তি কুরআনের সহী তেলাওয়াত , মুখস্ত ও ব্যাখ্যা শুরু করবে:

০ সূরা ফালাক দ্বারা ০ সূরা আল ফাতিহার দ্বারা ০ সূরা এখলাসের দ্বারা

৫. কুরআন অনুধাবন ও আমল করার ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত। (সঠিক-ভুল)

৬. ছাত্র সর্বপ্রথম তাফসীরের কোন বইটি অধ্যায়ন করবেঃ

০ ইবনে কাসীর ০ ইবনে সাদী ০ কুরতুবী

৭. ছাত্র সর্ব প্রথম সংক্ষিপ্ত বই পড়বে দীর্ঘ আলোচনা বইয়ের পূর্বে। (সঠিক - ভুল)

৮. ছাত্র তাফসীরের বইয়ে সর্ব প্রথম ঐ সমস্ত সূরার অধ্যায়ন শূরু করবে যে গুলো তাকে বার বার পড়াতে উৎসাহিত করবে। যেমন সূরা ক্বসাস, সূরা মারইয়াম, আল-কাহাফ (সঠিক-ভুল)

৯. যদি দেখে পড়তে ছাত্রের সমস্যা জয় তাহলে অডিও তাফসীর পড়তে পারে। যেমন: তাফসীর ইবনে সাদীর অডিও প্রগ্রাম। (সঠিক-ভুল)

১০. যারা কুরআন পড়ে কিন্তু অনুধাবন করেন তাদের হতে রাসূল স. সতর্ক করেছেন। (সঠিক-ভুল)

أسئلةٌ على سورة الفاتحة
সূরা আল ফাতিহার তাফসীরের প্রশ্নপত্র

১১. সূরাটির এই নাম করণ করা হয়েছে এই জন্য যে, তাহা প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও। যাতে কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবে না ও বের হতেও পারবে না। (সঠিক-ভুল)

১২. তার নাম করণ করা হয়েছে সূরা ফাতিহা কেননা তাহা ....

....

....

১৩. সূরা আল ফাতিহার নাম সমূহের মধ্যে

০ উম্মুল কুরআন ০ সা'বু মাসানী ০ রুকয়াহ ০ সলাত ০ উপরের সবগুলোই।

১৪. তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে ... পড়া ওয়াজেব। অথচ আমরা ইবাদতের কাজে রয়েছি পাপের কাজে নয়। তার করণ কি?

....

....

১৫. .. শব্দের অর্থ কি?

....

....

১৬. শয়তানকে বিতাড়িত নাম করণ করা হয়েছে:

০ কেননা সে আল্লাহর রহমত হতে বিতারিড়ত ০ কেননা তাকে অগ্নীকাণ্ড দ্বারা রজম করা হয় ০ কেননা সে আমদ সন্তানকে সন্দেহ ও ঘায়েশ দ্বারা নিক্ষিপ্ত করে। ০ উপরের সবগুলোই।

১৭. আল্লাহ:

০ যার বন্দেগী করা হয় মহাব্বত ও মহাত্যের সঙ্গে। ০ আল্লাহ ব্যতীত কাউরি এই নাম রাখা হয় না। ০ সমস্ত নাম সমূহের মূল। ০ বলা হয় উহা আল্লাহর সর্বোত্তম নাম। ০ তার মধ্যে আলীফ ও লাম বর্ণটি আহ্বানের সময় উহ্য করা হয় না। ০ উপরের সবগুলোই।

১৮. আল্লাহর নাম রহমান ও রহীম এর মধ্যে পার্থক্য কি?

....

....

....

১৯. সৃষ্টি জীবের ক্ষেত্রে আল্লাহর লালন-পালন দুই প্রকার উহা কি কি?

০ ব্যাপক ও নির্দিষ্ট ০ সর্ব সাধারণ ও নির্দিষ্ট।

২০. নবীদের অধিকাংশ দুআ এই শব্দ দ্বারা:

০ আল্লাহুম্মা ০ আর রব

২১. ০ কিয়ামত দিবস ০ যে দিন বান্দাদেরকে নিজ আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। ০ উপরের সবগুলোই।

২২. .... বান্দার সবচেয়ে উপকারী দেওয়া (সঠিক- ভুল)

২৩. দ্বীন শব্দটি ব্যবহারিত হয়:

০ প্রতিদানের ক্ষেত্রে ০ আমলের ক্ষেত্রে ০ কখনো প্রতিদানের ক্ষেত্রে আর কখনো আমলের ক্ষেত্রে। (সঠিক- ভুল)

২৪. কেন আয়াতটি (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) আমরা আপনারই ইবাদত করি বহুবচনে এসেছে?

২৫. ইবাদত হলো:

০ প্রত্যেক ঐ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও আমলকে যা আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। ০ আদেশ পাঠান ও নিষেধ বর্যনের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নমনীয় হওয়া মহাব্বত ও মহাত্যের সঙ্গে।

০ কখনো এই অর্থে ব্যবহারিত হয় আমার কখনো ঐ অর্থে ব্যবহারিত হয়।

الدَّرس الثَّاني দ্বিতীয় পাঠ:

দ্বিতীয় পাঠ: ইসলামের রুকন বা স্তর সমূহ।

ইসলামের রুকন পাঁচটি:

যার প্রথম ও সর্বমহত হলো: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسولالله অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারার্থে কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মামদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

لا إله إلا الله এর অর্থ (ব্যাখ্যা সহকারে)

لا إله إلا الله এর অর্থ: (لا اله) এ বাক্যাংশ টুকু আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় সবকিছুকে নাকচ কারী এবং (إلا الله) এ বাক্যাংশটুকু যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত কারী, যার কোন অংশিদার নেই।

لا إله إلا الله এর শর্তসমূহ: আটটি

১. لا إله إلا لله সম্পর্কে বিদ্যার্জন করা, যার বিপরীত অজ্ঞতা। ২. দৃঢ়বিশ্বাস যার বিপরীত ধারণা বা সন্দেহ। ৩. নিষ্ঠাবান হওয়া, যার বিপরীত হলো শিরক ৪. সত্য বলা যার বিপরীত মিথ্যা বলা। ৫. ভালবাসা যার বিপরীত ঘৃণা করা। ৬. আনুগত্য করা, যার বিপরীত হলো পরিত্যাগ করা। ৭. গ্রহণ করা, যার বিপরীত খ্যান করা। ৮. আল্লাহ ব্যতীত সকল বাতিল মা'বূদকে অস্বীকার করা।

শর্তগুলো নিম্নোক্ত (কবিতার) দুটি পঙক্তিতে একত্রিত করা হয়েছে।

عِلْـمٌ يَقِـينٌ وَإِخْـلَاصٌ وَصِـدْقُكَ مَـعْ   مَحَـبَّةٍ وَانْقِيَـادٍ وَالْقَبُـولُ لَـهَا

وَزِيـدَ ثَامِنُهَـا الْكُفْـرَانُ مِنْـكَ   بِمَا سِـوَى الْإِلَـهِ مِـنَ الْأَشْـيَاءِ قَدْ أُلِهَا

সে সাথে "নিশ্চয় মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্যদানের বর্ণনা। আর এই কালিমার দাবি হলো তিনি যা সংবাদ প্রদান করেছেন তা বিশ্বাস করা এবং যা নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা। আর যা থেকে নিষেধ করেছেন এবং হুশিয়ারি করেছেন তা বর্জন করা। এবং একমাত্র শরীয়ত সিদ্ধ পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করা। অতঃপর ছাত্রদের জন্য ইসলামের পাঁচটি রুকুনের অবশিষ্টগুলো বর্ণনা করা হবে। আর তা হলো সলাত, যাকাত, রমজানের রোজা এবং যার সাধ্য রয়েছে তার জন্য বায়তুল্লাহিল হারামে গিয়ে হজ্জ করা।

لا إله الا الله কালিমার রুকন সমহ।

النَّفي (لا إله)

১. নাফী: আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বিকার করা। অর্থাৎ তাগুতের কুফরী করা।

الإثبات (إلَّا الله)

২. ইছবাত: সকল ইবাদত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা (অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা)

لِكِلْمَــةِ الْإِخْــلَاصِ رُكْنَــانِ هُمَــا النَّفْـــيُ وَالْإِثْبَـــاتُ فَاحْفَظَنْهُمَـــا

কালিমাতুল ইখলাছের আছে দুই রুকুন। নাফী ও ইছবাত দ'টিই মুখস্ত রাখুন।

لا إله إلا الله এর শর্ত সমূহের উপর ব্যাখ্যা

لا إله إلا الله এর শর্ত সমুহ চাবির দাতের ন্যায়। তাই لا إله إلا الله কালিমা হলো জান্নাতের চাবি। আর চাবি দাত ছাড়া তালা খুলতে পারেনা। তাই এই অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাতে বর্ণিত যে ব্যাক্তি لا إله إلا الله বলবে তার জন্য এমন এমন পুরস্কার ইত্যাদি যেসব বর্ণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই এই শর্তসমূহ বাস্তাবয়নের সওয়াব অর্জন আবশ্যক। **আর সেই শর্তগুলি ৮ টি:**

১. জ্ঞান: তথা لا إله إلا الله এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা । এর এর বিপরীত হলো এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। সুতরাং যে এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে সে এর দ্বারা উপকৃত হবেনা। আর এ জন্যই যে ইসলামে প্রবেশ করতে চাই তার জন্য এর অর্থ জানা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন “যে ব্যাক্তি এঁা জেনে মারা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই সে ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে”। (মুসলিম)

২. দৃড় বিশ্বাস: তথা ১০০% খাটি বিশ্বাস। যদি তাগুতের কুফরীর ব্যাপরে ১% সন্দেহও করে অথবা দ্বিধাদ্বন্দে থাকে তাহলে সে তাওহীদপন্থী নয়। আর যদি সে সমস্ত ইয়াহুদি খৃষ্টানদের কাছে মুহাম্মাদ (স) এর দাওয়াত পৌছেছে তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলেও সে তাওহীদপন্থী নয়। রাসূল (স) বলেন: “আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয় আমি (তথা মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল” যে কোন বান্দা দ্বিধাহীন চিত্তে এ দুটি কালিমা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।” - (মুসলিম)

৩. একাগ্রতা: সুতরাং যে ব্যাক্তি লৌকিকতার জন্য বলবে অথবা বড় শির্ক করবে, যেমন যে ব্যাক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তাহলে এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। নবী (স) বলেন আমার শাফায়াতে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে ধন্য ঐ ব্যক্তি যে অন্তর থেকে বা মন থেকে একাগ্রচিত্তে বলে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই।

৪. সততা: সুতরাং যে ব্যাক্তি মিথ্যাবাদী হয়ে এই কালিমা উচ্চারণ করে যেমনড় মুনাফিক, তাহলেও এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। নবী (স) বলেন: "যে কোন ব্যাক্তি সচ্ছ অন্তরে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (স) তার বান্দাহ ও রাসূল তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

৫. ভালোবাসা: সুতরায় সে শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসিবে। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে নয়। এবং আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসতে বলেছেন তাদের সকলকেই ভালোবাসবে। আর ভালোবাসার বিপরীত হলো ঘৃণা। আর এজন্যই এটা ইসলাম বিনষ্টের কারণ সমূহের অন্যতাম। তাই যে ব্যাক্তি রাসূল (স) এর আনিত কোন বিষয়কে ঘৃণা করবে যদিও সে তা আমল করে তবুল সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে কতিপয় মানুষ আল্লাহকে ছাড়া আরো অনেক শরীক গ্রহণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে।

৬. আনুগত্য স্বীকার করা: অর্থাৎ এই কালিমা অনুযায়ী আমল আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যাক্তি এ অনুযায়ী আমল করেনা এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমার রবের শপথ! কখোনই তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে বিবাদমান বিষয়ে তোমার বিচার গ্রহণ করে এবং তুমি যে ফায়সালা দাও সে বিষয়ে তাদের অন্তরে কোন সংশয় না থাকে, এবং (এক্ষেত্রে) আত্নসমর্পণ করে"।

৭. গ্রহণ করা: সুতরাং (শরীয়তের) কোন কথা, কর্ম অথবা বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় তারা ছিল এমন যে, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই তখন তারা অহংকার করতো এবং তারা বলতো যে, আমরা কি একজন পাগল কবির কথার জন্য আমাদের উপাস্যদের বর্জন করবো"?

৮. অস্বীকার: তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তার ইবাদত বাতিল। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হকদার নয়।

বি:দ্র: কালিমাতুল ইখলাছের ক্ষেত্রে অবশ্যই কথা,
কর্ম ও বিশ্বাস (তিনটিই) আবশ্যক।

ভালোবাসা এর প্রকারভেদ

স্বভাবগত ভালোবাসা। এটি এটি জায়েজ বা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে এটি যেন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার উর্দ্ধে না হয়। যেমন সন্তান এবং স্ত্রীকে ভালোবাসা। রাসূল (স) বলেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান এবং তারা জন্মদাতা এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হই।

কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা। এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক। বরং এটি ঈমানের শক্ত ভিত্তি। এর এটি কর্ম, কর্তা, স্থান-কালপাত্র সকল ক্ষেত্রেই হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর যারা তার সহচর তারা কাফেরদের উপর কঠিন, পরস্পরের মাঝে দয়াপ্রবণ" এটাও চার প্রকার।

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালোবাসা। এটি বড় শিরক। আল্লাহ তাআলা বালেন: মানুষদের মায়ে কতিপয় মানুষ আল্লাহকে ছাড়া আরো অনেককে রব হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে।

স্থানের ক্ষেত্রে: তথা ঐ সমস্ত স্থানকে ভালোবাসা যেসম স্থানকে আল্লাহ ভালোবাসেন। যেমন: মাক্কা, আল মাদীনাহ্, আল-নাবাভিয়্যাহ।

সময়ের ক্ষেত্রে: যেসব সময়কে আল্লাহ ভালোবাসেন যেমন: লাইলাতুল কদর এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

কর্মীর ক্ষেত্রে: যেমন নবী রাসূল গণ, ফেরেস্তাগণ, সাহাবাগণ এবং প্রত্যেক তাওহীদ পন্থী ব্যাক্তিকে ভালোবাসা।

কর্মের ক্ষেত্রে: আর তা এমন কাজ যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় এবং প্রত্যেক এমন বিষয় যা নিয়ে শরীয়ত অবতির্ণ হয়েছে। যেমন: তাওহীদ, (তা ভালোবাসা)

"তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা" এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কি?

তিনি সৃষ্টির সর্বাধিক ইবাদতকারী এবং তিনি আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণতা বাস্তবায়ন করেছেন।

অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা যাবে না কেননা প্রভুত্বের ও উপাস্যের এবং স্রষ্টার নাম-গুণের কিছুই তার নেই।

দাসত্বের প্রকারভেদ

১. জনসাধারণের (দাসত্ব): এটি হচ্ছে প্রভুত্বের দাসত্ব করা। এটি প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি বাধ্যতা মূলক। যেমন আল্লাহর বাণী, অর্থ: আসমানসমূহে ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়ময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।" সূরা মারীয়াম-৯৩
আর এর অন্তর্ভূক্ত কাফেরেরাও।

২. বিশেষ (দাসত্ব): এটি জনসাধারণের আনুগত্যের দাসত্ব। যেমন আল্লাহর বাণী, অর্থ: আর 'রহমান' এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাচল করে।" সূরা আল ফুরকান-৬৩ এ আয়াতটি সকলকে অন্তর্ভূক্ত করছে যারা আল্লাহর শারয়ী বিধান অনুযায়ী তার ইবাদত করে।

৩. বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ (দাসত্ব): এটি রাসূলগণের দাসত্ব। যেমন আল্লাহর বাণী, অর্থ: "তিনি তো ছিলেন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।" সূরা আল ইসরা-৩। এ দাসত্বকে বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে রাসল গণের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেননা কোন ব্যক্তি এই দাসত্বে রাসূলদের সমকক্ষ্য নয়

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী:

বংশ পরিচয়

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম । হাশেম সমভ্রান্ত কুরাইশ বংশ হতে আর কুরাইশ হচ্ছে আরব গোষ্ঠি এবং আরব হচ্ছে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) এর পুত্র নাবী ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর।

مولده: তাঁর জন্ম

তিনি 'আমুল ফীলে (হাতি যুদ্ধের বছর) মাক্কা নগরিতে রাবীউল আওয়াল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৬৩ বছর জীবনযাপন করেন। তন্মধ্যে ৪০ বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আর ২৩ বছর নাবী ও রাসূল জীবনী। তিনি ছিলেন একজন ইয়াতিম কেননা তাঁর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর দাদার মৃত্যুর পর তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর চাচা আবু তালিব।

বিষয়	বিবরণ
(নাবী ও রাসূল হিসেবে) প্রেরণ	তিনি মানব ও জ্বিন জাতির নিকট প্রেরিত। সুতরাং যাদের নিকট তাঁর দাওয়াত পৌঁছার পরও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই তারা বড় কুফরী করল চাই সে যেই হোক।
دعوته: তাঁর দাওয়াত	তিনি দাওয়াত বা আহ্বান করতেন তাওহীদ, উত্তম চরিত্র ও সৎ কর্মের দিকে এবং বারণ করতেন শিরক, নিকৃষ্টচরিত্র ও অসৎ কর্ম হতে।
ইসরা ও ‘মেরাজ	তাঁকে মাক্কা হতে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় অতঃপর তাঁকে সপ্ত আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং আল্লাহ তাঁর সাথে কথোপকথন করেন আর তার প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করেন।
তাঁর হিজরত ও মৃত্যু	তিনি মাক্কা হতে মাদীনায় হিজরত করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। তাঁকে উম্মু মু‘মিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গৃহে দাফন করা হয়।
بلاغه: তাঁর (দ্বীনের) প্রচার	আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি পরিপূণ ভাবে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ দ্বীনের ভিতর কোন কিছু সংযোজন করা কারো জন্য সম্ভব নয়। তিনি আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতকে নসিহত করেছেন ও আল্লাহ তা‘আলার রাহে সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও জিহাদকে প্রকৃতভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। সুতরাং এই দ্বীনের ভিতর কোন কিছু সংযোজন করা কারো জন্য সম্ভব নয়।
أهمُّ غزواته: তাঁর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সমূহ	বদর, উহুদ, খানদাক, খায়বার, মাক্কা বিজয়, তাবুক, হুনাইন

أولاده سبعةٌ: তাঁর সাতটি সন্তান:

আল-কাসিম, ইবরাহীম, আব্দুল্লাহ, যায়নাব, রুকাইয়াহ, উম্মু কুলছুম, ফাতেমা। তাঁরা সকলেই রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করেন তবে ফাতেমা (রাযি.) তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস পর মারা যান। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন

زوجاته اثنتا عشرة: তাঁর বার জন স্ত্রী

১. খাদীজা (রাযি.), ২. আয়েশা (রাযি.), ৩. সাওদাহ (রাযি.), ৪. হাফসা (রাযি.), ৫. যায়নাব আল হেলালিইয়াহ (রাযি.), ৬. উম্মু সালমা (রাযি.), ৭. যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.), ৮. জুওয়াইরিয়্যাহ বিনতুল হারেছ (রাযি.), ৯. সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রাযি.), ১০. উম্মু হাবিবাহ রামলাহ (রাযি.), ১১. রায়হানাহ বিনতে যায়েদ (রাযি.), ১২. মায়মূনাহ বিনতুল হারেছ (রাযি.)।

তাঁর দুধ মাতা গণ

তার মা আমীনাহ্ বিনতে ওহ্‌ব, তার চাচা আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইব, বনু সাদ গোত্রের হালীমা বিনতে আবি জুয়াইব।

أوّل ما نزل عليه তার প্রতি সর্ব প্রথম অবতির্ণ অহী

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

قوله تعالى في أوّل سورة العلق: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾).

(হে মোহাম্মদ), তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে, তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার মালিক বড়োই মেহেরবান, তিনি (মানুষকে কলম দ্বারাই (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিখিয়েছেন, তিনি মানুষকে (এমন সবকিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে কখনো জানতে পারতোনা।

তাঁর উপর প্রাথমিক পর্যায়ে ঈমান আনয়নকারী ব্যাক্তিগণ

পুরুষদের মধ্য থেকে আবু বকর (র) সর্বপ্রথম। নারীদের মধ্য থেকে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (র)। বালকদের মধ্য থেকে আলী আবি তালিব (র)। আযাদকৃত দাসদের মধ্য থেকে জায়দ ইবনু হারিছা (র)। দাসদের মধ্য থেকে বিলাল ইবনু রাবাহ (র)

রাসূল (স) হজ্জ ও ওমরাহ

তিনি চারটি উমরা করেছেন প্রত্যেকটি যুল-ক্বদ মাসে। আর একটি মাত্র হজ্জ করেছেন দশম হিজরিতে যাকে বিদায় হজ্জ বলা হয়।

রাসূল (স) এর চরিত্র

قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾[القلم]، وقالت أمُّ المؤمنين عائشة ف: «**كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ**».

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আপনি মহত চরিত্রের অধিকারী"। আর আয়েশা (র) বলেন: ঃ"কুরআন ই ছিল তার চরিত্র"।

أهميَّة دراسة السِّيرة: তাঁর জীবনী অধ্যয়নের গুরুত্ব

ইবনুল কায়্যিম (র) বলেছেন: "যেহেতু বান্দার উপর জগতের সাফল্য নবী (স) মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু প্রত্যেক যে ব্যাক্তি নিজ আত্মার কল্যাণ চাই এবং তার মুক্তি ও সাফল্য ভালোবাসে তার জন্য আবশ্যক হলো নবী (স) এর আদর্শ, জীবনআচার, এবং কৃতকর্ম সম্পকর্কে অবহিত হওয়া এতটুকু পরিমাণ যার মাধ্যমে সে তার সম্পর্কে অজ্ঞদের গণ্ডি থেকে বের হবে। এবং তার অনুসারী, অনুচরণ ও দলের ব্যাক্তিদের অন্তরর্ভূক্ত হবে। আর এ ব্যাপারে মানুষ কেউ অল্প জ্ঞান সম্পন্ন কেউ বেশি জ্ঞান সম্পন্ন, কেউ বঞ্চিত। মর্যাদা আল্লাহর হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।

الدَّرْسُ الثَّالِثُ
তৃতীয় পাঠ

أَرْكَانُ الإِيْمَانِ (ঈমানের রুকণ সমূহ)

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। ২. তার ফেরেসতাদের প্রতি। ৩. তার কিতাবসমূহের প্রতি। ৪. তার রাসূলের প্রতি। ৫. শেষ দিবসের প্রতি। ৬. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি।

تعريف الإيمان ঈমানের শারয়ী সংজ্ঞা

لغةً:

الإقرار والتَّصديق.

স্বীকৃতি প্রদান ও সত্যায়ন করা।

شرعًا:

জবানে উচ্চারণ করা ও অন্তরে বিশ্বাস করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গর মাধ্যমে কর্মে বাস্তবায়ন করা।

জবানে উচ্চারণের প্রমাণ: রাসূল (স) এর বাণী; আর তার (তথা ঈমানের) সর্বোচ্চ শাখা হলো "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই" এ কথা উচ্চারণ করা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্মের বাস্তবায়নের প্রমাণ: রাসূল (স) এর বাণী; আর তার (তথা ঈমানের) সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।

অন্তরের কর্মের প্রমাণ হলো: রাসূল (স) এর বাণী: "আর লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ"।

ঈমান বৃদ্ধির প্রমাণ: আল্লাহ তাআলার বাণী: (أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا). "এই (সূরা) তোমাদের কোন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি করেছে?"

ঈমান কমতির প্রমাণ: রাসূল (স) এর বাণী: (নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন) আমি তোমাদের চেয়ে অতি অল্প বুদ্ধি ও দ্বীনদারি আর কাউকে দেখিনি।

ঈমান বৃদ্ধির উপায়সমূহ:

১. তাওহীদ বিষয়ক অধ্যয়ন বিশেষ করে আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণসমূহের বিষয়ে।
২. আনুগত্য বৃদ্ধি
৩. পাপ পরিত্যাগ
৪. সৃষ্টিজীব সমূহ নিয়ে গবেষণা।

ঈমান কমতির কারণসমূহ:

১. তাওহীদ বিষয়ক অধ্যয়ন বর্জন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের ক্ষেত্রে।
২. আনুগত্য বর্জন।
৩. গুণাহ করা।
৪. সৃষ্টি জীবসমূহ নিয়ে গবেষণা না করা।

أركان الإيمان ستّةَ:
ঈমানের রুকন ছয়টি

الإيمان بالله. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস	الإيمان بالملائكة. ফেরেস্তাদের প্রতি	الإيمان بالكتب. কিতাবসমুহের প্রতি	الإيمان بالرُّسل. রাসূলদের প্রতি	الإيمان باليوم الآخر. শেষ দিবসের প্রিতি	الإيمان بالقدر خيره وشرِّه. ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি।

ঈমানের রুকন ছয়টি أركان الإيمان ستَّةٌ:

- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
- ফেরেশতা গণের প্রতি
- কিতাব সমুহরে প্রতি
- রাসূলদের প্রতি
- শেষ দিবসের প্রিতি
- ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি।

প্রথম রুকন: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আর এর আবশ্যকীয় বিষয়গুলো হলো:

- আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস: আর তা অর্জন হয়ে থাকে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে
- পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।
- উপাস্য হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।
- আল্লাহর নামসমুহ ও গুণসমুহের প্রতি বিশ্বাস।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস অর্জনের চারটি বিষয়:

- বিবেকের মাধ্যমে: কেননা বিবেক স্রষ্টা ব্যতীত কোন সৃষ্টির কল্পনাকে অসম্ভব মনে করে। (أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ).
- বাস্তবতার মাধ্যমে: যেমন তুমি কোন বিপদ-আপদের সম্মূখীন হলে আকাশের দিকে তোমার দু হাত তুলে বলবে যে, হে আমার রব! বিনিময়ে তুমি দেখতে পাবে সে বিপদ আল্লাহর ইচ্ছায় দূর হয়ে গেছে।
- সৃষ্টিগত স্বভাবের মাধ্যমে: রাসূল (স) বলেছেন: প্রতিটি নবজাতক ফিতরাত এর উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে হয়তোবা ইহুদী বানায় অথবা খৃষ্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজক বানায়।
- শরীয়তের মাধ্যমে: ইবনুল কায়্যিম উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহর কিতাবের প্রত্যেকটি আয়াতে তওহীদের প্রমাণ রয়েছে।

দ্বিতীয় রুকন: ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেস্তাগণ হলো এক অদৃশ্য জগৎ, যাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁরা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তার অবাধ্যতা করেনা। তাদের আত্মা রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন (رُوحُ ٱلْقُدُسِ) তথা পবিত্র আত্মা। এবং তাদের শরীর রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন:(جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجْنِحَةٖ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُۚ) তিনি দুই, তিন, চার ডানা বিশিষ্ট ফেরেস্তাদের বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ কারী। এবং তাদের বিবেক ও অন্তর রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন: (حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْۖ) "অতঃপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দুর করা হয় তখন তারা বলে তোমাদের প্রতিপালক কি বল্লেন?" আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি তাদের নামসমূহ যা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন, জিবরীল, মীকায়ীল ও ইসরাফীল। এবং (বিশ্বাস করি) তাদের গুনসমূহ যেমন আল্লাহ বলেন: (لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) "আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ করেন তারা তা অমান্য করেনা, এবং তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয় তাঁরা তাই করেন" এবং (বিশ্বাস করি) তাদের কর্মসমূহে। ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে যাদের সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে তাদের কতকজন। *তাদের মধ্যে রয়েছে আটজন আরশবহণকারী ফেরেস্তা। *অহীর বার্তাবাহক হিসেবে নিযুক্ত জীবরীল। * সৃষ্টির দায়িত্বে নিযুক্ত মীকায়ীল। তাদের সকলের প্রতি আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাদের সম্পর্কে অস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ যে সংবাদ এসেছে তার প্রতিও বিশ্বাস করি।

তৃতীয় রুকন: কিতাবসমুহের প্রতি বিশ্বাস

আমাদের প্রতি আবশ্যক এই যে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তা (তথা কিতাব সমূহ) প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর বাণী, রূপকার্থে নয়। এবং সেসব অবতীর্ণ, সৃষ্টি নয়। এবং নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের সাথেই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমরা এসবের প্রতি বিশ্বাস করি। এবং এসবের নাম, অন্তর্নিহিত সংবাদ, এবং বিধানবলীর প্রতি চাই তা অস্পষ্ট হোক অথবা বিশ্লেষণসহ হোক যতক্ষণ না (কোন কিছু) রহিত (বলে প্রমাণিত) হয়। এবং বিশ্বাস করি যে, কুরআন হলো তার পূর্বেকার কিতাবসমূহের রহিতকারী। আর সেসব কিতাবগুলো হলো: ১. তাওরাত ২. ইঞ্জীল ৩. জাবুর ৪. ইবরাহীম ও মুসা (আ) এর সহীফাতসমূহ।

চতুর্থ রুকন: রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস।

আমাদের প্রতি আবশ্যক এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁরা হলেন মানুষ, পালনকর্তার কোন বৈশিষ্ট্য তাদের জন্য সাব্যস্ত নয়। আর তারা হলেন উপাসক, উপাস্য নয়। আল্লাহ তাদেরকে প্রেরণ করেছেন, তাদের প্রতি অহী করেছেন এবং বিভিন্ন নিদর্শন দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। আর নিশ্চয় তার আমানত সঠিকভাবে আদায় করেছেন, মানুষ্য জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি অর্পিত বিষয় পৌছিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহর পথে যথাযথভাবে লড়াই করেছেন।
আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস করি এবং তাদের নামসমূহ গুণাবলী এবং তাদের সম্পর্কিত সংবাদের প্রতি যা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। চাই তা অস্পষ্ট ভাবে হোক অথবা বিশ্লেষণ সহ হোক। আর নবীদের প্রথম হলেন আদাম(আ) আর প্রথম রাসূল হলেন নূহ (আ) । নবী ও রাসূলদের সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ (স)। আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ (স) এর শরীয়ত এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত। এবং রাসূলদের মাঝে অতি দৃঢ়পদ হলেন পাঁচজন, যাদের বর্ণনা (শূরা) ও (আহযাব) এই দুটি সুরাতে এসেছে। আর তারা হলেন: ১. মুহাম্মাদ (স) ২. নুহ (আ) ৩. ইবরাহীম (আ) ৪. মূসা (আ) ৫. ঈসা (আ)

পঞ্চম রুকন: আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস

এ বিশ্বাস নবী (স) এর সংবাদ অনুযায়ী মৃত্য পরবর্তী সংগঠিত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে শামিল করে। যেমন:-
কবরের পরীক্ষা, শিঙায় ফুৎকার, কবর থেকে মানুষের উত্থান, (নেকী ও পাপ মাপের) মানদন্ড, আমলনামা, পুলসিরাত, হাউজ, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ও কিয়ামতের দিন জান্নাতে মুমিনদের তাদের প্রতিপালকের প্রতি দর্শন ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়সমূহ।

الرُّكن السَّادس: الإيمان بالقدر خيره وشرِّه

ষষ্ঠ রুকন: ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস

আর এর চারটি স্তর রয়েছে; যা একজন কবি তার একটি কথায় একত্রিত করেছেন।

عِلْـمٌ، كِتَابَــةُ مَولَانَــا، مَشِــيْئَتُه   وَخَلْقُـهُ وَهُـو إِيْجَـادٌ وَتَكْـوِيْنُ

১. জ্ঞান ও ২. লিখন মোদের প্রভুর
আর হলো তার মনের ৩. পণ;
এবং তাহার ৪. সৃষ্টি যাহা তিনিই করেন সুগঠন।

العِلمُ

জ্ঞান: এ বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন সামগ্রিকভাবে এবং বিশ্লেষণসহ এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী: "তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তাদের পশ্চাতে রয়েছে"

الكتابةُ

লিখন: এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের ভাগ্য লিখে রেখেছেন। এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী " আকাশ ও জমিনে এমন কোন অদৃশ্য বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই" অর্থাৎ তাতে সবকিছুই রয়েছে।

المَشيئةُ

ইচ্ছা: এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়। আর যা চান না তা হয় না। আর বান্দারও ইচ্ছা রয়েছে তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেমন:- আল্লাহ তাআলা বলেন: " আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কোন ইচ্ছা করতে পারনা"

الخَلْقُ

সৃষ্টি: এ বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় বান্দাহ ও তার কর্মসমূহ এবং এভাবে সকল জগতই আল্লাহর সৃষ্টি। এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী: " আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকারী" (আল্লাহ আরও বলেন): (ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ)، (وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ). "আর আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যে কর্ম সম্পাদন করো তা সৃষ্টি করেছেন"

الدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

أَقْسَامُ التَّوْحِيدِ، وَأَقْسَامُ الشِّرْكِ

তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ

وَتَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ	وَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ	تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয়: তা হলো একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লা হ তা'আলা সকল কিছ সৃ ষ্টি কর্তা। তিনিই সবকিছুর পরিবর্তনকারী, এক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশিদার নেই। (আল্লাহর সকল কার্যা দির ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। অর্থা ৎ সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা)।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ এর পরিচয়: তা হলো একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সত্য 'মাবূদ। ইবাদতে তাঁর কোন অংশিদার নেই। এটিই হলো لا إله إلا الله এর অর্থ। কেননা لا إله إلا الله এর অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোন 'মাবূদ নেই।

সুতরাং সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। যেমন: সলাত ও রোযা ইত্যাদি। এগুলোর কোনটিই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা জায়েয নেই। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করাই হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সেগুলোকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত। (আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সকল নামে ও গুণে তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন সেক্ষেত্রে তাঁর একত্ব ঘোষণা করা)। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তা'আলা যা দূরীভূত করেছেন তদূরীভূত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ * ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ)

অর্থ:"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয় (১) আল্লা হ হচ্ছেন সামাদ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী); (২) তিনি কাউওে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি (৩) এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই (৪)।" (সূরা ইখলাস: ১-৪) আল্লাহ আরো বলেন, (لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ). অর্থ: কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা। (সূরা আশ-শুরা-১১)

কোনো কোনো আলেম তাওহীদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারা তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফতকে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয় প্রকারেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

أَقْسَامُ الشِّرْكِ ثَلَاثَةٌ

শিরকের প্রকার সমূহের বিবরণ: শিরক তিন প্রকার

شِرْكٌ خَفِيٌّ শিরকে খফী বা গোপনীয় শিরক	شِرْكٌ أَصْغَرُ শিরকে আসগার বা ছোট শিরক	شِرْكٌ أَكْبَرُ শিরকে আকবার বা বড় শিরক

বড় শির্কের পরিচয়: বড় শিরক আমলকে বাতিল ও জাহান্নামে যাওয়াকে আবশ্যক করে দেয় ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি বড় শিরক অবস্থায় মারা যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, (وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ) অর্থ:"আর যদি তারা শির্ক করত তবে তাঁদের কৃত কর্ম নিষ্ফল হত। (সূরা আল আন'আম-৮৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ) অর্থ:"মুশরিক্রা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফুরী স্বী কার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদসমূহের আবাদ করবে---এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সব কাজই নষ্ট হয়েছে এবং তারা আগুনেই স্থ য়ীভাবে অবস্থ ন করবে।" (সূরা আত ত্বাওবাহ-১৭)

যে ব্যক্তি বড় শির্ক অবস্থায় মারা যাবে তাকে কখনই ক্ষমা করা হবে না। তার উপর জান্নাত হারাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ) অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নিসা-৪৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, (إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ) অর্থ: "নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্ল হ তার জন্য জান্ন ত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্ন ম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-মায়েদাহ-৭)

বড় শির্কের কিছু নমুনা

মৃতদের নিকট প্রার্থনা করা।	মূর্তির নিকট প্রার্থনা করা।	মৃত বা মূর্তির নিকট সাহায্য চাওয়া।	মৃত বা মূর্তির জন্য মানত করা।	মৃত বা মূর্তির জন্য পশু যবেহ করা। ইত্যাদি

ছোট শির্কের পরিচয়

যা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা সাব্যস্ত ও শিরক নামে পরিচিত। কিন্তু তা বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন: কিছু কিছু আমলের ক্ষেত্রে লৌকিকতা, আল্ল হ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা বা একথা বলা যে, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন ইত্যাদি। প্রমাণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল ম) এর বাণী, «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: الرِّيَاءُ» অর্থ: "আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সর্বা ধিক ভয় করি তা হলো ছোট শিরক। অতঃপর তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: তা হলো লৌকিকতা।" রাসূল (স.) আরো বলেন, «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» অর্থ:"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কি নামে শপথ করল, সে অবশ্যই শিরক করল।" তিনি (স.) বলেন, «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ» অর্থ:"তোমরা একথা বলিও না যে, আল্ল হ এবং অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন। বরং তোমরা বল:আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করে।" (আবুদাউদ) এ ধরণের শিরক দ্বীন থেকে বের করে দেয় না এবং জাহান্ন মে চিরস্থয়িত্বকে আবশ্যক করে না। কিন্তু তা আবশ্যকীয় পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থি ।

তৃতীয় প্রকার শিরক

তা হলো গোপন শিরক। এর প্রমাণ হলো রাসূল (স.) এর বাণী

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: **الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ»**

অর্থ: "আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না যা তোমাদের ব্যাপারে আমার নিকট দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ- হে আল্লাহ রাসূল (স.) তিনি উত্তরে বললেন: তা হলো গোপন শিরক। একজন ব্যক্তি সলাত আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হয় অতঃপর সে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত দেখে তার সলাতকে সুশোভিত করে।"

শিরককে শুধু দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়:

যথা- বড় শিরক ও ছোট শিরক। আর গোপন শিরক উভয় শিরককে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। সুতরাং গোপন শিরক বড় শিরকে পরিণত হবে। যেমন: মুনাফিকদের শিরক। কেননা তারা তাদের বাতিল আক্বীদাহসমূহকে গোপন করে রাখে আর আত্ম ভয়ের কারণে তারা ইসলামকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে। এবং গোপন শিরকও ছোট শিরকে পরিণত হবে। যেমন: লৌকিকতা। যেমনটি পূর্ববর্তী হাদীস গুলো থেকে উপলব্ধি হয়।

الفرق بين الشّرك الأصغر والأكبر
বড় শির্‌ক ও ছোট শির্‌কের পার্থক্য

বড় শির্‌ক : الشِّرك الأكبر

১. দ্বীন থেকে বের করে দেয়।
২. সকল আমলকে নষ্ট করে দেয়।
৩. বড় শির্ক কারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী
৪. বড় শির্ক সরকারের পক্ষ হতে তার জান ও মাল নেওয়া বৈধ করে দেয়।
৫. এটি যে বড় শির্ক এ ব্যাপারে দলীল থাকবে।
৬. ব্যাক্তির এই বিশ্বাস থাকা যে এই বিশ্বের মাঝে কারণের গোপন হস্তক্ষেপ রয়েছে।
৭. যে ব্যাক্তি বড় শিরক অবস্থায় মারা যাবে তাকে ক্ষমা করা হবে না।
৮. যদি তা থেকে সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করতেন তবে দুটি জায়গায় নয়।
১. পশ্চিম দিক থেকে যখন সূর্যোদয়ের সময়।
মৃত্যু মুমূর্ষ অবস্থায়।

ছোট শির্‌ক: الشِّرك الأصغر

১. দ্বীন থেকে বের করে দেয় না।
২. সকল আমলকে নষ্ট করে দেয় না কিন্তু নির্দিষ্ট আমল নষ্ট করে দেয়।
৩. ছোট শিরক কারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।
৪. ছোট শিরক তার জান ও মাল ছিনিয়ে নিতে বৈধতা দেয় না।
৫. এটি যে ছোট শিরক এ ব্যাপারে দলীল থাকা।
৬. আল্লাহ যাকে মাধ্যম করেননি তাকে মাধ্যম মনে করা।
৭. প্রত্যেক ঐ সকল পাপ যা বড় শিরকে পৌছার মাধ্যম তাই ছোট শিরক।
৮. যে সকল পাপের ব্যাপারে শরীয়ত বলেছে যে, এটি শিরক বা কুফরীকিন্তু তা নির্দিষ্ট জানা যাচ্ছে না তহলে (সেক্ষেত্রে মূলনীতি হলো): এটি ছোট শিরক (যা দ্বীন থেকে বের করে দেয় না) যতক্ষণ না এঁা বড় শিরক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

الدَّرْسُ الْخَامِسُ
পঞ্চম পাঠ: ইহসান

الإِحْسَانُ ইহসানের পরিচয়:

رُكْنُ الْإِحْسَانِ، وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

আপনি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আপনি যদি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে মনে করেন যে, নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন

الإحسان ركنٌ واحدٌ وتحته مرتبتان:

ইহসান একটি রুকন তবে তার দু'টি স্তর রয়েছে

عبادة المشاهدة:

১. চাক্ষুষ ইবাদত। তা হচ্ছে, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা প্রাপ্তির আশায় আকাঙ্খা, ভালবাসা ও আগ্রহের সাথে ইবাদত করা। আর এটা হলো নবী ও রাসূলদের ইবাদত যেমন রাসূল (স) বলেন: "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" সুতরাং এই ইবাদতের কারণ হলো আল্লাহ ভীতির সাথে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তার প্রতি আগ্রহ ভালোবাসা ও অতি আকাঙ্খা।

عبادة المراقبة:

২. পর্যবেক্ষণের ইবাদত। তা হচ্ছে, ভয়-ভীতির ও (শাস্তি থেকে) পলায়নের জন্য ইবাদত। যার বাহিরে কোন মুসলিম নেই।

أسئلة على التّوحيد
তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নমালা

১. দ্বীনের স্তর কয়টি?
ক. ৩ টি খ. ২ টি গ. ৫ টি

২. ইসলামের রুকন কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৬টি গ. ৭টি

৩. ইসলাম ঈমানের চেয়ে উচু স্তর
ক. সঠিক খ. ভুল

৪. কালিমা তয়্যিবার রুকন কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৮টি গ. ২টি

৫. কালিমা তায়্যিবার শর্ত কয়টি?
ক. ৮টি খ. ৭টি গ.৫টি

৬. কালিমা তয়্যিবার একটি শর্ত (জ্ঞান) তার অর্থ
ক. একটি বিষয়কে তার প্রকৃতরূপে জানা খ. আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।

৭. কোন ব্যাক্তি যদি ঐসকল মানুষের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে যাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছেচে অথচ তারা ঈমান আনেনি তবে তার বিধান কি হবে?

ক. তাহলে সে বড় কুফরী করল খ. বিশ্বাস যদি সন্দেহের চেয়ে বড় হয় তাহলে সে কুফরি করল না।

৮. কালিমা তয়্যিবার একটি শর্ত কবুল তথা গ্রহণ করা এর দ্বারা উদ্দেশ্য
ক. কথা খ. কর্ম গ. বিশ্বাস ঘ. উল্লেখিত সবগুলো

৯. কালিমা তয়্যিবার ক্ষেত্রে লৌকিকতা, দানের ক্ষেত্রে লৌকিকতার মতো ছোট শিরক।
ক. সঠিক খ. ভুল

১০. যে ব্যাক্তি অন্তরে বিশ্বাস করা ছাড়াই কালিমা তায়্যিবা জবানে উচ্চারণ করে সে ব্যাক্তি হলো--
ক. তাওহীদ পন্থী খ. মুসলিম তবে মুমিন নয় গ. দূর্বল ঈমানদার

১১. যদি কেউ নবীকে আল্লাহর মতো সমান ভালোবাসে তবে
ক. বড় কুফরী করলো খ. ছোট কুফরী করলো গ. বড় গুণাহ করলো

১২. ভালোবাসা কতো প্রকার?

ক. চার খ. তিন গ. দুই

১৩. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা কর্ম, কর্মী, সময়, স্থান সকল কিছুতেই হতে পারে

ক. সঠিক খ. ভুল

১৪. আল্লাহর সমান কাউকে ভালোবাসা

ক. ছোট শিরক খ. আবশ্যক গ. বড় শিরক

১৫. আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা

ক. বৈধ খ. আবশ্যক গ. বড় শিরক

১৬. ইবাদতের প্রকার কয়টি?

ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি

১৭. সকল সৃষ্টি এমন কি কাফেররা পর্যন্ত জবরদস্তিমূলক দাসত্বের অর্থে আল্লাহর দাস

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. যদি কোন ব্যাক্তি কালিমা তায়্যিবা বলে সকল আমল ছেড়ে দেয়, সলাত **ও পড়লনা এবং অন্য কোন ইবাদতও করলনা তাহলে সে কালিমা তার**

ক. উপকারে আসবে খ. উপকারে আসবেনা

১৯. (عبده و رسوله) অর্থ এমন বান্দা যার ইবাদত করা যায়না, এমন রাসূল যাকে মিথ্যা বলা যায়না

ক. সঠিক খ. ভুল

২০. তিনি যা আদেশ করেন সে ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা এবং যে সংবাদ প্রদান করেন তা সত্যায়ন করা এটা (ان محمدا عبده و رسوله) এর

ক. অর্থ খ . দাবি

২১. যে ব্যাক্তি নবী (স) এ জন্য রবের কোন বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করলো সে যেন তাকে বান্দা হিসেবে সাক্ষাতই দেয়নি।

ক. সঠিক খ. ভুল

২২. নবীর জন্য সবচেয়ে বড় গুণ হলো তিনি

ক. আল্লাহর রাসূল খ. তার বান্দাহ ও রাসূল গ. সর্বশেষ নবী।

২৩. যে ব্যাক্তি ইসলামের মধ্যে ভালো কাজ মনে করে কোন নতুন কিছু আবিস্কার করলো সে যেন এ ধারণা করলো যে মুহাম্মাদ (স) তার রিসালাতের খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “ আজকের দ্বীন আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং সেদিন যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা আজও তা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনা কথাটি কার?

ক. ইবনে তায়মিয়্যার খ. ইমাম মালেকের গ. ইবনে বাযের.

২৪.নবী (স) কোন নবীর বংশধর?

ক. ইসহাকের খ. ইসমাইলের

২৫.শুন্যস্থান পূরণ কর

নবী (স) জন্মগ্রহণ করেছেন ------- সালে -------- শহরে এবং তার বয়স মোট ------ বছর। এর মধ্যে ------- বছর নবুয়াত দান করা হয়েছে ------ মাধ্যমে এবং রিসালাত দান করা হয়েছে ------ মাধ্যমে।

২৬.তাকে প্রেরণ করা হয়েছে

ক. তার জাতির প্রতি খ. মানুষের কাছে গ. মানুষ ও জ্বীনদের কাছে।

২৭.মেরাজ হলো তার মক্কা তেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ

ক. সঠিক খ. ভুল

২৮.নবী (স) হিজরত করেছেন কোন দিকে?

ক. তায়েফে খ. হাবশায় গ. মদীনায় খ. উল্লেখিত সবখানেই।

২৯.নবী (স) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ কয়টি?

ক. একটি খ. দুইটি গ. তিনটি ঘ. চারটি ঙ. পাঁচটি

৩০.রাসূলের সন্তানাদির সংখ্যা কত?

ক. তিন খ. চার গ. সাত

৩১.নবী (স) বিদায় হজ্জ করেছেন এটা প্রমাণ করে যে ইতিপূর্বে তিনি আরও হজ্জ করেছেন

ক. সঠিক খ. ভুল

৩২.রাসূলের জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করা

ক. আবশ্যক খ. উত্তম গ. বৈধ

৩৩.শুন্যস্থান পূরণ:

ঈমানের শারয়ী অর্থ হলো ------ উচ্চারণ করা -------- বিশ্বাস করা -------- মাধ্যমে আমল করা ----- মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং ----- মাধ্যমেহ্রাস পায়।

৩৪.ঈমানের রুকন কয়টি?

ক. ছয়টি খ. পাঁচটি গ. চারটি

৩৫.আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরো কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে আবশ্যক করে। তার সংখ্যা কতটি?

ক. চার খ. তিন গ. দুই

৩৬.আল্লাহর অস্তিত্ব চেনার ব্যাপারে মৌলিক দলিল কয়টি?

ক. চারটি খ. অসংখ্য

৩৭.মীকায়ীল হলেন বৃষ্টির জন্য নিযুক্ত ফেরেস্তা
ক. সঠিক খ. ভুল

৩৮.আদম সন্তানের অন্তর রয়েছে ফেরেস্তাদের নেই
ক. সঠিক খ. ভূল

৩৯.আমরা যেসব কিতাবের নাম জানি সেসবের সংখ্যা কত?
ক. ছয় খ. চার গ. সাত ঘ. অনেক

৪০.আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন
ক. সঠিক খ. ভুল

৪১.সর্বপ্রথম রাসূল হলেন আদম (আ)
ক. সঠিক খ. ভুল

৪২.মুহাম্মাদ (স) রাসূল, তিনি নবী নন
ক. সঠিক খ. ভুল

৪৩.রাসূলদের মধ্যে দৃঢ় চিত্তের অধিকারীদের সংখ্যা কত?
ক. পাঁচ খ. চার গ. অনেক

৪৪.আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে মানুষের কবর থেকে উত্থান পর্যন্ত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে শামিল করে
ক. সঠিক খ. ভুল

৪৫.ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তার সংখ্যা কত?
ক. চার খ. পাঁচ গ. তিন

৪৬.কোন জিনিস সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ জানেন কি?
ক. হ্যা খ. না

৪৭.মানুষ যা করে আল্লাহ কি তা সব জানেন?
ক. হ্যা খ. না।

৪৮.মানুষ যা করে আল্লাহ কি তা সব লেখে রেখেছেন?

ক. হ্যা খ. না

৪৯.বান্দার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি রয়েছে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে?

ক. সঠিক খ. ভুল

৫০.বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি?

ক. হ্যা খ. না

৫১. তাওহীদ কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন গ. এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই।

৫২.বড় শির্ক ও ছোট শির্ক এর মাঝে ৫ টি পার্থক্য নির্ণয় কর

ক.

খ.

গ.

ঘ.

ঙ.

৫৩.বড় শিরক ও ছোট শিরকের প্রত্যেকটি থেকে পাঁচটি উদাহরণ পেশ কর।

৫৪.বিশ্বাসগত নেফাক্বী ছোট শিরক, যা ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী নয়

ক. সঠিক খ. ভুল

৫৫.ইহসানের রুকন-?

ক. একটি খ. দুইটি।

সলাতের শর্তসমূহ شُرُوطُ الصَّلاةِ

১. মুসলিম হওয়া। ২. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। ৩. ভাল-মন্দের পার্থক্যকারী হওয়া। ৪. সাময়িক অপবিত্রতা দূর করা। ৫. অপবিত্র বস্তু পরিস্কার করা। ৬. গোপনাঙ্গ আবৃত করা। ৭. সলাতের সময় হওয়া। ৮. ক্বিবলা মুখি হওয়া। ৯. নয়ত করা

الشَّرط الأوَّل: الإسلام প্রথম: মুসলিম হওয়া:

এর বিপরীত হলো কুফরী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেয় বা যেকোন ধরণের ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করে তাহলে ত্বাওবা না করা পর্যন্ত তার সলাত গ্রহণ করা যাবে না।

الشَّرط الثَّاني: العقل দ্বিতীয়: জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া

এর বিপরীত হলো পাগল আর মাতাল

الشَّرط الثَّالث: التَّمييز তৃতীয়: পার্থক্যকারী হওয়া:

(এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং তার অর্থ হলো জিনিসের পা করা। অর্থাৎ সে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টি তে পারবে। এ ক্ষেত্রে বয়সের সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু সাধারণত সাত বছর বয়সে পার্থক্য করতে পারে।)

ছাট বাচ্চার সলাত কখন সঠিক হবে? যখন সে বিভিন্ন জিনিসের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে অর্থাৎ প্রশ্ন ও উত্তর বুঝতে পারবে এবং পানি ও আগুনের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারবে। নচেৎ সলাত সহীহ হবে না।

الشَّرط الرَّابع: رفع الحدث
চতুর্থ: অপবিত্রতা দূর করা

الحدث الأكبر: বড় অপবিত্রতা
যা গোসলের মাধ্যমে দূর করা হয়।

الحدث الأصغر: ছোট অপবিত্রতা
যা অযুর মাধ্যমে দূর করা হয়।

الشَّرط الخامس: إزالة النَّجاسة পঞ্চম: অপবিত্র বস্তু পরিস্কার করা:
(শরীর হতে, সলাতের জায়গা হতে বা কাপড় হতে। কেউ যদি অপবিত্র অবস্থায় সলাত আদায় করে অথচ সে অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অবহিত, তা দূর করতে সক্ষম বা তা তার স্বরণে রয়েছে তাহলে তার সলাত বাতিল।

مغلَّظةٌ বড় অপবিত্র
যেমন কুকুরের অপবিত্রতা। কুকুরের অপবিত্রতাকে দূর করতে সাত বার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে যার প্রথম বার মাটি দিয়ে।

مخفَّفةٌ ছোট অপবিত্র
যেমন ছেলে শিশুর পেশাব যে খাবার খায় না (অর্থাৎ শুধু মায়ের দুধ খায়)। এ ক্ষেত্রে তা পেশাবের স্থানে শুধু পানি ছিটা দিলেই যথেষ্ট, ধৌত করার প্রয়োজন নাই। অনুরূপভাবে বীর্য, মুযি,ওয়াদী বা মানী এগুলো ছোট অপবিত্রের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তা পবিত্র। তবে রাসূল (স.) বির্যের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন যখন বির্য তরল থাকত, আর যদি বির্য শুকিয়ে যেত তাহলে তিনি নখ দিয়ে উঠিয়ে ফেলতেন।

متوسِّطةٌ:
মধ্যম অপবিত্র
যেমন নারী-পুরুষের পেশাব। এ ক্ষেত্রে পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

الأعيان النَّجسة কিছু অপবিত্র বস্তু

মানুষের পেশাব-পায়খানা, যে সকল প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ করা বৈধ নয় তার পেশাব ও গোবর সমস্ত হিংস্র প্রাণী অপবিত্র। তবে তন্মধ্যে কিছু প্রাণীকে পৃথক করা হয়েছে যার থেকে দূরে থাকা কষ্টকর। যেমন-বিড়াল, কচ্ছপ ও গাধা প্রবাহিত রক্ত যা প্রাণী যবেহ করার পর প্রবাহিত হয় দণন (গোপনাঙ্গ) পথ দিয়ে নির্গত রক্ত সমস্ত মৃত প্রাণী তবে মৃত মানব, মাছ ও ফড়িং ব্যতীত।

الشَّرط السَّادس: ستر العورة ষষ্ঠ: গোপনাঙ্গ আবৃত করা

والعورات ثلاثةٌ: (আবৃতের দিক দিয়ে) গোপনাঙ্গ তিন প্রকার

مخفَّفةٌ:

১. যা ঢাকার বিধান হালকা। ছোট আবৃত গোপনাঙ্গ তা হলো সাত থেকে দশ বছরের ছেলের ক্ষেত্রে। সে তার দুই গোপনাঙ্গ আবৃত করে রাখবে।

مغلَّظةٌ:

২. যা ঢাকা অতি আবশ্যক। অধিক আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো পূর্ণ বালেগা নারীর ক্ষেত্রে। সে তার মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখবে। তবে মাহরাম নয় এমন লোকদের কাছে মুখও আবৃত করবে।

متوسِّطةٌ:

৩. যা ঢাকার বিধান পূর্বের দৃষ্টির মাঝামাঝি। মধ্যম আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো উপরোল্লেখিত ব্যতীত সকল অবস্থা। সে তার নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত আবৃত করে রাখবে। এ ক্ষেত্রে দুই কাধ আবৃত করা মুস্তাহাব ও পূর্ণ সৌন্দর্য্য গ্রহণ করা।

الشَّرط السَّابع: دخول الوقت সপ্তম: সলাতের সময় হওয়া

সলাতের সময় হওয়ার পূর্বে এবং সলাতের সময় শেষ হওয়ার পর সলাত আদায় করা শুদ্ধ হবে না। তবে বিশেষ কারণ স্বাপেক্ষে যদি অন্য আরেকটির সাথে একত্রে আদায় করা হয় তবে তা ভিন্ন কথা। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে সলাতকে বিলম্ব করে তাহলে সে গুণাহগার হবে।

الشَّرط الثَّامن: استقبال القبلة অষ্টম: ক্বিবলা মুখি হওয়া

তবে সফররত অবস্থায় নফল সলাতে তার বাহন বা বিমান যেদিকে থাকনা কেন সে সলাত আদায় করতে পারবে। এবং যদি কিবলামুখী হতে সক্ষম না হয় এবং সেদিক হলে শত্রুর ভয় থাকে তাহলেও কিবলমুখী না হলে সমস্যা নাই।

الشَّرط التَّاسع: النِّيَّة নবম: নিয়ত করা-

নিয়তের স্থান হলো অন্তর। মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত বিদ'আত। আর যদি নিয়তটা সলাতের কিছু সময় পূর্বে করে অথবা সলাতের সময় শুরু হওয়া মাত্রই করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে।

تنبيهاتٌ مهمَّةٌ: বিশেষ সতর্কিকরণ:

১. শর্ত ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে, অজ্ঞতা, ভূলে যাওয়া, সেচ্ছায় এ সব কিছু গ্রহণ করা হবেনা। তবে যদি কোন ব্যাক্তি অজ্ঞতাবশত অথবা ভূলে তার উপর অপবিত্র কিছু থাকা অবস্থায় সলাত আদায় করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে। কেননা এই শর্তটি হলো বর্জনের শর্ত, কর্মের শর্ত নয়।
২. শর্তসমূহ ইবাদতের বঞিঃর্ভূত এবং তা ইবাদতের পূর্বে আসের। আর এই শর্তসমূহ ইবাদতের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

اَلدَّرْسُ السَّابع সপ্তম পাঠঃ

أَرْكَانُ الصَّلاةِ সলাতের রুকনসমূহ

সলাতের রুকনসমূহঃ ১৪ টি যথা-

১. সক্ষমতা অনুযায়ী দন্ডায়মান হওয়াঃ ইহা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য দন্ডায়মান হওয়া জরুরী নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁড়াতে কিছু সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়াবে। বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

২. তাকবীরে তাহরীমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

৩. সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ প্রত্যেক রাক‘আতে সূরা ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চ স্বরে কেরাতের সলাত হোক বা নিম্ন স্বরের কেরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থ্ য় পাবে তখন তার উপর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না।

৪. রুকু করা।

৫. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. সাতটি অঙ্গের উপর ভর করে সাজদাহ দেওয়াঃ (কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ।)

৭. সাজদাহ থেকে উঠা।

৮. দুই সাজদার মাঝে বৈঠক করা।

৯. সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে ধীরস্থতা অবলম্বন করাঃ প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু‘আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

১০. রুকন সমূহে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

১১. শেষে তাশাহ্হুদ পাঠ করা। ১২. শেষ তাশাহ্হুদে বৈঠক করা।

১৩. রাসূল (স.) এর প্র্রতি দরূদ পাঠ করাঃ দরূদে ইবরাহীম পড়া।

১৪. দুদিকে সালাম ফিরানো।

প্রথম রুকন :সক্ষমতা অনুযায়ী দন্ডায়মান হওয়াঃ

ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে :
ইহা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য দন্ডায়মান হওয়া জরুরী নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁড়াতে কিছ সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়াবে।

নফল সলাতের ক্ষেত্রেঃ
বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় রুকনঃ

তাকবীরে তাহরীমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

তৃতীয় রুকনঃ

সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ প্রত্যেক রাক‘আতে সূরা ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চ স্বরে কেরাতের সলাত হোক বা নিম্ন স্বরের কেরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থ য় পাবে তখন তার উপর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না।

নবম রুকন:

সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে ধীরস্থতা অবলম্বন করা: প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু'আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

تنبيهٌ مهمٌّ: বিশেষ সতর্কিকরণ:

রুকনসমূহ ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। অজ্ঞতাবশত ভুলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রুকন ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। রুকনসমূহ ত্যাগ ভুলের সাজদাহ দিতে বাধ্য করেনা বরং ব্যাক্তিকে উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে নির্দেশ করা হবে। আর এই সময়ের সলাতের পূর্বে যেসব সলাত পড়েছে এবং কতিপয় রুকন ছেড়ে দিয়েছে তবে এক্ষেত্রে তার উজর গ্রহণ করা হবে। কেননা নবী (স) ভুল পদ্ধতিতে সলাত আদায়কারী এক ব্যাক্তিকে সকল সলাতের পুনরাবৃত্তি করতে নির্দেশ করেননি। তাকে শুধু মাত্র উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে বলেছেন, অথচ সে তাতে ধীর স্থিরতা ত্যাগ করেছে। আর তা হলো রুকুন। আল্লাহ অধিক জানেন।

الدَّرْسُ الثّامن
অষ্টম পাঠ

وَاجِبَاتُ الصَّلاةِ সলাতের ওয়াজিবসমূহ

সলাতের ওয়াজিবসমূহ ৮টি:

১. তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সকল তাকবীর বলা।

২. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলা ইমাম ও একক ব্যক্তি সকলের জন্য।

৩. সকলের জন্য رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (রব্বানা ওয়ালাকার হামদ) বলা।

৪. রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) বলা।

৫. সাজদাহতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) বলা। ৬. দুই সাজদার মাঝে رَبِّ اغْفِرْ لِي (রব্বিগফিরলি) বলা।

৭. প্রথম তাশাহহুদে পাঠ করা।

৮. প্রথম তাশাহহুদে বৈঠক করা।

تنبيهٌ مهمٌّ: গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ:

রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) এই শব্দে বলা আবশ্যক অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে পারবে। এমনিভাবে সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) এই শব্দে অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বদ্ধি করতে পারবে।

الدَّرْسُ التَّاسع
নবম পাঠ

بَيَانُ التَّشَـهُّدِ তাশাহ্হুদের বর্ণনা: তা হচ্ছে-

«التّحِيّاتُ للّه، وَالصّلَوَاتُ، وَالطّيِّبَاتُ، السّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكَاتُهُ، السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّه الصّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ ত্বইয়্যিবাতু আস্‌লামু আলাইকা আইয়্যুহান্‌নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন, আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন মাবূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর সে নাবী (স.) এর প্রতি দরুদে ইবরাহীম পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সল্লি'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা-আ-লি মুহাম্মাদ, কামা-সল্লাইতা 'আলা-ইব্‌-রাহীমা ওয়া'আলা-আ-লি ইব্‌-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা-ইব্‌রাহীমা ওয়া'আলা-আ-লি ইব্‌-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে ইবরাহীম ﵇ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহীম ﵇ ও তাঁর পরিবারবর্গের বরকত দান করেছিলে।

অতঃপর সে শেষ তাশাহ্হুদে আল্লাহর নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে, কবরের শাস্তি হতে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা হতে ও দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় করবে। তারপর সে কিছু ঐচ্ছিক দু'আ নির্বাচন করে পড়বে। তবে এক্ষেত্রে দু'আ মা'সূরা তথা হাদীসে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন:

اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: *'আল্ল-হুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'*

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

للّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুল্মান কাছীরাও ওয়ালা- ইয়াগ্ ফিরুয্যুনূবা ইল্লা- আন্তা ফাগ্ফির্লি মাগ্ফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গফুরুর্ রহীম।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক অত্যাচার করেছি, তুমি ছাড়া পাপ সমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

অতঃপর প্রথম তাশাহ্হুদে যোহর, আসর, মাগরিব ও 'ইশার সলাতে তাশাহহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে। তবে যদি সে এই বৈঠকে রাসূল (স.) এর প্রতিও দরূদ পাঠ করে তাহলে (তার জন্য") এ ব্যাপরে হাদীসের ব্যাপৃত বর্ণনার আলোকে এটাই উত্তম। তারপর সে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে।

الدَّرْسُ العاشر দশম পাঠ

سُنَنُ الصَّلاةِ সলাতের সুন্নাতসমূহ

সলাতের সুন্নাতসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. সূচনা বা সানা পড়াঃ যেমন বর্ণিত হয়েছে-

اَللّٰهُمَّ باعِدْ بيني و بين خطَايَاى كَما باعَدْتَّ بين الْمشْرق والْمغْرب اَللّٰهُمَّ نَقِّني من الْخَطَايَا كَما ينقَّى الثَّوبُ الْاَبيض من الدَّنَس اَللّٰهُمَّ اغْسل خطَايَاى بالْماء و الثَّلْجِ والْبرد

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া-ইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্‌দানাস্‌, আল্লাহুম্মাগ্‌সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়াল্‌বারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سبحانَكَ اَللّٰهُمَّ و بحمدكَ و تبارَكَ اسْمكَ و تَعَالٰى جدُّكَ و لَاإِلٰهَ غيرُكَ

উচ্চারণ: *সুব্‌হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম মঙ্গলময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে ও পরে ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখা।

৩. হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত অবস্থায় কাঁধ বা কান বরাবর প্রসারিত করে দু'হাত উত্তোলন করা প্রথম তাকবীরের সময়, রুকু করার সময়, রুকু হতে উঠার সময় ও প্রথম তাশাহ্‌হুদের পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়।

৪. রুকু ও সাজদাতে একাধিক তাসবীহ পাঠ করা।

৫. রুকু হতে উঠার সময় رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ দুআটির চেয়ে যা অতিরিক্ত (বর্ণিত হয়েছে) তা পাঠ করা। দুই সাজদার মাঝখানে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ একধিকবার পাঠ করা।

৬. রুকুতে পিঠ বরাবর মাথা রাখা।

৭. সাজদাহ করার সময় দুই বাহুকে দুই পার্শ্বদেশ হতে পেটকে দুই রান হতে এবং দুই রানকে দুই পিণ্ডলি হতে পৃথক রাখা।

৮. সাজদার সময় মাটি হতে দুই কনুইকে উঁচু রাখা।

৯. প্রথম তাশাহ্হুদ ও দুই সাজদার মাঝখানে বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা।

১০. চার রাক‘আত বা তিন রাক‘আত সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা এবং বাম পাকে ডান পায়ের নীচে রেখে ডান পা খাড়া রাখা।

১১. প্রথম ও শেষ তাশাহ্হুদে বসার প্রথম থেকে তাশাহহুদের শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা এবং দু‘আ পাঠ করার সময় নাড়ানো।

১২. প্রথম তাশাহহুদে মুহাম্মাদ (স.) এবং ইবরাহীম (আ.) ও উভয়ের পরিবার প্রতি দরূদ ইবরাহীম পড়া।

১৩. শেষ তাশাহ্হুদে দু‘আ করা।

১৪. ফজরের সলাতে, জুম‘আর সলাতে, দুই ঈদের সলাতে, ইসতেসকার সলাতে ও মাগরিব এবং ‘ইশার সলাতের প্রথম দু রাক‘আতে উচ্চ স্বরে কেরাত পাঠ করা।

১৫. যোহরের সলাতে, আসরের সলাতে, মাগরিবের তৃতীয় রাক‘আতে ও ‘ইশার সলাতের শেষ দুই রাক‘আতে নিম্ন স্বরে কেরাত পড়া।

১৬. সূরা ফাতিহার পর কুরআন হতে যেকোন অংশ পড়া।

বিঃদ্রঃ- আমরা যা উল্লেখ করলাম ইহা ছাড়াও সলাতের আরোও সুন্নাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ ইমাম, মুক্তাদী বা একাকি সলাত আদায় করলেও রুকু হতে উঠার পর رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ এ দুআটির চেয়ে আরো অতিরিক্ত বর্ণিত দুআ পাঠ করা আর এটা সুন্নাত। রুকু করার সময় দুই হাতের আঙ্গুগুলো পৃথক পৃথক রেখে দুই হাত হাটুর উপর রাখা।

(সলাত) সূচনার দু'আ دعاء الاستفتاح

প্রত্যেক সলাতের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর রাসূল (স.) হতে বর্ণিত দুআগুলো পাঠ করতে হবে। যেমন দুআগুলো হলো-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া-ইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাস্, আল্লাহুম্মাগ্সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্সালজি ওয়াল্বারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: *সুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম মঙ্গলময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই।

الدَّرْسُ الحادي عشر একাদশ পাঠ

مُبْطِلاتُ الصَّلاةِ সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৮টি। সেগুলো হলো-

১. জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা। আর ভুলকারী ও অজ্ঞ ব্যক্তির সলাত নষ্ট হবে না। অনুরূপ প্রয়োজন ছাড়া ইমামকে তালকীন দেওয়া। ২. অট্ট হাসি দেওয়া। ৩. খাওয়া। ৪. পান করা। ৫. গোপনাঙ্গ প্রকাশ হওয়া। ৬. ক্বিবলা দিক হতে অন্য দিকে অধিকাংশ ফিরে থাকা। ৭. সলাতে ধারাবাহিকভাবে অপ্রয়োজনীয় কিছু অধিকহারে করা। ৮. ওযু ভেঙ্গে যাওয়া।

المبطل الأوَّل: الكلام العمد مع الذِّكر والعلم

يُستثنى من ذلك الفتح على الإمام إذا سها أو أخطأ في القراءة.

** তবে ইমাম যদি কোন কিছু ভুলে যায় অথবা কিরআতে ভুল করে তাহলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলার অর্ন্তভুক্ত হবে ন।

সলাতে নড়াচড়া (করা) পাঁচ ভাগে বিভক্ত

ওয়াজিব নড়াচড়া	মুস্তাহাব নড়াচড়া	মুবাহ নড়াচড়া	মাকরুহ নড়াচড়া	হারাম নড়াচড়া
ওয়াজিব নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার উপর সলাতের পরিশুদ্ধতা নির্ভরকরে। যেমন অপবিত্রতা জিনিস দূর করা।	মুস্তাহাব নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার উপর সলাতের পূর্ণতা নির্ভর করে। যেমন- সলাতে কাতারের খালি জায়গা পূর্ণ করা	মুবাহ নড়াচড়া: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নড়াচড়া করা। যেমন- প্রয়োজনে দাড়ি চুলকানো।	মাকরুহ নড়াচড়া: অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সামান্য নড়াচড়া করা। যেমন- সামান্য তাকাতাকি করা।	হারাম নড়াচড়া: আর তা হলো অপ্রয়োজনে লাগাতার অধিক নড়া-চড়া হিসেবে পরিচিত।

تنبيهٌ مهمٌّ: বিশেষ সতর্কীকরণ

ইতিপূর্বে সলাতের শর্ত, রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত গত হয়েছে। এগুলোর মাঝে পার্থক্য নির্ণয়

السُّنَّة সুন্নাত	الواجب ওয়াজিব	الرُّكن রুকন	الشَّرط শর্ত
ইবাদতের আভ্যন্তরিন বিষয়			ইবাদতের বাইরের বিষয়
ইবাদতের কিছু কিছু অংশে প্রযোজ্য			সকল ইবাদতেই প্রযোজ্য
এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহনযোগ্য	এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও ভুল গ্রহণযোগ্য। ইচ্ছাকভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য নয়।	এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।	
	সাহু সাজদাহ যথেষ্ট	সাহু সাজদাহ যথেষ্ট নয় বরং রুকন আদায় করতে হবে।	এর কোন সাহু সাজদাহ নেই।

سجود السَّهو: সাহু সাজদাহ

সাহু সাজদাহ এর কারণ তিনটি

الزِّيادة: বৃদ্ধি
কোন কিছু অতিরিক্ত করা। যেমন: রুকু, সাজদাহ, কিয়াম, বৈঠক বৃদ্ধি করা।

النَّقص: কমানো
কমানো। যেমন কোন ওয়াজিব ছুটে যাওয়া এবং তার স্থান ছুটে যাওয়া।

الشَّكُّ: সন্দেহ হওয়া
সন্দেহ হওয়া। যেমন- সে কত রাকআত সলাত পড়েছে? তিন নাকি চার রাকআত।

এটা আবার দুই ধরণের

شكٌّ بعد الفراغ والانتهاء من العبادة:
সলাত শেষ হওয়ার পর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া: এ ক্ষেত্রে সন্দেহের ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই।

شكٌّ داخل العبادة
সলাত চলাকালীন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া: যদি তার সন্দেহ প্রবল হয় তাহলে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই। আর যদি সন্দেহ দিক কম হয় তাহলে তার নিকট যা অগ্রধিকার পায় সে তার সিদ্ধান্ত নিবে অন্যথায় কমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবে।

ملاحظاتٌ: বি: দ্র:
--আর যদি সে সাহু সাজদাতেও ভুল করে তাহলেও তার কোন সমস্যা নেই।
--আর যদি রুকন ছুটে যায় তাহলে উক্ত রুকন এবং তার পরবত অবশিষ্টগুলো আদায় না করা পর্যন্ত ও সাহু সাজদাহ না দেওয়া পর্যন্ত সলাত বিশুদ্ধ হবে না।
--আর যদি ভুলবশত ওয়াজিব ছুটে যায় ও তার স্থানে পার হয়ে যায় তাহলেও সাহু সাজদাহ দিতে হবে।

ملخَّصٌ مُصوَّرٌ لصفة الصَّلاة: ছবিসহ সলাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রথমত একজন মুসলিম বাড়িতে ওযু করবে, সুন্দর পোশাক পরিধান করবে তারপর মাসজিদে যাবে। তার জন্য সওয়ারীতে চড়া বৈধ। পথ চলার সময় অবশ্যই ধীরস্থিরতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ দ্রুত হাটবে না বা দৌড়াবে না, অনার্থক এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করবে না ও উচ্চ স্বরে কথাও বলবে না।

অতঃপর যখন সে মাসজিদের নিকটে পৌঁছবে তখন তার -সেন্ডেল খুলে জুতা রাখার নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে এমনকি দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় সাথে রেখে দিবে অর্থাৎ দুনিয়ার কোন চিন্তা মাথায় রাখবেনা। কেননা মাসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা ও হারানো ঘোষণা দেওয়া হারাম। প্রবেশের সময় ডান পা আগে প্রবেশ করাবে এবং বলবে

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি অস্বলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তুমি তোমার করুনার দুয়ারসমূহ খুলে দাও এবং বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবে আর বলবে,

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি অস্বলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আলআলুকা মিন ফাযলিকা।

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

পুরুষরা সামনের কাতারে দাঁড়াবে এবং মহিলারা পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। যদি সলাতের ইকামাত দেওয়া হয়ে যায় তাহলে প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে তারপর ইমামকে যে অবস্থাতে পাবে তার সাথে (সলাতে) শামিল হবে। যদি ইমামকে দাঁড়ানো বা রুকু করা অবস্থায় পায় তাহলে সেটা রাক'আত হিসেবে গন্য করবে। অতঃপর যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন সে তার ছুটে যাওয়া রাক'আত পূর্ণ করবে।

আর যদি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ইকামাত দেওয়া হয়নি তাহলে সলাতের পূর্বের সুন্নাতগুলো আদায় করবে। যদি সলাতের পূর্বের সুন্নাত সলাত না থাকে তাহলে বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাক‘আত আদায় করবে। মাসজিদের সম্মানার্থে যেকোন কাজ বাড়াবাড়ি করা যাবে না। যেমন: যেন সলাতের জন্য দাঁড়ানো হয় এ জন্য বার বার ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করা বা গলায় আওয়াজ দেওয়া ইত্যাদি। ইমাম ও একাকি ব্যক্তি সুতরাহকে সামনে করে সলাত আদায় করা সুন্নাত আর ইমামের সুতরাই মুক্তাদির সুতরাহ।

দুই কাঁধের মধ্যবর্তী দুরত্বের সমান দুই পায়ের মাঝ খানে ফাঁকা রাখবে এর চেয়ে বেশি নয় ও কমেও নয় এবং পা দ্বয়ের বহির্ভাগ সমান রাখবে।

তারপর সলাতের অবশিষ্ট শর্তসমূহ পূর্ণ করবে অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলবে এবং সাথে সাথে দুই হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত রেখে দুই হাত কান বা কাধ বরাবর উত্তোলন করবে এবং দুই তালুকে ক্বিবলামুখী রাখবে।

তারপর ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে কিংবা কব্জি বা বাহুর উপর রাখবে অথবা আঁকড়ে ধরবে।
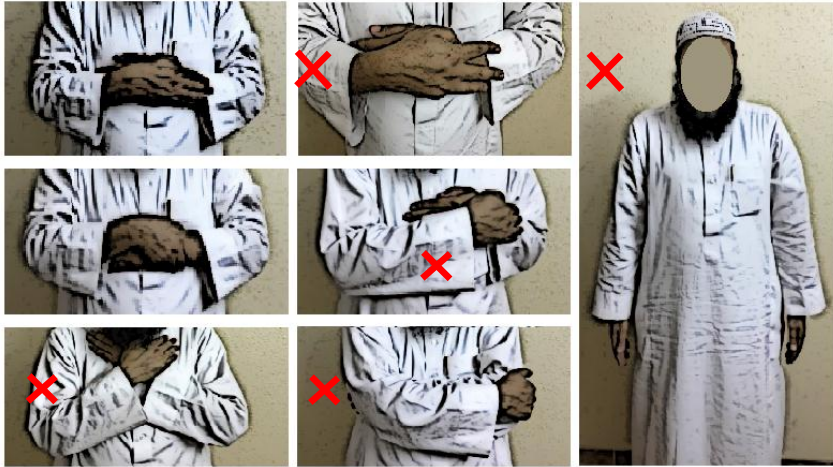
সে তার দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে রাখবে। এদিক সেদিক ফিরাবে না।

তারপর শুধু প্রথম রাক'আতে সানা পড়া তার জন্য মুস্তাহাব। তবে উত্তম হচ্ছে বিভিন্ন দু'আ পড়া যে দু'আ গুলো সানার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।
তারপর আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এ বলবে যে, **أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**
উচ্চারণ: আউযূ বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর বিসমিল্লাহ বলবে- **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**
উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অর্থ: আমি পরম করুনাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তারপর সূরা ফাতিহা তার হরকত, অক্ষর, শব্দ ও আয়াতসমূহকে পূর্ণভাবে ধারাবাহিকভাবে পাঠ করবে তারপর আউযু বিল্লাহ ছাড়াই কুরআন থেকে সাধ্যমত কিছু পড়বে। তবে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে। তারপর "আল্লাহু আকবার" বলে দুই হাত উত্তোলন করবে যেমনভাবে তাকবীরাহ তাহরিমাতে উত্তোলন করেছিল এবং রুকু করবে। হাটুকে আঁকড়ে ধরবে এবং কনুইদ্বয়কে ভাজ করবে না এবং পিঠ ও মাথা বরাবর রাখবে।আর কমপক্ষে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম** একবার বলবে। তবে রুকুর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত দু'আ গুলো রুকুতে পড়া মুস্তাহাব।

তারপর রুকু হতে উঠার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে বলবে **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্)** এবং সাথে সাথে দুই হাত কান বা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন বলবে **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** (রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ) এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আ গুলো পড়া মুস্তাহাব। তারপর হাত উত্তোলন ছাড়াই "আল্লাহু আকবার" বলবে এবং সাত অঙ্গের উপর ভর দিয়ে সাজদাহ করবে। তা হলো: কপাল ও নাক, দুই তালু, দুই হাঁটু, দুই পায়ের আঙ্গুলের পেট। দুই বগলের মাঝে পেট ও রানের মাঝে এবং রান ও পিণ্ডলীর মাঝে দূরত্ব বজায় রাখবে। দুই কুনুইকে মাটি থেকে উঁচু রাখবে।

তারপর “আল্লাহু আকবার” বলবে এবং বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে ও আঙ্গুল গুলোর পেটকে মাটিতে রাখবে। হাতের আঙ্গ গুলোকে ক্বিবলা দিকে রাখবে। দুই তালুর রানের শেষভাগে রাখবে। এ ধরণের বসা সলাতে বসার সকল স্থানে করতে হবে। তবে চার রাক‘আত বা তিন রাক‘আত বিশিষ্ট সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং বাম পাকে ডান পায়ের পিণ্ডরীর নীচে রাখবে।

তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে সাজদাহ করবে প্রথম সাজদার মত। তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে দ্বিতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াবে। প্রথম রাক‘আতে যেমনটি করেছে ঠিক দ্বিতীয় রাক‘আতেও করবে কিন্তু দ্বিতীয় রাক‘আতে তাকবীরে তাহরিমা ও সানা নেই। যখন দ্বিতীয় রাক‘আত শেষ করবে তখন তাশাহহুদের জন্য বৈঠক করবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলকে মিলিয়ে গোল করে রাখবে এবং তা নাড়াবে ও দুআ পড়বে। এখানে তাশাহ্হুদ পড়া আবশ্যক। যদি দুই রাক‘আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে দরূদে ইবরাহীম পড়া আবশ্যক। আর চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যথা- لَّلّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-ত।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

এখানে সে তার পছন্দনীয় দু'আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে:اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: *'আল্ল-হুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতাকা'*

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

তারপর দুই দিকে ডানে ও বামে শুধু মাথা ঘুরিয়ে সালাম ফিরাবে কিন্তু কাধ ঘুরাবে না। নীচে বা উপরে মাথা নাড়াবে না ও হাত দিয়ে ইশারা করবে না।

আর যদি সলাত তিন বা চার রাক‘আত বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথম তাশাহ্হুদ সাথে মুস্তাহাব হিসেবে দরূদে ইবরাহীম পড়ার পর দাড়িয়ে যাবে। যদি তিন রাক‘আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাক‘আত পূর্ণ করবে এবং তাশাহহুদের জন্য

বসে যাবে। আর যদি চার রাক‘আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে চতুর্থ রাক‘আত আদায় করার পর শেষ তাশাহ্হুদের জন্য বসবে। তারপর দরূদে ইবরাহীম এবং চারটি জিনিস হতে আশ প্রার্থনা করবে। যথা- «للَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ দাজ্জালি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-ত।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

এখানে সে তার পছন্দনীয় দু‘আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু‘আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে:اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ **উচ্চারণ:** *‘আল্ল-হুম্মা আইন্নী আ‘লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতাকা’* **অর্থ:** হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

আর যদি ফরজ সলাত হয় তাহলে সালামের পর বর্ণিত দু‘আসমূহ সলাতের পরে পড়া মুস্তাহাব। যেমন-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ:(আস্ তাগফিরুল্লাহ) তিনবার *(আল্লা-হুম্মা আনতা সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম)* অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকতময়। হে মহাত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী।

سُبْحَانَ الله (সুব্হানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لله (আল্হামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার الله اَكْبر (আল্লাহু আক্বার) ৩৪ বার অথবা ৩৩ সাথে নিম্নের কালিমা পড়া-

لاَ إ له الاّ الله وحده لا شريك له له الْمُلْكُ ولَه الْحمدُ وهو على كُلِّ شيٍّ قديرٌ

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। এর আয়াতুল কুরসী পড়বে-

(ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ)

উচ্চারণ: *আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা- ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা- বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খলফাহুম,ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইল্মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়া উদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইউল আযীম।*

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞনের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাক্বারা:২:২৫৫) এরপর নিম্নের তিনটি সূরা পড়বে-

(قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ...)، و(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ...)، و(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ...)

বিশেষ সতর্কতা: تنبيهاتٌ مهمَّةٌ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নামাজে গোপনাঙ্গ ঢাকা সলাতের বিশুদ্ধতার অন্যতম একটি শর্ত। তাই সলাতী ব্যক্তি নামাজে তা প্রকাশ থেকে সতর্ক থাকে। ফলে এর কারণে তার সলাত যেন বাতিল হয়ে না যায়।

মুক্তাদী যদি ঈমামের সাথে সলাত পড়ে তবে ঈমামের ডান পাশে তার জন্য দাড়ানো বৈধ। এবং টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াবে, তার আগেও যাবেনা পিছেও যাবেনা। আর অন্যন্য মুসল্লীর সাথে দাড়ালেও একই নিয়মে দাঁড়াবে (তথা টাখনু মিলিয়ে সমান ভাবে)।

ملخّص الصَّلوات غير المفروضة
বিভিন্ন সলাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

পদ্ধতি	সংখ্যা	সময়	হুকুম	নাম
উঁচ্চ স্বরে কিরাত পাঠ ও জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা তিন বা তার অধিক ব্যক্তি দ্বারা	ركعتان ২ রাক'আত	যোহরের ওয়াক্ত	واجبة ওয়াজিব	জুম'আর সলাত
উঁচ্চ স্বরে ও প্রত্যেক রাক'আতে দুই রুকু করতে হবে	ركعتان ২ রাক'আত	সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের	واجبة ওয়াজিব	সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত
হয়তো এক রাক'আত অথবা তিন রাক'আত একসাথে একটিমাত্র তাশাহহুদের জন্য বসবে অথবা দুই রাক'আত পড়ে আবার আরেক রাক'আত পড়বে। পাঁচ রাক'আত, সাত রাক'আত এ দুটির ক্ষেত্রে শেষ রাক'আতে তাশাহহুদের জন্য বসবে। নয় রাক'আত আট রাক'আতে একটি তাশাহহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে নবম রাক'আতের জন্য উঠে যাবে অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অথবা দুই রাক'আত পড়ে শেষে এক রাক'আত বিতর পড়বে।	من ١-١١ ১-১১ রাক'আত	من بعد العشاء إلى الفجر 'ইশারের পর থেকে ফজর পর্যন্ত	سنَّةٌ مؤكَّدةٌ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ	বিতের সলাত

راتبة الفجر ফজরের সুন্নাত	سنَّةٌ مؤكَّدةٌ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	قبل صلاة الفجر ফজর পর্যন্ত	ركعتان ২ রাক‘আত	প্রথম রাক‘আতে সূরা কাফেরূন ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা ইখলাস পড়বে
سنَّة الظُّهر যোহরের সুন্নাত	سنَّةٌ সুন্নাত	৪ রাক‘আত যোহরের পূর্বে এবং ২ রাক‘আত যোহরের পরে	٢/٤ ৪ রাক‘আত ও রাক‘আত	ركعتين ركعتين منفصلةً. দুই দুই রাক‘আত করে পড়বে
سنَّة المغرب মাগরিবের সুন্নাত	سنَّةٌ সুন্নাত	মাগরিবের পরে	ركعتان ২ রাক‘আত	প্রথম রাক‘আতে সূরা কাফেরূন ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা ইখলাস পড়বে
سنَّة العشاء ‘ইশার সুন্নাত	سنَّةٌ সুন্নাত	‘ইশার সলাতের পরে	ركعتان ২ রাক‘আত	
التَّراويح তারাবীর	سنَّةٌ সুন্নাত	‘ইশারের পর থেকে ফজর পর্যন্ত	২ রাক‘আত হতে দশ রাকআত	
تحيَّة المسجد তাহিয়্যাতুল মাসজিদ	واجبةٌ ওয়াজিব	মাসজিদে প্রবেশের সময় বসার পূর্বে	ركعتان ২ রাক‘আত	

	من ركعتين إلى ثمانٍ ২ রাক‘আত করে ৮ রাক‘আত পর্যন্ত	সূর্য উপরে উঠার পর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পূর্বে	سنَّةٌ সুন্নাত	الضُّحى চাসতের সলাত
সালামের পূর্বে ইস্তেখারার দু‘আ পড়বে	ركعتان 2 রাক‘আত	যে কোন সময়	سنَّةٌ সুন্নাত	الاستخارة ইস্তেখারার সলাত
	২ রাক‘আত		সুন্নাত প্রয়োজনে	ইস্তেস্কার সলাত
ঈদের সলাতের মধ্যে ১২ তাকবীর। প্রথমে ৭ পরে ৫	২ রাক‘আত		সুন্নাত	ঈদের সলাত

أوقات النَّهي عن النَّوافل المُطلقة:

সাধারণ নফল সলাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ:

১. ফজরের পর থেকে সূর্য উচু হওয়া পর্যন্ত।
২. আসরের সলাত থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত।
৩. দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত।

أسئلةٌ على الصَّلاة
সলাত সম্পর্কিত প্রশ্নমালা

১. সলাতের শর্ত কয়টি?
   ক. নয়টি খ. ১১টি গ. ৮টি
২. ইসলামের শর্ত সলাতের শর্তের আওতাভূক্ত করা ভুল। কেননা মুসলমান ছাড়া কেউ সলাত পড়েনা।
   ক. সঠিক খ. ভুল
৩. পার্থক্য বুঝা অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া?
   ক. সঠিক খ. ভুল
৪. হাদাছ দূর করাটা শরীর, স্থান, কাপড় সব কিছুতেই শামিল করে?
   ক. সঠিক খ. ভুল।
৫. শুকরের নাপাকিটা--
   ক. কঠিন খ. মধ্যম
৬. বীর্য অপবিত্র, কারণ তা বের হলে গোসল করা আবশ্যক?
   ক. সঠিক খ. ভুল।
৭. পানি ছিটা এবং ধৌত করা উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।
   ক. সঠিক খ. ভুল।
৮. সকল মৃত জিনিসই অপবিত্র?
   ক. সঠিক খ. ভুল
৯. কুকুরের অপবিত্রতার ক্ষেত্রে মাটি ছাড়া অন্য কিছু এবং আধুনিক পরিস্কারের উপাদানই যথেষ্ট?
   ক. সঠিক খ. ভুল।
১০. যা থেকে বেঁচে থাকা দু:সাধ্য তা হলো ঐসব প্রাণি যার বিচরণ বেশি। সুতরাং বিড়াল কারো জন্য পবিত্র, আবার কারো জন্য অপবিত্র?
   ক. সঠিক খ. ভুল।
১১. অর্থ আত্মা? ক. সঠিক খ. ভুল
১২. রগসমূহে অবশিষ্ট রক্ত? ক. অপবিত্র খ. পবিত্র
১৩. সলাতের রুকন কয়টি? ক. ১৪ টি খ. ৯ টি গ. ৮ টি
১৪. তাকবীরে তাহরীবা হলো দুই হাত উঠানো?
   ক. সঠিক খ. ভুল।

১৫. যদি কোন রুকুন ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে শুধু সাহু সাজদাহ দিতে হবে?

ক. সঠিক খ. ভুল

১৬. সলাতের ওয়াজিবের সংখ্যা কতটি?

ক. ৮টি খ. ১৪টি গ. ৯টি

১৭. যদি ব্যাক্তি সাজদায় বলে

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ অথচ সে জানে যে, (سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰـى) একবার বলা ওয়াজিব, তাহলে তার সলাত বাতিল?

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. নামাযে ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে, বা কব্জির উপরে অথবা কনুইয়ের উপরে রাখা সবই বৈধ?

ক. সঠিক খ. ভুল

১৯. রাত্রিকালের ফরজ সলাতের প্রথম দুই রাকাতে এবং প্রত্যেক এমন সলাত যাতে সাধারণভাবে সমবেত হওয়ার বিধান করা হয়েছে তাতে ক্বিরাত উচ্চস্বরে পড়তে হবে?

ক. সঠিক খ. ভুল

২০. সলাত বিনষ্টকারী বিষয় কয়টি?

ক. ৮টি খ. ৯টি গ. ১৪টি।

২১. নিতম্বের উপর বসতে হবে ---

ক. প্রথম তাশাহুদে খ. শেষ তাশাহুদে গ. সবটিতেই

২২. (والشكر) এর পরে (ربنا لك الحمد والشكر) অংশটুকু বৃদ্ধি করার হুকুম কি?

ক. বৈধ খ. উত্তম গ. হারাম

২৩. দুই সাজদার মাঝখানে (ربى اغفرلى ولوالدى) পড়ার বিধান কি?

ক. বৈধ খ. হারাম গ. মাকরূহ

২৪. সিজদাই দুই কুনুই মাটিতে রাখার বিধান কি?

ক. হারাম খ. উত্তম গ. মাকরূহ

২৫. সাহু সাজদার কারণ কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি।

২৬. কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে, এমনি ভাবে কোন বিষয়ে সন্দেহ বেশি হলে তাহলে সেই সন্দেহের কোন প্রভাব নেই?

ক. সঠিক খ. ভুল

২৭. ফজরের সুন্নাত অন্যান্য সুন্নাতে রাতেবা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মর্যাদার ক্ষেত্রে, হালকায়, বিশেষ ক্বিরাআতে এবং সফরের অবস্থাতেও তা পালনে এবং শুধুমাত্র বাড়িতে, তা পড়ার পর শুয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে?
ক. সঠিক খ. ভুল।

২৮. নিম্নোল্লেখিত মাসআলাগুলোর হুকুম বর্ণনা কর?

মাসআলা	হুকুম
যে দ্বীনকে গালি দেয় তার সলাত	
নেশাগ্রস্থের সলাত	
আলঝেইমার রোগীর সলাত	
বাচ্চাদের সলাত	
কোন ব্যক্তির ভুলবশত অযু ছাড়া সলাত আদায়	
ভুলবশত অপবিত্র কাপড়ে সলাত পড়লে	
গরুর পেশাব	
কাকের পেশাব	
দুই রান খোলা রেখে সলাত	
ভুলবশত সময়ের পূর্বে সলাত	
বিমানে সলাত	
অস্পষ্ট সলাত	
বসে সলাত	
সূরা ফাতিহা ভুলে গেলে	

মাসআলা	হুকুম
ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে	
নামাজে তাড়াহুড়া করা	
অধিক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির সলাতের পরে সন্দেহ	
তাকবীরে তাহরীমার পরে অজুর ব্যাপারে সন্দেহ	
ভুলে রুকু বেশি হয়ে গেলে	
তাকবীরে তাহরীমা ছেড়ে দিলে	
প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দিলে	
শেষ তাশাহুদ ছেড়ে দিলে	
সলাত তিন না চার রাকাত পড়েছে সন্দেহ	
সলাতের পরে সন্দেহ হলে	
সলাতের মধ্যে সন্দেহ হলে	
সাহু সেজদা ভুল হলে	
নামাজে ভুলে কথা বল্লে	
যদি ছতর খোলা অবস্থায় সলাত পড়ে এবং তা সলাতের পর জানতে পারে	
নামাজে বের হওয়ার আগে ঘরে পবিত্রতা অর্জন	
মসজিদে বেচা কেনা	
মসজিদে মুদ্রা ভাঙ্গানো	
শেষ তাশাহুদে ইমামকে পেলে	
নামাজে সুতরার বিধান	
সামান্য তাকাতাকি	
বেশি তাকাতাকি	
পাখির ঠুকরের মত দ্রুত সলাত পড়া	
নামাজে দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করা	
নামাজে কথা বলা	
নামাজে নড়াচড়া	

মাসআলা	হুকুম
সূরা ফাতিহা ভুলে গেলে	
জুমআর সলাত	
বিতর সলাত	
তাহিয়্যাতুল মাসজিদ	

(সলাতের) শর্ত, রুকুন, ওয়াজিব ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

الدَّرْسُ الثَّاني عشر
দ্বাদশ পাঠঃ

شُرُوطُ الْوُضُوءِ ওযুর শর্তসমূহ

ওযুর শর্তসমূহ ১০টি। যথা-

১. মুসলিম হওয়া
২. বিবেকবান হওয়া
৩. ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়া
৪. নিয়ত করা
৫. ওযু পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওযু ভাঙ্গার ইচ্ছা না করা
৬. ওযু আবশ্যক করে দেয় এমন বিষয় দূর করা।
৭. (প্রস্রাব-পায়খানা করার পর) পানি ব্যবহার করা বা ঢিলা ব্যবহার করা ওযু শুরু করার পূর্বে।
৮. পানি পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ অপবিত্র পানি দিয়ে ওযু করবে না পানি বৈধ হওয়া। অর্থাৎ চুরি করা বা ছিনতায় করা পানি দিয়ে ওযু করবে না
৯. ওযুর স্থান গুলোতে পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে এমন বিষয় দূর করা। যেমন- আটা।
১০. ঐ ব্যক্তির জন্য সলাতের সময় হওয়া যে সর্বদায় অপবিত্র থাকে।

কতিপয় শর্তের ব্যাখ্যা

১. পঞ্চ শর্তটির অর্থ হচ্ছে অজুর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়্যাতের উপর বহাল থাকা।
২. অজু আবশ্যক কারী বিষয়ের সমাপ্তি ঘটা (৬ নং) এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো যেমন- উঠের গোস্ত খাওয়া অবস্থায় এবং পেশাব করা অবস্থায় অজু করবেনা। বরং অজু শুরু করার পূর্বে অজু ভঙ্গকারী বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাতে হবে।
৩. অজুর পূর্বে টয়লেট সেরে পানি বা ঢিলা ব্যবহার। তবে অজু যদি বায়ূ নির্গত হওয়ার কারণে বা ঘুমের কারণে বা উটের গোস্ত খাওয়ার কারণে হয় তাহলে তা করতে হবেনা।
৪. পানির পবিত্রতা ও বৈধতা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপবিত্র পানি বা ছিনতাই করা পানি দ্বারা অযু করবেনা।
৫. চামড়াতে পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধক এমন জিনিস দূর করা। এর অর্থ হলো যেমন- আঠা, নেল পালিশ, কারণ এসব কিছু অঙ্গে পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

স্বভাবগত সুন্নাতসমূহ

১. খাৎনা করা। এটা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। আর নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সুন্নাত। ২. গোঁফ খাটো করা। ৩. নোখ কেটে ফেলা। ৪. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা। ৫. নাভির নিচের লোম মুণ্ডন করা। আনার (র) বলেছেন: গোঁফ খাটো করা, নোখ কাটা, বগল পরিস্কার করা এবং নাভীর নিচের লোম পরিস্কার সময় সীমা তিনি (স) আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলো, আমরা যেন এসব ৪০ রাতের অধিক সময় রেখে না দেয়।
সুতরাং মোট কথা হলো, এসব বিষয়ে ৪০ রাতের বেশি সময় দেরি করা যাবে না। ৬. দাড়ি ছেড়ে দেওয়া। এর বিধান ওয়াজিব। এবং দাড়ি মুণ্ডন বড় গুণাহ সমূহের একটি বড় গুণাহ। ৭. মিসওয়াক করা। আর তা হলো আরাক গাছের ডাল বা এ রকম কিছু দিয়ে দাত পরিস্কার করা। আর এটা সুন্নাত, সবসময় করা অতি জরুরী এবং অজুর সময়ে, সলাতের সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, কুরআন পড়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার সময়, মৃত্যুর সময় এবং মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে।

الدَّرْسُ الثّالث عشر
ত্রোয়দশপাঠ

فُرُوضُ الْوُضُوءِ ওযুর ফরজ

ওযুর ফরজ ৬ টি। যথা-

১. মুখ ধৌত করা (কপালের দুই প্রান্ত হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত) কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া। মুখে ধৌত করার অর্ন্তভূক্ত।
২. কুনই সহ দুই হাত ধৌত করা।
৩. সমস্ত মাথা মাসাহ করা। মাথার অন্তর্ভূক্ত দুই কান।
৪. টাকনু সহ দুই পা ধৌত করা
. ধারাবাহিক তা ঠিক রাখা।
৬. ওযুর একটি অঙ্গ ধৌত করতে এমন বিলম্ব না করা যাতে পূর্বের ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

تحقيق الموالاة:

লাগাতারের বাস্তবায়ন

এটা হয়ে থাকে এভাবে যে, অজুকারী ব্যাক্তি যেন অজুর একটি অঙ্গ ধৌত করতে এমন বিলম্ব না করে যাতে পূর্বের ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

حكم التَّكرار:

মুখমন্ডল, দুই হাত ও দুই পা তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। অনুরুপ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াও। আর একবার করে ধৌত করা ফরজ। কিন্তু একাধিকবার নয়। মাথা মাসাহ করা মুস্তাহাব নয়। যেমনটি এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস প্রমাণ করেছে।

الدَّرْسُ الرَّابع عشر
চতুর্দশ পাঠ

ওযু ভঙ্গের কারণ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ.

ওযু ভঙ্গের কারণ ৬ টি। যেমন-

১. দুই রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। ২. শরীর থেকে অপবিত্র কিছু বের হওয়া। ৩. ঘুমের কারণে বা অন্য কারণে জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়া। ৪. কোন পর্দা ছাড়াই গোপনাঙ্গ বা নিতম্ব হাত দিয়ে স্পর্শ করা। ৫. উটের গোস্ত খাওয়া। ৬. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা।

বিঃ দ্রঃ মৃত **ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া:** অধিকাংশ আলেমদের মত হচ্ছে যে, সঠিক হুকুম হলো মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযু নষ্ট হবে না। কারণ এ ব্যাপারে দলীল নেই। কিন্তু যদি ধৌত কারীর হাত কোন পর্দা ছাড়াই ব্যক্তির গোপনাঙ্গে স্পর্শ করে তাহলে তার জন্য ওযু ওয়াজিব।

তার উপর আবশ্যক হলো পর্দা ছাড়া মৃত ব্যক্তির গোপনাঙ্গ স্পর্শ না করা। অনুরুপভাবে স্ত্রীকে স্পর্শ করলেও ওযু নষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু বের না হয়। চায় সেটি উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনা ছাড়াই হোক। এটি আলেমগণের দুইটি মতামতের বিশুদ্ধ মতামত। কেননা নাবি (স.) তাঁর কোন এক স্ত্রী কে চুম্বন করলেন অতঃপর সলাত আদায় করলেন কিন্তু তিনি ওযু করেননি। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী, (أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মিলন করা। এটি আলেমগণের দুইটি মতামতের বিশুদ্ধ মতামত। এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল সালাফদের মতামত।

شرح بعض النَّواقض:

কতিপয় অজুভঙ্গের কারণের বিশ্লেষণঃ

১. দুই রাস্তা দিয়ে বাহির হওয়া কোন কিছু। যেমন- পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মাজি (তথা উত্তেজনায় নির্গত পানি), অদী (তথা অসুস্থতার কারণে নির্গত পানি), বায়ূ, ছোট পাথর, রক্ত, পোকা, মাসিক, প্রসবের পর রক্তস্রাব।

২. আর শরীর থেকে বের হওয়া অপবিত্র কিছু। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, যে তা অজুভঙ্গকারী নয়। তবে যদি তা পেশাব পায়খানা জাতীয় হয়।

৩. ঘুম বা অন্য কারণে বিবেকের বিলুপ্তি ঘটা। ঘুম মূলত অযুভঙ্গকারী নয় কিন্তু তা ভঙ্গকারী এজন্যই যে, সেখানে বায়ূ বের হওয়ার সম্ভাব্য বিষয়। সুতরাং যদি ব্যাক্তি নিজে বুঝতে পারে যে কোন কিছু বের হয়নি তাহলে ঘুম অজু ভঙ্গকারী হবেনা।

৪. কোন প্রকার আঁড় ছাড়াই পেশাব বা পায়খানার রাস্তা স্পর্শ করা। সেক্ষেত্রে অজু করা উত্তম, আবশ্যক নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ এটিই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ملخَّصٌ مُصوَّرٌ لصفة الوضوء:
অজুর পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ

১. নিয়ত করে (بسم الله) বলবে।
২. তারপর দুই কব্জির উপর পানি ঢেলে ধৌত করবে।
৩. অতঃপর ডান হাতে এক চুল্লি পানি নিয়ে মুখের মধ্যে ঘুরিয়ে কুলি করবে। অতঃপর নাকে পানি দিবে। তারপর নাক ঝাড়বে শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুলি নাকের বাঁশির উপর রেখে এভাবে তিনবার করবে।
৪. অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে। আর মুখমণ্ডলের সীমানা হলো; মাথার চুল গজানোর স্থানে থেকে দুই চোয়ালের শেষ অংশ এবং থুতনি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এর দুই কানের মধ্যবর্তী স্থানের প্রস্থ।

তারপর কনুইসহ দুই হাত তিনবার ধৌত করবে। ডান হাত থেকে শুরু করবে পরে বাম হাত।

তারপর মাথা মাসহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে নিয়ে পিছনের শেষ ভাগ পর্যন্ত হাত অতিক্রম করাবে আবার পিছন থেকে ফিরিয়ে সামনে নিয়ে আসবে।

তারপর দুই শাহাদাত আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রের ভিতর রেখে দুই কান মাসাহ করবে।

তারপর দুই টাখনুসহ দুই পা তিনবার ধৌত করবে।

এবং অযু শেষ করার পর এই দো'আ টি পাঠ করবে। আর তিরমযীতে রয়েছে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وحده لَا شَرِيْكَ لَه و اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عبده و رسولُه - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْني من التَّوابين واجْعَلْني من الْمتطَهِّرين

উচ্চারণ: *'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।' আল্লাহুম্মাজ্ আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা, ওয়াজআলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন।* অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

শরীয়ত সিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত করার বিধান

ওযুর ক্ষেত্রে শরীয়তসিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে কোন কিছু অতিরিক্ত করা বৈধ নয়। যেমন তিন বারের চেয়ে বেশি ধৌত করা, কনুইয়ের উপর বাহু ধৌত করা, টাখনুর উপরে পিন্ডলী ধৌত করা অথবা ঘাড় মাসাহ করা।

ملحقٌ فيه بعض ما يتعلّق بأركان الإسلام
ইসলামের রুকুনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের সংযোজন।

أَوَّلًا: الطَّهارة প্রথমত: পবিত্রতা

التَّيمُّم: তায়াম্মুম

এটা হলো পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের বিকল্প পদ্ধতি। যখন পানি না পাওয়ার কারণে অথবা তা ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কার কারণে পবিত্রতা অর্জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি ব্যবহার দু:সাধ্য হয়ে পড়বে তখন মাটি পানির স্থলাভিষিক্ত হবে।

صفة التَّيمُّم: তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

১. নিয়ত করবে। ২. বিসমিল্লাহ বলবে। ৩. একবার দুই হাত মাটিতে মারবে ৪. তার দুই হাতের তাল দ্বারা মুখমন্ডল মাসাহ করবে এবং দুই হাতের পিঠ মাসাহ করবে।

মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুল সমূহ ফাঁকা রাখার বিধান নেই, দুই কব্জি মাসাহ করার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করারও বিধান নেই।

صفة الغسل الواجب: ওয়াজিব গোসলের পদ্ধতি হলো

নিয়ত করবে গোসলের এবং পবিত্রতা দুর করার। বিসমিল্লাহ বলবে পানি দিয়ে সমস্ত শরীর ও চুলের গোড়া ধৌত করবে পাতলা চুল হোক বা ঘন চুল হোক এবং কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে।

السُّنَّة في الاغتسال: গোসলে সুন্নতি

দুই গোপনাঙ্গ ধৌত করবে। দুই হাত ধৌত করবে। ওযু করবে সলাতের ওযুর ন্যায়। মাথার চুল ভিজাবে। শরীরের ডান পার্শ্ব ধৌত করার পর বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। দুই পা ধৌত করবে।

موجبات الغسل গোসল আবশ্যকারী বিষয়সমূহ।

১. অপবিত্রতা: আর এটা হয়ে থাকে সহবাস বা অন্যভাবে বীর্যপাত অথবা দুই লিংগের মিলনের কারণে।
২. মাসিক এবং প্রসবোত্তর রক্তস্রাব।
৩. মৃত্যু তবে শহীদ ব্যাক্তি ছাড়া কারণ তাদের গোসলের বিধান নেই।
৪. কাফের ব্যাক্তির ইসলাম গ্রহণ।

মোজার উপর মাস্‌হের শর্তসমূহ

পাতলা বা ভারি মোজাটা পবিত্র হতে হবে।

পানি দ্বারা অযু করার পর পরিধান করতে হবে।

মাসাহ হতে হবে ছোট অবিত্রতার ক্ষেত্রে। বড় অপবিত্রতার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ যে অপবিত্রতা গোসল ওয়াজিব করে সে ক্ষেত্রে নয়।

মোজাটি অঙ্গটির অধিকাংশ আবরণকারী হতে হবে।

আর মাসাহ টি হতে হবে শরীয়ত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আর তা হলো স্বদেশীর জন্য একদিন একরাত (২৪ ঘন্টা) আর পরদেশীর জন্য তথা মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত (৭২ ঘন্টা) আর সময়টি শুরু হবে ছোট অপবিত্রতার পর প্রথম মাসাহ থেকে।

মোজার উপর মাসাহ করার পদ্ধতি: كيفيَّة المسح على الخفّين

মাসাহকারী শুধু মাত্র পায়ের আঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে নিয়ে পিন্ডলী পর্যন্ত স্বীয় হাত অতিক্রম করাবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র মোজার উপরিভাগ মাসাহ করা হবে। এবং একই সাথে দুই হাত দুই পায়ের উপরে রেখে মাসাহ করবে। অর্থাৎ ডান হাত ডান পায়ের উপর এবং বাম হাত বাম পায়ের উপর রেখে একই সময়ে মাসাহ করবে যেভাবে দুই কান মাসাহ করা হয়। কেননা এটাই সুন্নাতের তথা হাদীসের স্পষ্ট বিষয়।

মাসাহ সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ مسائل تتعلّق بالمسح

১. যদি মাসহের সময় শেষ হয়ে যায় অথবা মোজা খোলে ফেলা হয় তবে পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকবে তা নষ্ট হবেনা।
২. ছিড়ে যাওয়া মোজ ও চামড়া দেখা যায় এমন পাতলা মোজার উপরেও মাসাহ করা বৈধ।

آداب قضاء الحاجة: পেশাব পায়খানার আদবসমূহ

১. টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আগে দিয়ে এই দো'আ পাঠ করা।

২. বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিয়ে এই দো'আ পাঠ করা

(بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খবাইস

অর্থাৎ (হে রব) আমি তোমার ক্ষমা চাই।

ওয়াজিব: তার উপর আবশ্যক হলো কোন দেয়াল বা অন্য কিছু দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিবে। আর যদি উন্মুক্ত ময়দানে হয় তাহলে দূরবর্তী স্থানে চলে যাবে।

তার জন্য নিষিদ্ধ হলো:

১. রাস্তায়, মানুষের বসার জায়গায়, অথবা ফলদ্বার বৃক্ষের নিচে অথবা এমন জায়গায় যা মানুষকে কষ্ট দিবে এবং বদ্ধ পানিতে ইস্তেঞ্জা করা কোন ব্যাক্তির জন্য বৈধ নয়।

২. ইস্তেঞ্জার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ রাখা।

৩. ডান হাতে লিংগ স্পর্শ করা।

৪. আল্লাহর জিকির করা।

তার জন্য নিষিদ্ধ হলো:

৫. রাস্তায়, মানুষের বসার জায়গায়, অথবা ফলদ্বার বৃক্ষের নিচে অথবা এমন জায়গায় যা মানুষকে কষ্ট দিবে এবং বদ্ধ পানিতে ইস্তেঞ্জা করা কোন ব্যাক্তির জন্য বৈধ নয়।

৬. ইস্তেঞ্জার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ রাখা।

৭. ডান হাতে লিংগ স্পর্শ করা।

৮. আল্লাহর জিকির করা।

অতঃপর তার ইস্তেঞ্জা শেষ হলে পানি বা ঢিলা ব্যবহার করবে। আর ঢিলা কুলুকের শর্তসমূহ হলো:

১. তিনবার বা ততোধিক মাসাহ করতে হবে। তবে একই জায়গায় নয়।

২. আর ঢিলা যেন পরিস্কার হয় তথা পাথর বা রুমাল যেন শুকনো হয়।

৩. ঢিলা যেন অপবিত্র জিনিস, সম্মানিত জিনিস যেমন খাদ্য, হাড্ডি এবং গোবর এসব কিছু না হয়। আর যদি শরীরে বা কাপড়ে পেশাব ছিটে আসা এবং গোপনাঙ্গ প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা মুক্ত থাকে তাহলে দাড়িয়ে পেশাব করা বৈধ। নবী (স) এক জাতিয় আবর্জনার জায়গায় এসে দাড়িয়ে পেশাব করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

أسئلَةٌ على الطّهارة
পবিত্রতা বিষয়ক প্রশ্নাবলী

১. **অজুর শর্ত কয়টি?**
ক. ৯ টি খ. ১০ টি গ. ৮ টি

২. **অজুর ফরজসমূহ হলো:**
ক. চারটি অঙ্গ খ. চার অঙ্গের সাথে ধারাবাহিকতা ও লাগাতার

৩. **অজু ভঙ্গের কারণ কয়টি?**
ক. ৬ টি খ. ৫ টি গ. ৮ টি

৪. **নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো থেকে অজু ভঙ্গের কারণ নির্ণয় কর।**
ক. উটের গোশ খ. হরিণের গোশত গ. পেটের আওয়াজ ঘ. বায়ু
ঙ.তন্দ্রা চ. মুর্দাকে গোসল করানো ছ. মহিলাকে স্পর্শ করা।

৫. **তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

৬. **গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

৭. **নিম্নে বর্ণিত প্রত্যেকটি মাসআলার হুকুম বর্ণনা কর।**

মাসআলা	হুকুম
নিয়্যত উচ্চারণ করা	
একটি অযু দিয়ে একটি সলাতের নিয়্যত করে একাধিক সলাত পড়লে।	
কুরআন পড়ার জন্য অজু করে সলাত পড়লে	
অজুর মধ্যে নিয়্যত ভঙ্গ করলে	
অজুর পরে নিয়্যত ভঙ্গ করলে	
অজু করার সময় তার পিন্ডলীতে আটা থাকলে	

মাসআলা	হুকুম
উটের গোশত খাওয়া অবস্থা অজু করলে	
চুরাই পানি দিয়ে অযু করলে	
পানি বা ঢিলা ব্যবহারের পূর্বে অযু করলে	
কানের জন্য নতুন পানি নেওয়া	
তিনবার মাথা মাসাহ করা	
একবার করে ধৌত করা	
তিনবার করে ধৌত করা	
অজুতে দুই কব্জি ধৌত করা	
দাড়ি খিলাল করা	
অজুতে কচলানো	
যা ধৌত করা আবশ্যক তা মাসাহ করলে	
মাথা ধৌত করা	
দুই হাতে কব্জি পর্যন্ত পাত্রে প্রবেশ করালে	
অজুর ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা	
তিনের অধিক ধৌত করা	
পিন্ডলী ধৌত করা	
সাতারের পর সলাত পড়লে	
গোসলের পর অযু না করেই সলাত পড়লে	

ثانيًا: الزَّكاة দ্বিতীয় পর্ব: যাকাত

উহা দুই প্রকার

শরীরের যাকাত: আর উহা হলো যাকাতুল ফিতর। আর উহা প্রত্যেক মুসলিম, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা, দাস-আযাদ, এর উপর ফরজ।

সম্পদের যাকাত: উহা ইসলামের তৃতীয় রুকুন। উহা প্রত্যেক নেসাবের মালিক স্বাধীন মুসলিমের উপর ওয়াজিব। জমির ফসল ব্যতিত, সম্পদের যতক্ষণ এক বছর অতিক্রম না করবে ততক্ষণ তাতে যাকাত ফরজ হবেনা। আর অনুরূপ বিধান ব্যবসার ক্ষেত্রে। আর এই প্রকার যাকাত চার প্রকার:-

ব্যবসার সামগ্রী উহা প্রত্যেক ঐ পণ্য যা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

জমির ফসল। আর তাহলো: শষ্য-ফল।

যে গৃহপালিত পশু বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে বা পুরো বছর ধরে মাঠে চরে। গৃহপালিত পশু বলতে উদ্দেশ্য: উট, গরু, ছাগল।

স্বর্ণ-রোপ্যের মুদ্রা ও টাকা পয়সা হতে উক্তদ্বয়ের যা সমস্ত হবে। স্বর্ণের নিসাব ২০ মিসকাল (৮৫ গ্রাম) আর রোপ্যের নিসাব ২০০ দিরহাম (৫৯৫ গ্রাম)

أهل الزَّكاة: যাকাতের হকদারগণ

১. ফকীর: আর তারা অভাবগ্রস্থ যাদের কিছুই নেই। বা অল্প কিছু রয়েছে।

২. মিসকিন: আর তারা প্রয়োজনের অর্ধেক বা প্রয়োজনের কাছাকাছি অর্থ রয়েছে; যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যাক্তির এক বছরের জন্য ১২,০০০/- বারো হাজার রিয়াল যথেষ্ঠ, তাহলে এক্ষেত্রে ফকীর হলো ঐ ব্যাক্তি যার নিকট ছয় হাজারের কম অর্থ রয়েছে বা তার নিকট কিছুই নেই। আর ঐ ক্ষেত্রে মিসকীন হলো: যার নিকট ছয় হাজার রিয়াল রয়েছে বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ১২,০০০/- বারো হাজারে পৌছায়নি। তাই আমরা ফকীর ও মিসকীনকে প্রদান করবো যা তাদেরকে এক বছরের জন্য যথেষ্ঠ করবে, কেননা যাকাত বছরে একবার ফরজ হয়।

৩. যাকাতের ক্ষেত্রে যারা কাজ করবে: তারা হলো: যাকাত একত্রকারী, সংরক্ষণ কারী, বন্টন কারী, যাদেরকে সরকার সেক্ষেত্রে দায়িত্ব দেবে। যাকাতের অংশ গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে দরিদ্র্য অবস্থা হওয়া আবশ্যক নয়। বরং যাকাতের অংশ হতে তাদেরকে প্রদান করবে যদিও তারা ধনী হয়।

৪. (**المؤلَّفة قلوبهم**) যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা হয় বা ক্ষতি না করা বা, তার ঈমান শক্তিশালী হওয়ার আশা করা হয়।

৫. মুক্তিপণ: (ক) আর তারা হলো: যে মুসলিম দাস তার মালিক হতে নিজেকে মুক্তো করার জন্য করেছে। (খ) মুসলিম দাস মুক্তো করা। (গ) মুসলিম বন্দি। আর তাদের বিধান ঐ দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যাকে তার মালিক সেচ্ছায় আযাদ করে দিবে।

৬. ঋণগ্রস্থ: তারা হলো (ক) যে মানুষের মাঝে সমাধানের ক্ষেত্রে ঋণী। (খ) যে নিজের কারণে ঋণী। আর ঋণী ফকীর ব্যক্তির ঋণকে যাকাতের নিয়তে মাফ করায় সে ব্যক্তির যাকাত প্রদান যতেষ্ঠ হবে না।

৭. আল্লাহর রাস্তায়ঃ মুজাহিদগণ ও তাদের যা সরঞ্জাম এর প্রয়োজন হয়।

৮. মুসাফির ব্যক্তিঃ যার সফরের খরচ পত্র শেষে হয়ে গেছে তার নিজ দেশে পৌছাতে যা প্রয়োজন তা প্রদান করা হবে। আর উল্লিখিত প্রকারের যে কোন এক প্রকার কে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে। আর যাকাত কোন ধনী ও সুঠাম লেবারের জন্য বৈধ নয়। অনুরুপ ভাবে রাসূল (স.) এর বংশের জন্য বৈধ নয়। তারা হলো: বনু হাশেম ও তাদের দাসসমূহ। অনুরুপ যাদের খরচ কহন করা ওয়াজিব এবং কাফের, তাদের জন্য যাকাত প্রদান বৈধ নয়। কিন্তু যাকাত ব্যতিত অন্য ধরণের সাদাকাহ তাদেরকে প্রদান করা বৈধ। আর যে ক্ষেত্রে প্রদান করাতে সবচেয়ে বেশি উপকার রয়েছে তাহাই পরিপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহঃ

১. বিনতুল মাখায: যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে, তার এই নামকরণ করা হয়েছে কেননা তার মা গর্ভবতী।
২. বিনতুল লাবণ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ২ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার এই নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তার মা দুধ প্রদান করে।
৩. আল হেক্ফাহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার এই নাম রাখা হয়েছে কেননা ষাড় উট তার পিছনে লাগে।
৪. আল জাযআহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে, কেননা এই বয়সে তার দুধ দাঁত উঠে যায়।
৫. আত্ তাবীঈ বা আত তাবীআহ: গরুর ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার এক বছর পূর্ণ হয়েছে।
৬. আল মুসিন্নাহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স দু বছর পূর্ণ হয়েছে।

مقادير الزَّكاة: যাকাতের পরিমাণ

مقدار الزَّكاة যাকাতের পরিমাণ	النِّصاب নিসাব	الحول বছর	الأموال সম্পদ
নিম্নের ছকে দেখে নিন	নিম্নের ছকে দেখে নিন	শর্ত	চরণশীল পালিত প্রাণী
যা আসমানের পানি ও ঝর্ণা দ্বারা হয় তাতে এক দশমাংশ।	৩০০ সা,আ	শর্ত নয়	জমির ফসল
যা ছেঁচের পানিতে হয় তাতে এক বিসাংশ			
আর যা উভয় দ্বারা হয় তাতে এক চৌদ্দাংশ	৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রোপ্য	শর্ত	অর্থকাড়ি
চৌদ্দাংশ	স্বর্ণ ও রোপ্যের মূল্য করে নিসাব করা হবে	শর্ত	ব্যবসার সামগ্রী

চারণশীল পশুর যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ:

<table>
<tr><th colspan="3">ছাগল, ভেড়া, মেস</th><th colspan="3">উট এক বা দুই কুঁজওয়ালা</th><th colspan="3">গরু, মহিষ</th></tr>
<tr><th colspan="2">পরিমাণ</th><th rowspan="2">যাকাত</th><th colspan="2">পরিমাণ</th><th rowspan="2">যাকাত</th><th colspan="2">পরিমাণ</th><th rowspan="2">যাকাত</th></tr>
<tr><th>হতে</th><th>পর্যন্ত</th><th>হতে</th><th>পর্যন্ত</th><th>হতে</th><th>পর্যন্ত</th></tr>
<tr><td>৪০</td><td>১২০</td><td>১টি ছাগল</td><td>৫</td><td>৯</td><td>১টি ছাগল</td><td>৩০</td><td>৩৯</td><td>১টি এক বছরের গরুর বাচ্চা</td></tr>
<tr><td>১২১</td><td>২০০</td><td>২টি ছাগল</td><td>১০</td><td>১৪</td><td>২টি ছাগল</td><td>৪০</td><td>৫৯</td><td>দুই বছরের ১টি গরুর বাচ্চা</td></tr>
<tr><td>২০১</td><td>৩০০</td><td>৩টি ছাগল</td><td>১৫</td><td>১৯</td><td>৩টি ছাগল</td><td>৬০</td><td>৬৯</td><td>১বছরের গরুর ২টি মহিলা বাচ্চা</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">এর পর থেকে প্রত্যেক ১০০ টি ছাগলে ১টি ছাগল যাকাত লাগবে।</td><td>২০</td><td>২৪</td><td>৪টি ছাগল</td><td colspan="3" rowspan="3">এর পর থেকে প্রত্যেক ৩০টি গরুতে ১টি এক বছরের গরুর বাচ্চা এবং প্রত্যেক ৪০টি গরুতে ২ বছরের গরুর ১টি মহিলা বাচ্চা দিতে হবে।</td></tr>
<tr><td>২৫</td><td>৩৫</td><td>এক বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা</td></tr>
<tr><td>৩৬</td><td>৪৫</td><td>দুই বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা</td></tr>
<tr><td colspan="3">যেগুলোর যাকাত দেওয়া হবেনা: পাঁঠা, ত্রুটি যুক্ত প্রাণী, নিম্নমানের সম্পদ।</td><td>৪৬</td><td>৬০</td><td>তিন বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

আর গ্রহণ করা হবেনা: দূর্বল প্রাণী, গর্ভবতী প্রাণী, অতিভোজী প্রাণী ও সর্বত্তম সম্পদ।	৬১	৭৫	চার বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা	
	৭৬	৯০	দুই বছরের উটের ২টি মহিলা বাচ্চা।	
	৯১	১২০	তিন বছরের উটের ২টি মহিলা বাচ্চা।	
	১২১	১২৯	২ বছরের উটের ৩টি মহিলা বাচ্চা।	
	এর পর থেকে প্রত্যেক ৪০টি উটে ১টি বিনতে লাবুল প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক ৫০টি উটে ১টি হাককা যাকাত প্রদান করতে হবে।			

যাকাতের পর্বের প্রশ্নসমূহ

১. সম্পদে এক বছর অতিক্রম না করলে যাকাত নেই
ক. হিজরী বছর খ. খ্রিষ্টাব্দ বছর গ. কোন পার্থক্য নেই

২. বছর অতিক্রমের শর্ত থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে:
ক. গুপ্তধন খ. জমির ফসল গ. উল্লেখিত সবগুলোই

৩. স্বর্ণের হিসাব:
ক. ৮৫ গ্রাম খ. ৫৯৫ গ্রাম গ. ৯৫ গ্রাম

৪. রোপ্যের হিসাব:
ক. ২০০ দিরহাম খ. ৫৯৫ গ্রাম গ. উল্লেখিত সবগুলোই

৫. গৃহপালিত পশু হলো: উট, গরু, মহিষ ও ছাগল
ক. সঠিক খ. ভুল

৬. ফলের কোন যাকাত নেই।
ক. সঠিক খ. ভুল

৭. চরনশীল প্রাণী:
ক. যার মূল্য বেশি খ. যা বছরের অধিকাংশ সময়ে মাঠে চরে।

৮. যে পশু বৈধতে চরে
ক. পবিত্র ভক্ষণ করে। খ. যার মালিক নেই।

৯. যদি মিসকিনদের উল্লেখ করা হয় তাহলে ফকীরই উদ্দেশ্য।
ক. সঠিক খ. ভুল

১০. ফকীরকে যাকাত হতে প্রদান করা হবে যা যথেষ্ট হবে:
ক. এক বছরের জন্য খ. ১ মাসের জন্য

১১. যাকাতের কর্মচারী হলো তারা:

ক. প্রত্যেকেই যারা সেক্ষেত্রে কাজ করে।　খ. শুধুমাত্র সরকার যাদের দায়িত্ব দিয়েছে।

১২. নিম্নে বর্ণিতের যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করুন:

সম্পদ	যাকাতের পরিমাণ	নিসাবের অপরিপূর্ণ সংখ্যা
১০০ দিরহাম		
৩০০ দিরহাম		
৪০০ দিরহাম		
৮০ গ্রাম স্বর্ণ		
৫০০ গ্রাম রোপ্য		
৩০ টি ছাগল		
৬০টি ছাগল		
৫৬৫টি ছাগল		
৪টি উট		
১৭টি উট		
৪৪৯ টি উট		
৩০টি গরু		
৪৯ টি গরু		
৭৭ টি গরু		
৯৯ টি গরু		
২০ মিলিয়ন রিয়াল		
৪০ রিয়াল		
৪৫৬৭৯ রিয়াল		
২৫৫ সা গম		

১৩.মনজয় করাদের অন্তর্ভূক্ত হবে সেই কাফের ব্যক্তি যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় না।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৪.মালিক তার দাসকে মুক্তো করে দিলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৫.কোন ধনী ব্যক্তি ফকীরের থেকে তার ঋণের থেকে তার ঋণের অর্থ চাইলে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি ঋণ পরিশোধ নিলো না এবং সেই অর্থকে তার যাকাত প্রদান মনে করল। তার এই কাজটি কি সঠিক।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৬.আল্লাহর রাস্তা বলতে বুঝায় সমস্ত কল্যাণের কাজ, যেমনঃ মসজিদ বানানো।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৭.টাকা কড়ির যাকাত চল্লিশাংশে ভাগ করে হিসাব করা হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮.চরণশীল পশুর যাকাত ফরজ কিন্তু যে পশুকে খাওয়ানো হয় এবং যাকে কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাতে যাকাত ফরজ নয়।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৯.শস্য ও ফলের যাকাত ফরজ নিসাব পূর্ণ হলে এবং যখন সেগুলো পাকার উপক্রম হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২০.সেই শষ্য-ফল সেচের মাধ্যমে হয় তাতে বিশমাংশ যাকাত ফরজ।

ক. সঠিক খ. ভুল

২১.স্বর্ণে যাকাত ফরজ নেসাব পূর্ণ হলে, আর তার পরিমাণ হলো ২০ মিসকাল।

ক. সঠিক খ. ভুল

২২.নিম্নের যেগুলোর যাকাত ফরজ টিক চিহ্ন দিনঃ

ক. মুরগী খ. দোকান পাট গ. ছাগল যেগুলোকে খাবার ক্রয় করে খাওয়ানো হয়

ঘ. চরণশীল উট ঙ. খেজুর বাগান চ. ২৫ মিসকাল পরিমাণ স্বর্ণ

২৩.গরুর তাবী বলা হয় যে বাচ্চার দুই বছর পূর্ণ হয়েছে।

ক. সঠিক   খ. ভুল

২৪.টাকা পয়সার নেসাব নির্ধারণ করা হবে:

ক. ব্যবসার সামগ্রীর সঙ্গে   খ. স্বর্ণের বা রোপ্যের নেসাবের মুল্যের সঙ্গে।

গ. স্বর্ণ ও রোপ্যের নেসাবের মুল্যের সঙ্গে।

২৫.টাকা পয়সার যাকাতের ফরজ হলোাঃ

ক. এক চল্লিশাংশ   খ. এক বিশামাংশ।

২৬.৮০ গ্রাম স্বর্ণের যাকাত হলো:

ক. দুই গ্রাম   খ. চার গ্রাম   গ. কোন যাকাত নেই।

২৭.বসবাসের জন্য নির্মিত বাড়ীতে যাকাত ফরজ।

ক. সঠিক   খ. ভুল

২৮.প্রত্যেক মুসাফির ব্যাক্তিকে যাকাত প্রদান করা হবে কেননা সে পথিক।

ক. সঠিক   খ. ভুল

ثالثًا: الصِّيام সিয়াম বা রোযা:

এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। এর শারঈ অর্থ সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার রোযা ভঙ্গকারী বিষয় ও পানাহার পরিত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।

أركان الصِّيام রোযার রুকনসমূহ

নিয়ত করা। নিয়ত দুই প্রকার

সিয় ম বা রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা

نيَّة الفرض

ফরজ নিয়ত যা ফজরের পূর্বেই নিয়ত স্থির করা। আর মাস প্রবেশ করার পর নিয়ত পূর্ণ মাসের জন্য যতেষ্ঠ। নিয়তের জায়গা হলো অন্তর। তা মুখে উচ্চারণ করে বলা বিদআত

نيَّة النَّفل

নফল নিয়ত। এটি দিনের যেকোন সময় করা যায় তবে শর্ত হলো (উক্ত সময়ের পূর্বে) কোন কিছু পানাহার না করা। আর নেকি গণ্য হবে নিয়ত করার পর থেকে।

أقسام الصِّيام সিয়াম বা রোযার প্রকারভেদ

واجبٌ:

ওয়াজিব: রমযানের কাফ্ফারা ও নযরের

نفلٌ:

في غير ذلك

নফল: সেগুলো ব্যতিত

شروط وجوب الصِّيام সিয়াম বা রোযা ওয়াজিবের শর্তসমূহ

১. মুসলিম হওয়া ২. বিবেকবান হওয়া

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কদের রোযা রাখার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে এবং তার অভিভাবক তাকে আদেশ করবে।

৪. মুকিম হওয়া: তাই মুসাফিরের উপর রোযা ফরঝ নয়। কিন্তু উত্তম হলো কষ্ট না হলে রোযা রাখা। কেননা রাসুলুল্লাহ (স) এর আমলের কারণে এবং দ্রুত দায়মুক্ত হওয়ার জন্য, আর উহা তার জন্য সহজ ও মাসের ফযিলত পাওয়ার জন্য।

৫. সুস্থ হওয়া। ৬. হায়েজ ও নেফাস হতে মুক্ত হওয়া।

সিয়াম বা রোযার ক্ষেত্রে রোগের প্রকারভেদ

مرضٌ لا يُرجى زواله:

এমন রোগ যা ভালো হওয়ার আশা নেয়: এর সঙ্গে প্রবীন অপারগ ব্যাক্তিকে মিলিত করা হবে। সুতরাং তার প্রতি রোযা ফরজ নয়। বরং প্রতিদিন একজন মিসকিন কে খাবার খাওয়াবে। সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে: দিনের সংখ্যা হিসেবে মিসকিনদের একত্রিত করে দুপুর বা রাত্রের খানা খাওয়াবে। কিংবা তাদেরকে দিনের সংখ্যা হিসেব করে খাবার বন্টন করে দিবে। প্রত্যেক মিসকিনকে ৫১০ গ্রাম করে ভালো গম আর উত্তম হলো যে, তার সঙ্গে তরকারীর জন্য মাংশ ও তৈল দিবে।

مرضٌ يُرجى زواله ويشقُّ عليه الصَّوم:

এমন রোগ যা ভালো হওয়ার আশা আছে কিন্তু রোজা রাখা তার জন্য কষ্টকর: এই অবস্থার সঙ্গে মিলিত হবে হায়েজ নেফাসে পতিত মহিলা, দুধ প্রদান কারীনি মহিলা, ও মুসাফির ব্যক্তি। তাই যে দিনগুলো রোযা রাখেনি কষ্ট দূর হলে উক্ত দিনের ক্বাযা করবে। আর কষ্ট দূর হওয়ার আগে মারা গেলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

রমযান মাস প্রবেশ কি দ্বারা সাব্যস্ত হবে?

রমযানের চাঁদ দেখার মাধ্যমে বা শাবান মাসের ৩০ তম দিন পূর্ণ করার মাধ্যমে।

مفسدات الصِّيام সিয়াম ভঙ্গকারী কারণসমুহ।

১. স্বইচ্ছায় খাবার পানাহার করা। কিন্তু কেউ তা ভুলে করলে তার রোযা সহি শুদ্ধ হবে।
২. সহবাস করা। যদি রমযানের দিনে তা করে, এবং রোযা তার উপর ফরজ তাহলে দাস আযাদ করা। যদি তা না পারে তাহলে পরপর দুই মাস রোযা রাখা। আর যদি তা করতে সক্ষম না হয় তা হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।
৩. হস্তমৈথুন বা চুমা খাওয়া বা জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে বীর্য বের হওয়া।
৪. যা খাবার পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। যেমন খাবা ইনজেকশন, আর যদি খাবার ইনজেকশন না হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।
৫. ইচ্ছাকৃত ভাবে বমন করা।
৬. সিংগার মাধ্যমে রক্ত বের করা। কিন্তু পরিক্ষার জন্য অল্প রক্ত বের করায় রোযা ভঙ্গ হবে না।
৭. হায়েয ও নেফাসের রক্ত বের হওয়া।

বৈধ কতিপয় কাজ রোযাদার ব্যাক্তির জন্য

থুথু গিলে ফেলা, প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ গ্রহণ, গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, এসি ব্যবহার করা।

مستحبَّات الصِّيام

১. সাহরী গ্রহণ করা। ২. সাহরী বিলম্ব করে গ্রহণ করা। ৩. সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা। ৪. আধা পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করা, তা না গেলে শুকনো খেজুর দ্বারা, আর খেজুর যেন বিজোড় হয়। যদি খেজুর না পায় তাহলে পানি দ্বারা। আর কিছুই না তাহলে অন্তরে ইফতারের নিয়্যত করবে।

৫. রোযা অবস্থায় ও ইফতারের সময় দো'আ করা। ৬. বেশি বেশি দান খয়রাত করা। ৭. রাত্রের সলাতের প্রচেষ্টা করা। ৮. কুরআন তেলাওয়াত করা। ৯. যে তাকে গালী দিবে তাকে বলা আমি রোযাদার। ১০. উমরাহ করা। ১১. শেষ দশকে এতেকাফ করা। ১২. লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান করা।

সিয়ামের অপছন্দনীয় কাজ সমূহ

১. প্রবল ভাবে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া
২. প্রয়োজন ব্যাতিত খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা।

রোযাদার ব্যক্তির উপর যা হারাম

১. নাকের পোঁটা গিলে ফেলা, কিন্তু তা দ্বারা রোযা নষ্ট হবে না।
২. ঐ ব্যাক্তির ক্ষেত্রে চুমা খাওয়া যার রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
৩. মিথ্যা কথা বলা।
৪. মানুষের সঙ্গে মুর্খতা আচরণ প্রকাশ করা।
৫. দুই তিন দিন লাগাতার রোজা রাখা।

নফল সিয়াম/রোযা

১. রমযানের পূর্ণ রোযা যিনি করেছেন তার জন্য শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা।
২. যিনি হজ্জ করতে এসেছেন তিনি ব্যাতিত আরাফার দিন রোযা রাখা।
৩. আশুরার রোযা রাখা, সঙ্গে তার আগে একদিন কিংবা পরে একদিন।
৪. প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা, বিশেষ করে সোমবার।
৫. প্রতি মাসে ৩টি রোযা করা। আর উত্তম হলো ১৩, ১৪, ১৫।
৬. একদিন রোযা রাখা পরদিন ইফতার করা।
৭. মুহাররাম মাসের রোযা রাখা।
৮. জিলহজ্জ মাসের প্রথম নয়দিন রোযা রাখা।
৯. শাবান মাসের রোযা রাখা, কিন্তু মাস পূর্ণ করবে না।

মাকরূহ রোযা

শুধুমাত্র শুক্রবার, শনিবার, রবিবারের রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু কোন কারণ বশত যদি তা করে যেমন আরাফার দিন তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

নিষিদ্ধ রোযা

১. একক ভাবে রজব মাসের রোযা রাখা
২. দুই ঈদের রোযা রাখা
৩. সন্দেহে দিনে রোযা রাখা। কিন্তু যার আমলগত ভাবে রোযা রাখার নিয়ম আছে তার জন্য অসুবিধা নেই।
৪. তাশরীফের দিনের রোযা রাখা (জিলহজ্ব মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ কিন্তু যার হাদী দেওয়ার সমর্থ নেয় তার জন্য বৈধ।
৫. বছর ধরে রোযা রাখা।

রোযা কাযা করার বিধিবিধান।

১. কাযা করার ক্ষেত্রে লাগাতার ভাবে করা মুসতাহাব
২. ঈদের পরেই দ্রুত করা উচিৎ
৩. পরের রমযান পর্যন্ত কাযা বিলম্ব করা জায়েজ নয়।
৪. যদি কারণ ছাড়া বিলম্বিত করে ফেলে তা হলে তাকে অতিরিক্ত রোযা রাখতে হবে না। কিন্তু সে জন্য সে গুণাহগার হবে।

যাকাতুল ফিতর

মুসলিম অবস্থায় রমযান মাসের শেষ দিন যে পেয়েছে তার উপর ওয়াজিব। সে হোক বড়-ছোট, পুরুষ-মহিলা, দাস-আযাদ। ঈদের দিনএ রাত্রীতে প্রদান করা উত্তম। তার পরিমাণ হলো এক সা'আ খাদ্য এবং গর্ভের বাচ্চার যাকাতুল ফিতর দেওয়া মুস্তাহাব।

আর ফিতরার হিকমত হলো:
১. রোযাদার ব্যাক্তির বেহুদা কথা-কর্মের পবিত্রতার করণ।
২. ফকীর মিসকিনদের ঈদের দিন মানুষের নিকট চাওয়া পরা বাচিয়ে রাখবে।

যাকাতুল ফিতরা প্রদান করার সময়

وقت جوازٍ:
বৈধ সময়: ঈদের ১দিন বা ২ দিন আগে।

وقت استحبابٍ:
উত্তম সময়: ফজরের পর ঈদের সলাতের আগে।

وقت تحريمٍ:
নিষিদ্ধ সময়: ঈদের সলাতের পর।

مقدار زكاة الفطر
যাকাতুল ফেতরার পরিমাণ

এক সা'আ খাদ্য যা মানুষ গ্রহণ করে, সুতরাং অর্থ যথেষ্ট হবে না। আর সা'আর পরিমাণ হলো ২ কেজি ৪০ গ্রাম ভালো গম।

صلاة العيد ঈদের সলাত

ঈদের সলাত প্রত্যেকের উপর ফরজ। সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর হতে দুপুর পর্যন্ত পড়া যাবে। ছুটে গেলে কাযা করা যাবেনা। উত্তম হলো সলাত মাঠে পড়া। মসজিদে পড়া বৈধ। সলাতের আগে বিজোড় খেজুর খাবে। পরিষ্কার অর্জন করবে। সুগন্ধি ব্যবহার করবে। উত্তম পোশাক পরিধান করবে, এক রাস্তা দিয়ে যাবে অপর রাস্তা হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করায় অসুবিধা নেই। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের কে কবুল করে নেন। ঈদের রাত্রীতে ও দিনে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত নামাযের পরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। তাকবীরের শব্দগুলো হলো।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ।

অর্থ: *আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আ ল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।* *(ইরওয়াউল গালীল, মাশা.৩/১২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, মাশা. হা/৫৬৯৭, সহীহ, যাদুল মা'আদ, মাশা. পৃ. ২/৩৯৫)*

ঈদের সলাতের পদ্ধতি হলো: খুতবার আগে ২ রাকাআত সলাত। প্রথম রাকাআতে তাকবীরাতুল ইহরামের পরে ৬ তাকবীর দিবে। এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের পূর্বে ৫ তাকবীর দিবে, দাঁড়ানোর তাকবীর ব্যতিত।

সিয়াম পর্বের প্রশ্নপত্র

১. **সিয়ামের রুকুনের সংখ্যা কয়টি?**
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি

২. **সিয়াম কার উপর ফরজ?**
ক.
খ.
গ.
ঘ.

৩. **প্রত্যেক রোগ সিয়াম পালন করাতে বাধা দেয়।**
ক. সঠিক খ. ভুল

৪. **নিম্নের প্রত্যেক আমলগুলোর হুকুম উল্লেখ করুন**

মাসআলা	হুকুম
ফজরের পর সিয়ামের নিয়্যত করেছে	
নিয়ত ছাড়া রোযা	
ছোটদের রোযা রাখা	
মুসাফির ব্যাক্তির রোযা রাখা	
নেফাসে পতিত মহিলার রোযা রাখা	
অপারগ ব্যক্তির রোযা রাখা	
রোযা অবস্থায় খেয়েছে	
রোযাদার ব্যাক্তির জন্য খাবারের ইনজেকশন	

মাসআলা	হুকুম
চোখের ডর্প	
ব্যথার ইনজেকশন	
শিংগা লাগানো	
বমন করা	
থুথু গিলে ফেলা	
খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা	
ঘুম যাওয়া	
গোসল করা	
এসি ব্যবহার করা	
মিসওয়াক করা	
সুগন্ধির কাঠ ব্যবহার করা	
সাহরির সময়	
কিসের সাহরী করবে	
কি দ্বারা ইফতার করবে	---------------------যদি না পায় ------------ -------
	যদি না পায় --------------------------------- -------
	যদি না পায় --------------------------------- -------
তারাবীর সলাত	
রামযান মাসে উমরাহ করা	
রোযা অবস্থায় প্রবল ভাবে কুলি করা	
রোযাদার ব্যাক্তির চুমু খাওয়া	
লাগাতার দুই দিন রোযা রাখা	

মাসআলা	হুকুম
শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা	
আরাফার দিনের রোযা	
সন্দেহের দিনের রোযা	
ঈদের দিনের রোযা	
তাশরীফ দিনগুলোর রোযা	
মুহাররাম মাসের রোযা	
রজব মাসের রোযা	
পুরো বছরের রোযা	
শুধু মাত্র শুক্রবারের রোযা	
দ্বিতীয় রমাযান পর্যন্ত রোযার ক্বাযা বিলম্ব করলো	

رابعًا: الحجُّ চতুর্থ পর্ব: হজ্জ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকুন। তা এই শর্ত সাপেক্ষে ওয়াজিব মুসলিম হওয়া, বিবেকবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সক্ষম হওয়া। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হলো সফরের সময় তার সঙ্গে মাহরাম থকতে হবে। আর হজ্জেরে রুকুন চারটি।

الإحرام

ইহরাম বাঁধা। তাহলো হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার নিয়ত করা। কিন্তু তালবীয়াহ পাঠ করা ও কাপড় পরিধান করার নাম ইহরাম নয়।

الوقوف بعرفة

আরাফায় অবস্থান করা। যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে ঈদের দিনের ফজরের আগ পর্যন্ত।

طواف الإفاضة

ত্বওয়াফুল ইফাদাহ (ত্বওয়াফে যিয়ারত) আর তা হবে আরাফায় অবস্থান করার পরে। তা কিন্তু তওয়াফে কুদুস না।

السَّعي

সাদী করা। সাফা-মারওয়ার। আল্লাহ বলেন-

(إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ).

হজ্বের প্রকারসমূহ

الإفراد

ইফরাদ হজ্বঃ শুধুমাত্র হজ্বের নিয়ত করবে, এবং এককভাবে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে।

القران

কিরাল হজ্বঃ হজ্ব ও উমরার এক সঙ্গে নিয়ত করবে এবং পর উপর হাদদী ফরয।

التَّمتُّع

তামাত্তু হজ্বঃ প্রথমে হজ্বের মাসে উমরার নিয়ত করবে এবং তাকে করে ফেলবে এবং হালাল হয়ে যাবে অতঃপর হজ্বে দিনে হজ্বে নিয়ত করবে। আর উপর হাদদী ফরয।

واجبات الحجِّ হজ্বের ওয়াজিবসমূহ:

এই ওয়াজিব গুলোর যেকোন ১টি পরিত্যাগ করলে তাকে পশু যবেহ করে পূর্ণ করতে হবে। আর তা মাংশ নিজে না খেয়ে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে।

- মিফাত হতে ইহরাম বাধা
- সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা
- মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা
- তাশরীফের দিন গুলোতে মিনায় রাত্রী যাপন করা
- জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা
- মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করা।
- যে ব্যাক্তি মক্কা থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তাকে বিদায়ী ত্বওয়াফ করা। কিন্তু ইহা হায়েয ও নিফাসে আক্রান্ত মহিলার জন্য প্রযোজ্য নয়।

হজ্ব-উমরার মীফাত সমূহ:

زمانيَّةٌ

সময়ের মীফাত: আর তা হলো হজ্বের মাস সমূহ: শাওয়াল, যিল কাআদাহ, ও যিল হাজ্ব। আর এই সময়ের সীফাতগুলো হজ্বে জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু উমরার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেয়।

مكانيَّةٌ

স্থানের সীফাত: যুল হুলাইফাহ: মদিনাবাসীদের জন্য এবং যার তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে।

যুহফাহ: সিরিয়া, মিশর ও মাগরেরবাসিদের জন্য।

যয়নুল মানাজিল: নাজদবাসীদের জন্য।

ইয়ালাসলাম: ইয়াসান বাসীদের জন্য

যাতে ইরাক: ইরাক বাসীদের জন্য

হজ্বের মুস্তাহাব
আমলসমূহ

- ইহরামের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা
- পুরুষদের জন্য ২টি সাদা কাপড় পরা লুঙ্গী ও চাদর
- ইহরামের নিয়্যত করার পূর্বে নোখ কাটা এবং যে সমস্ত জায়গায় চুল কাটা আবশ্যক সেগুলো কেটে ফেলা
- ইহরামের বার হতে জামরায়ে আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করা।
- ইফরাদ ও কেরান হজ্ব শরীফে ত্বওয়াফ কুদুস করা (আগমনের ত্বওয়াফ)
- ত্বওয়াফ কুদুমের প্রথম দিন তিন চক্করে সাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলা, এবং তামাত্তু হজ্বকারীর উমরার ত্বওয়াফে। আর রাসল বলা হয় দ্রুত ভাবে চলাকে।
- ত্বওয়াফে কুদুস ও তামাত্তু হজকারীর উমরার ত্বওয়াফে ইযতেবা করা। আর তাহলো তার ডান দিকে খুলে রাখবে।
- মুযদালিফায় পৌছার পরই মাগরিবের ও এশার সলাতকে আগে একত্রিত করে পড়া।
- আরাফার রাত্রীতে মিনায় অবস্থান করা।
- হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া।
- মুযদালিফায় আলমাশ আরুল হারামের নিকট ফজরের সলাতের পর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করা। আর মুযদালিফার সকল স্থানই অবস্থানস্থল।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ

উহা নয়টি: মাথা ও শরীরের চুল মুণ্ডন করা, নোখ কাটা, পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা স্পর্শ করে ঢাকা, পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিকাব ও হাত মোজা পরা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, যেমন: গন্ধময় সাবান, স্থলের শিকার হত্যা করা ও শিকারি করা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে বিবাহের আঞ্জাম করা, সহবাস করা, বা সহবাস ছাড়া উপভোগ করা। যে ব্যাক্তি এই নিষিদ্ধ কাজ সমূহের কোন একটি কাজ ভুলে বা অজ্ঞতাবশত বা নিরুপায় হয়ে করে তাহলে তার উপর কোন জরিমানা নেই। কিন্তু শিকার হত্যা করা ব্যতিত, তাতে সর্বাবস্থায় ফিদয়াহ (জরিমানা) দিতে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয় তাহলে চার প্রকার:

ما لا فدية فيه

যাতে কোন ফিদইয়া নেই। আর তা হলো বিবাহ বন্ধন। তা নিজের জন্য হোক বা অপরের জন্য হোক। অনুরূপ সহবাস ছাড়া উপভোগ করা যদি বীর্য বের না হয় তাহলে তাকে কোন কাফফার দিতে হবে না বরং তাওবাহ করতে হবে।

ما فديته مثله

যার ফিদইয়াহ হচ্ছে অনুরূপ দেওয়া। আর তা হচ্ছে স্থলের শিকারকে হত্যা ও শিকারী করা। আর যে তাকে হত্যা করবে তাকে সর্বাবস্থায় ফিদইয়া লাগবে। আর তার ফিদইয়া হচ্ছে অনুরূপ প্রাণী দেওয়া।

ما فديته مغلَّظةٌ

যার ফিদইয়া হচ্ছে ভারী শক্ত আর তা হলো সহবাস করা। আর সে ব্যাক্তি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস করবে সে তার হজ্জ নষ্ট করলো। আর হজ্জের বাকী কাজ গুলো পূর্ণ করবে এবং আগামীতে পুনরায় হজ্জ করবে এবং দুম্বা প্রদান করবে।

ما فديته فدية أذًى

যার ফিদইয়া হচ্ছে কষ্ট দায়কের ফিদইয়ার ন্যায় আর তা হলো অবশিষ্ট নিষিদ্ধ কাজ সমূহ। তার ফিদইয়া হলো নিম্নের তিনটি বিষয়ে ইচ্ছানাধীন: হয় তিনটি রোযা বা ৬ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো প্রত্যেকে আধা কিলো করে বা ছাগল জবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করা।

:أسماء أيَّام الحجِّ হাজ্জের দিনগুলোর নামসমূহ

- পানি পানের দিন। তা হচ্ছে অষ্টম দিন। এদিনে হাজ্বীগণ মিনাতে পানি বহন করতেন।
- আরাফাহ ও অবস্থানের দিন। তা হচ্ছে নবম দিন।
- ঈদ ও কুরবানীর দিন। তা হচ্ছে দশম দিন
- (মিনায়) অবস্থানের দিন। তা হচ্ছে একাদশতম দিন।
- (মিনা) হতে প্রথম প্রত্যাবর্তন দিন। তা হচ্ছে দ্বাদশতম দিন
- (মিনা) হতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন দিন। তা হচ্ছে ত্রয়োদশতম দিন।

একত্রিত হওয়ার রাত: তা হলো ঈদের রাত। কেননা মানুষেরা আরাফার মাঠে অবস্থানের পর থেকেই সেখানে একত্রিত হয়। আর জালেহি যুগে মাক্কা বাসীরা আরাফার মাঠে যেতে না।

হাজ্জে দু'আ করার পাঁচটি স্থান

- في عرفة. আরাফার মাঠে। সূর্য পশ্চিমে হিলার পর হতে সূর্যাস্ত হওয়ার পর্যন্ত।
- ফজরের সলাতের পর মুযদালিফায় ফর্সা হওয়া পর্যন্ত।
- তাশরীকের দিনগুলোতে ছোট ও মধ্যম জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর
- في الطَّواف. বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করার সময়
- في السَّعي. সাফা-মারওয়াহ পাহাড় সা'য়ী করার সময়

صفة العمرة والحجِّ হাজ্জ ও উমরার পদ্ধতি

قال الشَّيخ محمَّد بن صالح العثيمين:

শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

আপনারা যখন মীকাতে পৌঁছবেন তখন গোসল করবেন, আপনাদের শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন অতঃপর আপনারা হজ্জে তামাত্তুর জন্য ইহরাম বাঁধবেন এবং তালবিয়া পাঠ করতে করতে মাক্কার পথে রওনা করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছে যাবেন তখন উমরার সাতটি ত্বাওয়াফ করবেন।

আপনারা জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় মাসজিদ হারামের সমস্তই ত্বাওয়াফের স্থান। চায় তা 'কাবার নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক। কিন্তু 'কাবার নিকটবত স্থান গুলোতে ত্বাওয়াফ করা উত্তম যখন ভীরের কারণে অন্য কেউ আপনাদের দ্বারা কষ্ট পাবে না । সুতরাং যখন ভীর থাকবে তখন 'কাবা হতে দূরে থাক । সকল প্রশংসা আল্লার জন্য যে, তিনি কাজ গুলোতে প্রস্থতা দিয়েছেন।

আপনারা যখন ত্বাওয়াফ শেষ করবেন তখন যতটুকু সম্ভব মাকামে ইবরাহীমের পিছনের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাক'আত সলাত আদায় করবেন। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে যতই দূরে হোক না কেন মাকামে ইবরাহীমকে আপনার ও 'কাবার মাঝে রেখে দুই রাক'আত সলাত আদায় করবেন।

অতঃপর আপনারা উমরার সা'য়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ে যাবেন এবং সাফা পাহাড় হতে সা'য়ী শুরু করবেন। যখন আপনারা সাত বার পূর্ণ করবেন তখন আপনারা আপনাদের মাথার সমস্ত স্থান হতে চুল ছোট করে নিবেন। কেননা কোন এক পার্শ্ব হতে চুল ছোট করা জায়েয নেই। অনেক মানুষের এ ধরণের কাজে আপনারা ধোকায় নিপতিত হবেন না।

যিল হাজ্জ মাসের ৮ তারিখে গোসল করবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং আপনারা যে স্থান হতে বের হবেন সেই স্থান হতে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। তারপর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব,

'ইশা ও ফজরের সলাত কসর করে আদায় করবেন কিন্তু জ'মা (দুই সলাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করবেন না। কেননা আপনাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি মিনা ও মাক্কায় কসর করে সলাত আদায় করতেন কিন্তু জ'মা (দুই সলাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করতেন না।

আরাফাতের দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে ও আল্ল হর জন্য নম্র হয়ে আরাফার মাঠে রওনা করবেন। সেখানে যোহর ও আসরকে জ'মা ও তাকদীম (দুই সলাতের পবরর্তী সলাতকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে আদায় করা) দুই রাক'আত করে আদায় করবেন। তারপর আল্লাহর নিকট দু'আ ও অনুনয়-বিনয়ের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এমতাবস্থায় নিজেকে ওযু অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করুন এবং 'কাবাকে সামনে রাখুন যদিও জাবালে রহমাত আপনাদের পিছনে হয়ে যায়। কেননা শরীয়তের বিধান হলে 'কাবাকে সামনে রাখা। আর আরাফার সীমানা ও তার আলামত সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বা সতর্ক থাকুন। কেননা অনেক হাজি আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি আরাফার সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে না তার হাজ্জই হবে না। রাসূল স. এর বাণী: "হাজ্জ হলো আরাফায় অবস্থান করা। আর আরাফার পুরো মাঠ তার পূর্ব হতে পশ্চিম ও উত্তর হতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত অবস্থানের সীমানা। তবে বাতনে ওয়াদী (ওয়াদী উরনাহ) ছাড়া"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী: "আমি এখানে দাঁড়িয়েছি সুতরাং আরাফার পুরো মাঠই অবস্থানের স্থান"।

যখন সূর্যাস্ত হয়ে যাবে এবং আপনারা স্তের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবেন তখন তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। যতট এ ক্ষেত্রে ধীরতা অবলম্বন করবেন। যেমনটি আপনাদের নাবী (সাল্লা ল্লা হু আলাইহি ওয়া সাল্লা ম) আপনাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আরাফার মাঠ ত্যাগ করলেন এমতাবস্থায় তিনি তা উটের লাগাম টেনে ধরলেন এমনকি উটের মাথা তাঁর পা রাখার স্থানে লেগে যাচ্ছিল। আর তিনি ইশারা করে বলছিলেন: হে সাহাবীগণ ধীরতা ধীরতা ।

আপনারা যখন মুযদালিফায় পৌঁছে যাবেন তখন সেখানে মাগরিব ও ইশার সলাত আদায় করবেন। অতঃপর সেখানে ফজর পর্যন্ত অবস্থ্ ন করবেন। কেননা নাবী স. কাউকে ফজর পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি দেন নাই।

তবে তিনি দূর্বল লোকদের জন্য রাতের শেষাংসে মুযদালিফা ছাড়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর যখন আপনারা ফজরের সলাত আদায় করে নিবেন তখন কিবলা মুখি হবেন, তাকবীর পাঠ করবেন, আল্লাহর প্রশংসা করবেন ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন যতক্ষণ না ভালভাবে সকাল পর্যন্ত অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলো নিয়ে জামরাত আকাবায় যাবেন। জামরাত আকাবাহ রয়েছে সর্বশেষ প্রান্তে মাক্কার দিকে। সূর্য উদিত হওয়ার পর কঙ্কর সাতটি নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন নম্র-বিনয় ও মহাত্ম বর্ণনার সাথে ।

জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা‘আলার মহাত্ম বর্ণনা করা ও তাঁর যিকিরকে প্রতিষ্ঠা করা। কঙ্করটি গর্তে নিক্ষেপিত হওয়া আবশ্যক। এমনকি পিলারে মারাও শর্ত নয়। যখন আপনারা কঙ্কর মারা শেষ করবেন তখন কুরবানীর পশু কুরবানী করবেন। কুরবানীর পশু ব্যতীত অন্য কুরবানী করা জায়েয হবে না। কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলে কোন সমস্যা নেই। অতঃপর আপনারা মাথার চুল মুন্ডন করবেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডন করা আবশ্যক। কিছু অংশ মুন্ডন না করা জায়েয নেই। মহিলারা তাদের চুলের শেষাংসের এক আঙ্গ সমপরিমাণ ছোট করবেন। তারপর আপনারা প্রথম হালাল হবেন। এখন আপনারা সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন, নখ কাটবেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারবেন না। অতঃপর যোহরের সলাতের পূর্বেই মাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর হাজ্জের ত্বাওয়াফ ও সা‘য়ী করবেন। তারপর মিনায় পুনরায় ফিরে আসবেন। তারপর মাথা মুন্ডন, কঙ্কর নিক্ষেপ ও ত্বাওয়াফ এবং সা‘য়ী করার মাধ্যমে আপনারা দ্বিতীয় হালাল হলেন। এখন আপনাদের যেকোন কাজ করা জায়েয। এমনকি স্ত্রীর সাথে মিলনও করতে পারবেন।

জেনে রাখুন, নিশ্চয় একজন হাজি ঈদের দিন চারটি কাজ করবেন (কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুন্ডন ও ত্বাওয়াফ এবং সা‘য়ী করবেন)। এটিই হচ্ছে হাজ্জের কাজের পূর্ণ ধারাবাহিকতা। কিন্তু যদি আপনারা একটিকে অপরটির আগে করে ফেলেন তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই।

যেমন কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডন করা। আর আপনারা যদি ত্বা ওয়াফ ও সা'য়ীকে বিলম্ব করে করেন এমনকি মিনা ছাড়ার পর করলেও কোন সমস্যা নেই। আপনারা যদি বিলম্ব করে কুরবানী করেন মাক্কাতে কিংবা ১৩ তম দিনেও করেন তাতেও কোন সমস্যা নেই। তবে এগুলো প্রয়োজন সাপেক্ষে করা যায়।

১১ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করবেন এবং পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম জামরাহ দিয়ে শুরু করবেন তারপর দ্বিতীয় জামরাহ অতঃপর তৃতীয় জামরাহ। প্রত্যেকটি জামরাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন। সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ঈদের দিন কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্য উদিত হওয়া পর থেকে। আর দূব ব্যক্তিদের জন্য রাতের শেষাংসে। কঙ্কর নিক্ষেপের শেষ সময় আর ঈদের পরের দিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যা ওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এদিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। দিনের বেলায় প্রচুর ভির হলে রাত্রে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে।

যে ব্যক্তি ছোট বাচ্চা কিংবা বা অসুস্থার কারণে নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হবে না সে অন্যকে তার পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব দিতে পারে। দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ হতে ও যে ব্যক্তি তাকে দায়িত্ব দিয়েছে তার পক্ষ হতে একই স্থান থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। তবে সে নিজের জন্য সর্বপ্রথম শুরু করবে। যখন আপনারা ১২ তম দিনে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করবেন তখন আপনাদের হাজ্জ শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনারা ঐচ্ছিক থাকবেন যদি চান আপনারা মিনা ত্যাগ করতে পারবেন। আর চাইলে ১৩ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করতে পারেন। আর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এটাই উত্তম। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি করেছেন। আপনারা যখন মাক্কা ছাড়ার ইচ্ছা করবেন তখন বিদায়ী ত্বাওয়াফ করবেন। ঋতুবতী ও নেফাসী মহিলাদের জন্য বিদায়ী ত্বা ওয়াফ করা জায়েয নেই। এমনকি মাসজিদের দরজার নিকট আসা ও সেখানে অবস্থা ন করাও শরীয়ত অনুমতি দেয়নি।

হজ্ব পর্বের প্রশ্নপত্র

১. হজ্ব কার উপর ওয়াজিব?
ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ. আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হলো:

২. হজ্বের রুকুন সংখ্যা কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি

৩. ইহরাম হচ্ছে হজ্বের একটি রুকুন আর তা হলো: মীকাত হতে লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করা।
ক. সঠিক খ. ভুল

৪. ত্বওয়াফে ইফদাহ ও ত্বওয়াফে যিয়ারাহ একই না। প্রথমটি রুকুন ও দ্বিতীয়টি সুন্নাত
ক. সঠিক খ. ভুল

৫. নবী (স) তিনবার হজ্ব করেছেন।
ক. সঠিক খ. ভুল

৬. হজ্ব দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব।
ক. সঠিক খ. ভুল

৭. মদীনাবাসী ইয়ালামলাম মীকাত হতে ইহরাম বাধবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

৮. উমরার সময়ের মীকাত হচ্ছে রামাযান মাস।
ক. সঠিক খ. ভুল

৯. শুন্যস্থান পূরণ করুন:
হজ্ব ও উমরাহ ------- জীবনে ------- একবার। আর যে হজ্ব করলো অতঃপর না ----- এবং না -------- সে তার গুণাহ হতে বের হয়ে গেল সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দেয়। আর হজ্বে মাবরুর এর প্রতি দান শুধু মাত্র ------- ------।

১০. মক্কাবাসী হজ্বের নিয়্যত তানঈম হতে করবে।
    ক. সঠিক খ. ভুল
১১. ইহরামের জন্য মহিলা সাদা কাপড় পরবে।
    ক. সঠিক খ. ভুল
১২. যে ব্যাক্তি হজ্ব বা উমরায় ইহরাম বাঁধবে সে সুগন্ধি ব্যবহার করবে --------- এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেনা ------
১৩. মহিলার জন্য সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা বৈধ না।
    ক. সঠিক খ. ভুল
১৪. মুহরিম ব্যাক্তির জন্য বেল্ট পরা বৈধ না।
    ক. সঠিক খ. ভুল
১৫. মুহরিমা মহিলা পরিধান করবেনা ------ এবং না ----------।
১৬. ইযতেবা করা সুন্নাত:
    ক. উমরার ত্বওয়াফে খ. ত্বওয়াফে কুদুসে গ. যিয়ারত ত্বওয়াফে ঘ. প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে শুধু মাত্র ঙ. সবগুলোতেই।
১৭. সায়ী শুরু হবে ------- এবং শেষ হবে --------
১৮. হাজ্বীগণ আরাফা হতে মাগরিবের পূর্বেই চলে আসবে।
    ক. সঠিক খ. ভুল
১৯. আরাফার মাঠে অবস্থান করা হজ্বের ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত।
    ক. সঠিক খ. ভুল
২০. হজ্বের কাজ সমুহ শুরু হবে --------- আর চলতে থাকবে ঐ দিনের শেষ হওয়া পর্যন্ত --------।
২১. আরাফায় পাহাড়ে উঠা যাবেনা।
    ক. সঠিক খ. ভুল
২২. হাদয়ী প্রদান করা তামাত্তু ও ফেরান হজ্ব কারীর উপর ওয়াজিব এবং ইফরাদ হজ্বকারীর ক্ষেত্রে সুন্নাত।
    ক. সঠিক খ. ভুল
২৩. তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবে জামরায়ে আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করার পর।
    ক. সঠিক খ. ভুল।

২৪.যদি হাজী সাহেব পাথর শুধু হাউজের ভিতর রেখে দেয় পিলারকে স্পর্শ করা ব্যাতিত তাহলে তার নিক্ষেপ করা সহি হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৫.হাজী সাহেব দশতম তারিখে ৩টি জামারাকেই নিক্ষেপ করবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৬.তাশরীকের দিনগুলোতে জামারায় পাথর নিক্ষেপ শুরু হবে সূর্য ঢালার পর।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৭.জামারা আকাবাকের পাথর নিক্ষেপের পর দোআ করা।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৮.যদি ব্যাক্তি তৃওয়াফে ইফাদা মক্কা থেকে চলে যাওয়ার দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করে তাহলে বিদায়ী তৃওয়াফ যথেষ্ট হবে। আর তৃওয়াফে ইফাদা উমরার তৃওয়াফের ন্যায় কিন্তু ----------- আর ---------

২৯.কেরান ও ইফরাদ হজ্ব কারীর উপর ওয়াজিব হলো যে সায়ী করবে ---------------- আর তামাত্তু হজ্বকারী সায়ী করবে -------।

৩০.নিম্নের আমলগুলোর হুকুম উল্লেখ করুন:

মাসয়ালা	হুকুম
ছোট বাচ্চার হজ্ব	
মাহরাম ব্যাতিত মহিলার হজ্ব	
ঋণগ্রস্থ ব্যাক্তির হজ্ব	

الدَّرْسُ الخامس عشر
পঞ্চদশ পাঠ

প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রবান হওয়া:

প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রে চরিত্র বান হওয়া। আর তার মধ্যে হতে হচ্ছে: সত্যবাদিতা, আমানত দারিতা, নিজেকে পবিত্র রাখা, লজ্জাশীলতা, সাহসিকতা, উদারতা, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হতে পবিত্র থাকা, প্রতিবেশীর সাথে সৎব্যবহার করা, সাধ্যমত মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা, এছাড়া আরও অন্যন্য শারয়ী চরিত্র যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

:تعليقاتٌ مهمَّةٌ গুরুত্বপূর্ণ টীকা:

১. সত্যবাদিতা : (তার কথা, কাজ ও বিশ্বাসে আল্লাহর সাথে সত্য কথা বলবে এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথেও সত্য কথা বলবে। এর বিপরীত হলো মিথ্যা বলা)।

২. **আমানত দারিতা :** (একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ যা মানুষের প্রতি অর্পিত । এর বিপরীত হলো খিয়ানত করা)।

৩. **সংযমতা :** (তা হলো হারাম হতে নিজেকে বিরত রাখা)।

৪. **লজ্জাশীলতা :** (তা হলো এমন চরিত্র যা চায় ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিহারের মাধ্যমে)।

৫. **সাহসিকতা**

৬. **উদারতা**

৭. **বিশ্বস্ততা**

৮. **আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা**

৯. **প্রতিবেশির সাথে সৎ ব্যবহার করা। আর অন্তর্ভূক্ত হলো তার গোপনীয়তা রক্ষা করা।**

১০. **সক্ষমাত অনুযায়ী মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা। আরো অনেক শারয়ী চরিত্র রয়েছে যার বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।**

الدَّرْسُ السَّادس عشر
ষষ্ঠদশ পাঠ

التَّأَدُّبُ بِالآدَابِ الإِسْلامِيَّةِ ইসলামী শিষ্ঠাচারে শিষ্ঠ হওয়া:

ইসলামী শিষ্ঠাচারে শিষ্ঠ হওয়া। তার মধ্যে হতে: সালাম দেওয়া, হাস্যোজ্জল থাকা, ডান হাত দিয়ে পানাহার করা, খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, খাবারের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচির দাতার উত্তরে বলা (ইয়ারহামুকাল্লাহ), হাঁচি দাতা তার উত্তরে বলবে (এ্যাহদিকুমুল্লাহ ওয়া উসলিহ বালাকুম)। রোগীদর্শন করা, জানাজা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করা, আরও শরয়ী শিষ্ঠাচার মাসজিদ বা বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, পিতা-মাতার সঙ্গে, আত্মীয় সজনদের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, বড়-ছোটদের সঙ্গে, নবজাতককে সম্ভাষণ দেওয়া, বিবাহে বরকতের দো'আ করা, মসিবতের সময় সান্তনা দেওয়া। এছাড়া অন্যন্য ইসলামী শিষ্ঠাচার পোশাক পরিধান-খোলা, জুতা পরার ক্ষেত্রে।

تعليقاتٌ مهمَّةٌ: গুরুত্বপূর্ণ টীকা:

১. সালাম দেওয়া : (অর্থাৎ “আসসালামু আলাই ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ” বলা। পরিচিত বা অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া। যে সালাম দিবে তার সালামের উত্তর দেওয়া)

২. হাস্যোজ্জ্বল থাকা।

৩. ডান হাত দিয়ে পানাহার করা ওয়াজিব (ডান হাত দিয়ে নেওয়া বা প্রদান করা মুস্তাহাব।

৪. খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

৫. খাওয়ার শেষে আল হামদু লিল্লাহ বলা: হাদীসে বর্ণিত

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قوة

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানি হাযা ওয়া রযাকানিহি মিন গইরি হাওলিন মিননী ওয়ালা কুওয়াতা।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এ আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়, ছিল না কোন শক্তি সামর্থ।

৬.হাঁচি দেওয়ার পর (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) হামদু লিল্লাহ বলা। অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৭. হাঁচি দাতার উত্তরে বলা (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ) ইয়ারহামুকাল্লাহ। অর্থ: আলআপনার উপর দয়া করুক। তখন হাঁচিদাতা তার উত্তর দিবে এ বলে যে, (يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) (এ্যাহদিকুমুল্লাহ ওয়া উসলিহ বালাকুম) অর্থ: আল্লাহ আপনাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা উন্নত করুন।

৮. রোগীদর্শন করা (উপযুক্ত সময়ে বার বার রোগীর কাছে যাওয়া। তার কাছে দির্ঘক্ষণ অবস্থান না করা এবং তাকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না করা)।

৯. পুরুষদের জন্য জানাযা ও দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করা।

১০. শারয়ী শিষ্টাচার অবলম্বন করা : মাসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং এ দু'আ বলা: بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা।

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

এর পর মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করে এ দুআ বলবে: بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা।

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট দয়া বা ফযীলত প্রার্থনা করছি।

আর বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এ দুআ পড়বে:

«بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

উচ্চারণ- বিসমিল্লাহি তাওাক্কালতু আলাল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওাতা ইল্লা বিল্লাহি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন আযিল্লা আউ উযাল্লা আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা, আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ য়্যুজহালা আলাইয়্যা।

অর্থ- *আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি এবং ক্ষমতা নেই।* হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২)*

আর বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় এ দুআ পড়বে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খয়রা মাওলিজে ওয়া কয়রাল মাখরাজে। বিসমিল্লাহি অলাজনা অবিসমিল্লাহি খরাজনা অ আলা রব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ: হে আল্লাহ প্রবেশস্থল ও বের হওয়ারস্থলে তোমার নিকট কল্যাণ কামানা করছি। তোমার নামেই প্রবেশ করছি। তোমার নামেই বের হচ্ছি আর আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করছি।

১১. এর পর বাড়ীর লোকজনকে সালাম প্রদান করবে। এর পর বিয়েতে মুবারোকবাদ জানাতে এ দুআ পড়বে:

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ

(বা-রাকাল্লা-হু লাকা অবা-রাকা আলাইকা অজামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর)

অর্থ: আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিবাহকে) বরকতপূর্ণ করুন এবং তোমার উপর বরকত বর্ষণ করুন ও তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন। (আবু দাউদ হা/২১৩০, সহীহ আত-তিরমিযী হা/১০৯১, মিশকাত হা/২৪৪৫, সহীহ: আলবানী রহ.)

১২. এর পর বিপদ ও মসীবতে দুঃখ প্রকাশ করা তিন দিনের বেশি নয়।

الدَّرْسُ السَّابع عشر
সপ্তদশ পাঠ

শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক করা।

শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক হওয়া ও সতর্ক করা।
আর সেগুলোর মধ্যে হতে হলো: সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় উহা হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, কারণ ছাড়া যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, সহ-পবিত্রা মুমিনা নারীদেরকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া।
তার মধ্যে হতে আর এ হলো: পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তা ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা শপথ করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, মানুষের জান মাল ও সম্মানে জুলুম করা, নেশা গ্রহণ করা, জুয়া খেলা, গিবত করা, চোগলখুরী করা, এ জাতীয় আরোও রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল (স) নিষেধ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ টিকা

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা: ছোট শিরক ও বড় শিরক।।

২. যাদু করা: যে ব্যাক্তি তা করবে বা তাতে সন্তুষ্ঠ সে কুফরী করলো। যাদুকরের কাছে যাওয়া, যাদুর এয়ের সাইডে প্রবেশ করা, ও যাদুর চ্যানেল পত্রপত্রিকা পড়াও হারাম। আর যাদু দূর করতে হবে শারয়ী ঝাড়ফুঁক-দো'আ, বৈধ ঔষধের দ্বারা যেমন শিংগা লাগানো।

৩. অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা: চাই সে মুসলিম হোক বা চুক্তিবদ্ধ কাফের, বা নিরাপত্তায় থাকা কাফের।

তবে ন্যয় ভাবে হত্যা করা যাবে। আর তা তিন প্রকার: ক. হত্যার বদলে হত্যা করা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করা, ধর্ম ত্যাগকারীকে হত্যা করা।
ইয়াতীম: যার পিতা মারা গেছে আর সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক।
যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা: অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।
সহ-পবিত্রা মুমিনা মহিলাদের অপবাদ দেওয়া: অর্থাৎ অবিবাহিতদের।
মিথ্যা শপথ: আর অনুরূপ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা। যেমন: নবী (স) এর সম্মানের, জীবনের, ফররের, বাধেক্যের।
জুয়া খেলা: অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ জুয়া যার মধ্যে হার-জীত রয়েছে।
গীবত করা: নবী (স) তার সংজ্ঞায় বলেছেন:ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ
চুগোলখুরী করা: বিদ্বেষের জন্য একজনের কথা অন্য একজনের নিকট লাগানো।

حكم المسابقة و المغالبة
খেলায় প্রতিযোগিতা করার হুকুম।

يجوز بعوضٍ و غيره:
বিনিময় নিয়ে করা: যাবে। যেমন: উট, ঘোড়া, তীরের প্রতিযেগিতা, কেননা রাসূল (স) বলেছেন: শুধু উট ঘোড়া, ও তীরে প্রতিযোগিতা করা যাবে।

مُحرَّمٌ مطلقًا:
সর্বাবস্থায় হারাম: তাসের ও জুয়ার এবং অনুরূপে্র।

يجوز بلا عوضٍ ولا يجوز بعوضٍ:
বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়া বৈধ, আর বিনিময়ে অবৈধ: তাহলো: উল্লেখিত প্রতিযোগিতাগুলো ব্যাতিত অন্য সবগুলো।

الدَّرْسُ الثَّامن عشر
অষ্টদশ পাঠ

প্রথম: যে ব্যক্তি মৃত্যুর সন্নিকট হবে তাকে **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এর তালকীন দেওয়া।

দ্বিতীয়: যখন তার মৃত্যু সুনিশ্চিত হবে তখন তার চোখ বন্ধ করে দিবে এবং তার দাড়ি বেঁধে দিবে। কেননা এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়: মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। তবে এমন শহীদ যে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে গোসল দিতে হয় না এবং তার জানাযার সলাতও পড়তে হয় না। বরং তাকে তার স্ব কাপড়েই দাফন দিতে হয়। কেননা নাবী (স.) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের গোসল দেন নাই এবং জানাযার সলাতও আদায় করেন নাই।

চতুর্থ: মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি:

তার গোপনাঙ্গ আবৃত করে রাখতে হবে। তারপর তাকে একটু উঁচু করবে এবং তার পেটে ধীরে চাপ দিবে। অতঃপর গোসল দাতা তার হাতে একটি কাপড় বা কাপড় জাতীয় কিছু বেঁধে নিবে এবং তা দিয়ে তাকে পরিস্কার করে দিবে। অতঃপর তাকে সলাতের ওযুর মত ওযু করাবে। তারপর পানি ও বড়ই পাতা বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে তার মাথা ও দাড়ি ধৌত করাবে। তারপর তার ডান পার্শ্ব ধৌত করাবে অতঃপর বাম পার্শ্ব। অনুরুপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই নিয়মে ধৌত করাবে। প্রত্যেক বারই তার পেটের উপর দিয়ে হাত নিয়ে যাবে। যদি তার পেট থেকে কোন কিছু বের হয় তাহলে তা ধৌত করে দিবে। যদি তার গোঁফ ও নখ লম্বা হয়ে থাকে তাহলে কেটে দিবে। আর যদি নাও কাটে তাতে কোন সমস্যা নেই। চুলগুলো এলোমেলো করে রাখবে। গোপনাঙ্গের লোম পরিস্কার করবে না, তার খাতনাও করাবে না। কেননা এ ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায় না। মহিলাদের চুলকে তিনটি বেনিতে গেঁথে দিবে এবং তা পিছনের দিকে ছেড়ে দিবে।

পঞ্চম: মৃত্যু ব্যক্তিকে কাফন পরানো:

পুরুষকে তিনটি সাদা কাপড়ের কাফন পরানো উত্তম যাতে কোন জামা এবং পাগড়ি থাকবে না। যেমনটি নাবী (সা.) এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

যদি একটি জামা, লুঙ্গি ও একটি লম্বা কাপড়ে কাফন পরানো হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই। আর মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন পরানো হবে। জামা, ওড়না, ছায়া ও দুটি লম্বা কাপড়। ছোট বাচ্চাদেরকে এক থেকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া যায়। আর ছোট শিশুদেরকে একটি জামা ও দুইটি লম্বা কাপড়ে কাফন দেওয়া যায়। সকলের ক্ষেত্রে এমন একটি কাপড় থাকা আবশ্যক যা মৃত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ আবৃত করবে।

কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে গোসল দিতে হবে। তাকে তার লুঙ্গি ও চাদর কাফন দিতে হবে বা ইহা ব্যতীত অন্য কাপড়েও কাফন দেওয়া যায়। তার মুখ ও মাথা আবৃত করতে হবে না। এমনকি সুগন্ধিও লাগানো যাবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। যেমনটি রাসূল (স.) হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তি যদি মহিলা হয় তাহলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাকে সুগন্ধি লাগানো যাবে না, নিকাব দিয়ে মুখ আবৃত করা যাবে না ও মোজা দিয়ে হাত আবৃত করা যাবে না। কিন্তু তার হাত ও মুখকে উক্ত কাফনেই আবৃত করতে হবে। যেমনটি ইতিপূর্বে মহিলাদের কাফনের বর্ণনাতে উল্লেখিত হয়েছে।

ষষ্ঠ: মৃত পুরুষ ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, জানাযার সলাত পড়ানো ও দাফন কার্যের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বেশি হকদার যাকে তিনি ওসিয়ত করবেন। তারপর যথাক্রমে: পিতা, দাদা, ওয়ারিসদের মধ্য হতে যে বেশি নিকট আত্মীয়। মহিলা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বেশি হকদার যাকে তিনি ওসিয়ত করবেন। তারপর যথাক্রমে: মা, দাদী বা নানী, তার বংশের মহিলদের মধ্য হতে যে বেশি নিকট আত্মীয়। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারবে। কেননা আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে গোসল দিয়েছিলেন।

সপ্তম: মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাতের পদ্ধতি

মোট চার তাকবীর দিবে। প্রথম তাকবীরের পর ফাতিহা পড়বে। তার সাথে একটি ছোট সূরা বা ১-২ আয়াত পড়াও ভাল কাজ। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে এবং দরূদ শরীফ পাঠ করবে যেমনটি তাশাহুদের

সময় করা হয়। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিবে এবং জানাযার দু'আ পাড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ أُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَأَحْيِهٖ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْإِيْمَانِ -اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهٗ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًاخَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَ أَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ - وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنُوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللّهُمّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

(আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা অসাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্সিলহু বিলমা-ই অস্সালজি অলবারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়া কামা য়্যুনাক্কাস সাউবুল আবয়্যাযু মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইয্হু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার। অফসিহ লাহু ফি কবরিহি অনাব্বির লাহু ফিহ। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তুযিল্লনা বা'দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত- অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবে, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যু দান করবে, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন কর, তার প্রবেশস্থল প্রশস্থ কর। তুমি তাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত কর। আর তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে

পরিষ্কার করে থাক। তুমি তাকে তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর দান কর। তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ তার কবরকে প্রশস্ত কর ও তার কবরে আলোকিত কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকী হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। (আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩২০১, তিরমিযী, মাপ্র. হা/১০২৪, ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/১২১৭, মিশকাত হা/১৬৭৫, মুসলিম হা/২১৩৫, ২১২৪, ইফা. হা/২১০০, নাসায়ী হা/১৯৮৪, মিশকাত, হা/১৬৫৫।)

তারপর চতুর্থ তাকবীর দিবে এবং ডান দিকে একবার সালাম ফিরাবে। আর প্রত্যেক তাকবীর দেওয়ার সময় দুই হাত উত্তোলন করা হাব। আর যদি মৃত ব্যক্তি মহিলা হয় তাহলে বলবে- «اللّهُمّ اغْفِرْ لَهَا... إلخ» **এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি জানাযা দু জনের হয় তাহলে এভাবে বলবে** «اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُمَا... إلخ» **এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি জানাযা দুয়ের অধিক হয় তাহলে এভাবে বলবে** «اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُمْ... إلخ» **এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি শিশু হয় তাহলে** اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُ، **এ দুআ এর পরিবর্তে বলবে**

«اللّهُمّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللّهُمّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাত্বাঁউ অযুখরান লিওয়ালিদাইহি অশাফি'আম মুজাবা আল্লাহুম্মা সাক্কিল বিহি মাওয়াযিনাহুমা ওয়া আ'যমা বিহি উজুরাহুমা ওয়া আলহিক্বহু বিসলিহি সালাফিল মু'মিনীনা ওয়াজআলহু ফি কাফালাতি ইবরাহীমা আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামু ওয়াকিহি বিরহমাতিকা আযাবাল জাহীম।

জানাযার সলাতে পুরুষ ব্যক্তির মাথা বরাবর ও মহিলার মাঝ বরাবর ইমামের দাড়ানো সুন্নাত। যখন একত্রে অনেক গুলো জানাযা হবে তখন পুরুষ লাশকে ইমামের সামনে রাখবে তারপর ক্বিবলার দিকে মহিলাকে রাখবে। যদি ছেলে শিশু থাকে তাহলে তাকে মহিলার আগে রাখতে হবে তারপর মহিলাকে অতঃপর কন্যা শিশুকে। পুরুষের মাথা বরাবর ছেলে শিশুর মাথা রাখবে অনুরুপভাবে কন্যা শিশুর মাথা মহিলার মাথা বরাবর রাখবে এবং মহিলা ও কন্যা শিশুর বক্ষকে পুরুষের মাথা বরাবর রাখবে। সকল মুসল্লী ইমামের পিছনে দাড়াবে। তবে একজন যদি ইমামের পিছনে জায়গা না পায় তাহলে সে ইমামের ডানে দাড়াবে।

অষ্টম: মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পদ্ধতি

শরীয়ত সম্মত বিষয় হলো: কমর পর্যন্ত কবরকে গভীর করা, ক্বিবলার দিকে কবরে লাহাদ করা ও লাহাদ কবরের ডান পার্শ্বে ব্যক্তিকে রাখা। কাফনের গিট খুলে দিবে কিন্তু তা টেনে নিবে না বরং স্ব অবস্থাতেই রেখে দিবে। তার মুখ খুলে দিবে না চায় সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। তারপর কবরে ইট সাজাবে এবং তাতে কাদা মাটি লাগাবে যাতে করে মজব্রত হয় ও মাটি তা ধরে রাখতে পারে। যদি ইট না পাওয়া যায় তাহলে তকতা, পাথর বা কাঠ দিবে যাতে করে মাটি তা ধরে রাখতে পারে। তারপর মাটি চাপা দিবে। এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়া মুস্তাহাব:

بِـسْـمِ اللهِ وَ عَلٰـي مِـلَّـةِ رَسُـوْلِ اللهِ(বিসমিল্লা-হি অআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ)

অর্থ: আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)। (সহীহ আত-তিরমিযী হা/১৪৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ১০/৩৫৩ পৃ.)

একবিদ পরিমাণ উঁচু করবে এবং তার উপর একটি ছোট পাথর রাখবে যদি তা পাওয়া যায় এবং পানি ছিটিয়ে দিবে। এবং তার কবরের পাশে দাড়িয়ে ব্যক্তির জন্য দু'আ করা অনুমতি রয়েছে। কেননা নাবী (স.) যখন দাফন কাজ শেষ করতেন তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেল: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তার জন্য স্থীরতা কামনা কর। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

নবম: যে ব্যক্তি তার জানাযার সলাত আদায় করতে পারে নাই, দাফনের পর কবরের নিকট জানাযার সলাত আদায় করা তার জন্য জায়েয রয়েছে। কেননা নাবী (স.) এরূপ করেছেন। তবে শর্ত হলো তা এক মাসের কম হতে হবে।

যদি দাফন করা এক মাসের বেশি হয় তাহলে কবরের নিকট জানাযার সলাত জায়েয নেই। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে এমন কোন দলীল নেই যে, দাফন করার এক মাস পরে তিনি কবরের নিকট জানাযার সলাত আদায় করেছেন।

দশমঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে লোকজনের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা জায়েয নেই। যেমন সম্মানিত সাহাবী জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্তিঃ (আমরা দাফনের পর মৃতব্যক্তির পরিবারে একত্রিত হতাম সমবেদনা ও তাদের খাবার ব্যবস্থার জন্য)। সুতরাং তাদের ও তাদের মেহমানদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করতে কোন সমস্যা নেই। ব্যক্তির প্রতিবেশির পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা জায়েয আছে। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) এর নিকট যখন ‘জাফর বিন আবি ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর সংবাদ আসল তখন তিনি তাঁর পরিবারকে ‘জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিবারের জন্য খাবার তৈরীর নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেনঃ (নিশ্চয় তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে)। ব্যক্তির পরিবারের জন্য যে খাবারগুলো হাদিয়া দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের প্রতিবেশি বা অন্যদেরকে দাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। আমরা যতটুক শরীয়ত হতে জানি যে, এ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময় নাই ।

একাদশঃ কোন শোক পালনকারিনী মাহিলার জায়েয নাই যে, সে তিন দিনের বেশি ব্যক্তির জন্য শোক পালন করবে। তবে ব্যক্তির স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তার উপর তার স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। তবে সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত শোক পালন করবে। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস সাব্যস্ত আছে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে তার কোন নিকট আত্মীয় বা অন্য কারো জন্য শোক পালন করা জায়েয নাই।

দ্বাদশঃ মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু‘আ করা, তাদের জন্য রহমত কামনা করা এবং ও আখিরাতকে স্বরনের জন্য পুরুষদের জন্য যে কোন সময় বিশেষ করে রাতের শেষাংসে কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে। কেননা নাবী (সাল্লাল্ল হু আলাইহি সাল্লাম) বলেছেনঃ

(তোমরা কবর যিয়ারত কর, নিশ্চয় কবর যিয়ারত তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে)। যখন তাঁর সাহাবীরা কবর যিয়ারত করতেন তখন তিনি তাদেরকে কবর যিয়ারতের দু‘আ শিক্ষা দিতেন যাতে তাঁরা কবর যিয়ারতের সময় বলেন:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ،

نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمِ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয নাই। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) কবর যিয়ারতকারিনীদের জন্য অভিশাপ করেছেন। কেননা তাদের কবর যিয়ারতের মাধ্যমে এবং তাদের ধৈর্য ধারণ ক্ষমতা কম থাকার কারণে তিনি ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করেছেন। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির পিছে পিছে কবরস্থানে যাওয়াও তাদের জন্য জায়েয নাই। কেননা নাবী (সা) তাদেরকে ইহা হতে বারণ করেছেন। আর মাসজিদে কিংবা কোন সলাতের স্থানে মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করা পুরুষও মহিলা সকলের জন্য জায়েয।

কবর যিয়ারতের প্রকারভেদ

زيارةٌ شرعيَّةٌ:
শারয়ী যিয়ারত: কবর যিয়ারতের মাধ্যমে আখিরাতকে স্বরণ করার নিয়ত করা, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাহন প্রস্তুত না করা। নিজের জন্য ও ব্যক্তিদের জন্য বর্ণিত দু‘আর মাধ্যমে নিয়ত করা।

زيارةٌ بدعيَّةٌ:
বেদ‘আতী যিয়ারত: যদি কবর যিয়ারতের মাধ্যমে কবরের নিকট আল্লাহর কাছে প্রার্থনার নিয়ত করে।

زيارةٌ شركيَّةٌ:
শিরকি যিয়ারত: যদি কবর যিয়ারতের মাধ্যমে কবরবাসীর কাছে প্রাথ নিয়ত করে।

যা সঙ্কলন করা সম্ভব হয়েছে তা এখানেই সমাপ্তি । আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি রহমত ও শান্তিবর্ষণ করুন। আমীন-

পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার প্রশ্নপত্র

১. নিয়মনীতি ও শারয়ী শিষ্ঠাচার সংরক্ষণ করা মুসলিমের চরিত্রঃ
   ক. সঠিক খ. ভুল

২. আমার দ্বীন আমাকে আদেশ করে খারাপ ব্যাক্তিদের সঙ্গ দিতে এবং সহ ব্যাক্তিদের থেকে দূরে থাকতে।
   ক. সঠিক খ. ভুল

৩. ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে চাকর লেবার ও অন্যন্যদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে।
   ক. সঠিক খ. ভুল

৪. যে ব্যাক্তি তার জিহ্বা ও হাত দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেয় আমি তার সঙ্গ দিবো।
   ক. সঠিক খ. ভুল

৫. কেউ আমাকে গালি দিলে আমিও তাকে গালি দিব
   ক. সঠিক খ. ভুল

৬. ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যার মুখাপেক্ষী ও দূর্বল তাদের সাহায্য করবো।
   ক. সঠিক খ. ভুল

৭. একজন মুসলিম এর হক অপর মুসলিমের উপর যে, অসুস্থ হলে তাকে যিয়ারত করবে ও সুস্থতার দো'আ করবে।
   ক. সঠিক খ. ভুল

৮. প্রতিবেশীর গোপন বিষয় খোঁজ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট
   ক. সঠিক খ. ভুল

৯. আল্লাহর নিকট প্রিয় সেই যে মানুষের বেশি উপকার করে।
   ক. সঠিক খ. ভুল

১০. বাড়ী হতে বের হওয়ার দো'আ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا
   ক. সঠিক খ. ভুল

১১. যে আমার হাঁচির উত্তর দিবে আমি তার জন্য বলবো يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ
   ক. সঠিক খ. ভুল

১২. দো'আ আযকার মুসলিমকে হেফাযত করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৩. তোমার মুসলিম ভাইকে তোমার ভালোবাসার পরিচয় কি?

১৪. ঈমান কমে যাওয়ার প্রমাণ হলো তোমার মুসলিম ভাইকে হিংসা করা।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৫. ভালোবাসা সৃষ্টি করার কারণসমূহ কি কি?

১৬. মাদকের মধ্যে সেটিই হারাম যার নাম রাখা হয়েছে খাম্‌র (মদ)

ক. সঠিক খ. ভুল

১৭. খাবার দাবারে ফুঁক দেওয়া মাকরূহ

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. খাবার শেষ করার পর এবং হাত ধৌত করার পর আঙ্গুল চাটা মুস্তাহাব।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৯. খাবার, পরিধান, সৌন্দর্যে মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই হলো সঠিক পথ।

ক. সঠিক খ. ভুল

২০. মানুষের মধ্যে সেই ব্যাক্তি হকদার গোসল, জানাযার, সলাত **পড়া, ও দাফন করাতে ------ তারপর -------------------------তারপর --------------------- তারপর।**

২১. মৃত্যু ব্যাক্তি ঋণ পরিশোধ করা:

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত গ. বৈধ

২২. মৃত্যু ব্যাক্তিকে দাফন করার হুকুম:

ক. সুন্নাত খ. ওয়াজিব গ. ফারজে কেফায়াহ

২৩. মৃত্যু সময়ে ব্যাক্তিকে তালকীন দেওয়ার হুকুম:

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত গ. হারাম

২৪. যে মৃত্যু ব্যাক্তিকে গোসলের সাহায্য করে না তাকে গোসল দেওয়ার সময় তার উপস্থিত হওয়ার হুকুম

ক. হারাম খ. সুবাহ গ. মাকরূহ

মৃত্যু ব্যাক্তিকে যখন কবরে রাখা হবে তখন তার কাফনের গিরাগুলো খুলে ফেলতে হবে।

ক. সঠিক   খ. ভুল

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারবে না, কেননা মৃত্যুর কারণে বিবাহ বন্ধন শেষ হয়েছে।

ক. সঠিক খ. ভুল

পুরুষ-মহিলা গোসল দিতে পারবে তাকে -------------------------------------- --------------------------------।

যার জানাযার সলাত ছুটে যাবে সে সলাত পড়বে ------------ আর তা এত দিনের মধ্যে --------------------------।

সর্বাবস্থায় মৃত্যু ব্যাক্তির জন্য কান্না করা বৈধ

ক. সঠিক   খ. ভুল

মায়্যেতকে কবরে ডান কাঁথে কিবলার দিকে মুখ করে রাখতে হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল